যুবক-যুবতী।

যৌবনাবস্থা।

ধাত্রী ও সুকুমারীর কথোপকথন।

ধাত্রী। বাছা সুকুমারি! আজ আমার অবকাশ আছে, তোমাকে যৌবনের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি একে একে বুঝিয়ে দিব।

সুকু। যৌবনে কোন্ কোন্ বিষয় জানা আবশ্যক?

ধা। যৌবনে জান্‌বার বিস্তর বিষয় আছে। সেগুলি জানা থাক্‌লে আর সেই রকমে চল্লে, অকালে রোগ, শোক ভোগ কর্‌তে হয় না। তুমি বাছা! এই যৌবনে পা দিয়েছ, এ সময়ের উপদেশগুলি তোমার পক্ষে বড় উপকারী হ'বে। যৌবন জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ। এই সময় পুরুষেরা স্ত্রীলোককে একটী আদরের বস্তু মনে করে।

সু। আচ্ছা, ঠিক কত বয়সে যৌবন সঞ্চার হ'য়ে থাকে?

ধা। সকল দেশে মেয়েদের এক বয়সে যৌবন হয় না। দেশ ভেদে, জলবায়ু ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে যৌবন হ'তে দেখা যায়।

স্থ। সে আবার কি?

ধা। তা কি জান না? গরম দেশে যেরূপ শীঘ্র যৌবন হয়, শীতল দেশে সেরূপ হয় না।

স্থ। তবে তো গরম দেশ ভাল। শীঘ্র যৌবন হয়, মেয়েরা অল্প দিনের মধ্যে কাজের লোক হ'য়ে উঠে।

ধা। সেটী বড় ভুল। যাদের শীঘ্র যৌবন হয়, তারা আবার শীঘ্রই তা হারায়। তাই লোকে বলে শুন নাই কি, যে "কুড়ি পেরুলেই বুড়ি"। যাদের যৌবন আস্তে আস্তে ও দেরিতে হয়, তাদের যৌবনও অধিক দিন থাকে।

স্থ। যৌবন আনা ও বিদায় দেওয়া তো আর মানুষ্যের হাত নয় যে, ইচ্ছামত এনে অধিক দিন ধরে রাখ্‌বে।

ধা। যদিও দেশ ভেদে যৌবন সঞ্চারের ভিন্ন ভিন্ন সময় আছে, কিন্তু যত্ন কর্‌লে বিলম্বেও যৌবন এনে রাখা যায়।

স্থ। সে আবার কি?

ধা। কেন, শোন নাই কি, দশ এগার বৎসর বয়সেও কেউ কেউ ছেলের মা হয়েছে?

স্থ। আচ্ছা, এখন বুঝ্‌লেম্ দেশ ভেদে শীঘ্র ও বিলম্বে যৌবন হয়। এ ছাড়া আর কোন কারণে কি শীঘ্র ও বিলম্বে যৌবন হয়?

ধা। হয় বৈ কি। যারা শৈশবাবস্থা হ'তে হৃষ্ট পুষ্ট, তাদের শীঘ্র যৌবন হয়। আর অল্প বয়স হ'তে মেয়েরা পুরুষ সংসর্গ কর্‌লেও অসময়ে যৌবন হ'য়ে থাকে।

সু। তবে অল্প বয়সে পুরুষের কাছে, মেয়েদের রাখা তো বড় দোষ?

ধা। সে আর একবার ক'রে? মনে কর না ফুটন্তমুখ ফুল যদি তোলা যায়, তবে কি তার সৌন্দর্য্য থাকে? অল্প দিনের মধ্যেই সে শুষ্ক ও বিবর্ণ হ'য়ে পড়ে। স্ত্রীলোকের দশাও তাই। আমাদের দেশের মেয়েরা যে, শীঘ্র যৌবন হারায়, তার কারণ অসময়ে যৌবন হওয়া।

সু। হাঁ, ঠিক বটে। বিবিরা বুড়বয়স পর্য্যন্তও যেন যৌবনে-ভরা থাকে।

ধা। শীতপ্রধান দেশে আঠার উনিশ বৎসরে যৌবন হয়, কাজে কাজেই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য ও চেহারা থাকে।

সু। আচ্ছা. আর কোন কারণে কি শীঘ্র ও বিলম্বে যৌবন হয়?

ধা। হয় বৈ কি? যারা মোটা ও আলস্যে তাদের অপেক্ষা কৃশাঙ্গী ও চঞ্চলা মেয়েরা দেরিতে যৌবনে পা দেয়। আবার কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুবিশিষ্টা স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্যামাঙ্গী ও কাল স্ত্রীলোক-দের শীঘ্র যৌবন হয়। যে সকল স্ত্রীলোকের আকৃতি দীর্ঘ, ক্ষুদ্র আকারের মেয়েদের অপেক্ষা তাদের যৌবন আস্তে আস্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আবার যাদের কালচুল ও কালচোক, সুন্দরী এবং

নীলচক্ষুবিশিষ্টা স্ত্রীলোক অপেক্ষা তাদের যৌবন অপক্কভাবে উদয় হয়।

সু। আচ্ছা, অসময়ে যৌবনের তো কেবল দোষই শুন্‌লেম। কিন্তু ঠিক সময়ে যৌবন হ'লে উপকার কি?

ধা। উপযুক্ত সময়ে যৌবন হ'লে পরিমাণ মত আকৃতি ও বর্ণ হয়। স্বাস্থ্য ভাল থাকে, মন প্রফুল্ল হয়, আর সেই গর্ভের ছেলেরও স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ফলকথা নিজের ও ছেলের মঙ্গল, উপযুক্ত সময়ের যৌবনের উপর নির্ভর করে।

সু। তবে নির্ব্বোধ লোকেই শীঘ্র যৌবনের জন্য ব্যস্ত হয়।

ধা। তা নয় তো আর কি? যে সকল মা মেয়ের শীঘ্র যৌবন কামনা করেন তাঁরা পূর্ণশত্রু। আর যে সকল পুরুষ শীঘ্র স্ত্রীর যৌবনে লোভ করেন, তাঁদের ভোগও শীঘ্র লোপ পায়। এ ছাড়া আবার সন্তানের অমঙ্গল! পোড়া লোকে এ সব বুঝে চলে কি?

সু। না চলার ফলও তো হাতে হাতে হচ্ছে, তবুও যে জ্ঞান হয় না, এই আশ্চর্য্য!

ধা। ভাল কথা এই সঙ্গে তোমাকে আর একটা কথা বলে রাখি। যে সকল কারণ বল্লেম, তা ছাড়া আরও দুটী কারণে যৌবন অসময়ে নষ্ট হ'য়ে থাকে।

সু। সে কারণ দুটী কি?

ধা। একটী শারীরিক নিয়ম তাচ্ছিল্য করা আর একটী মানসিক চিন্তা। অর্থাৎ যারা অত্যন্ত আলস্যে; অনিয়মিত নিদ্রা, অধিক

ইন্দ্রিয়চালনা, অতিভোজন, মদ্যপান প্রভৃতি অনিয়ম ক'রে থাকে। আর যাদের চিন্তা, দুঃখ অধিক, তাদের যৌবন অধিক দিন থাকে না।

সু। এ কথাগুলি ঠিক মনে লাগ্‌ল। এই বেশ্যাদের দশা দেখুন না, তারা কত অনিয়ম, কত অত্যাচার করে থাকে, সে জন্য প্রায়ই দেখা যায়, একটু বয়স হ'লেই তারা কি বিশ্রী হয়! স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ যে সৌন্দর্য্য তা আর থাকে না। কোন বিষয়েরই বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়।

ধা। এইটীই মনে রেখ, সুনিয়মে চল্লে, কোন অপকার হয় না। যৌবনকাল অতি ভয়ানক। এ সময় কি স্ত্রী কি পুরুষ এক প্রকার উন্মত্ত হ'য়ে উঠে। কত লোক লোকলজ্জা, ধর্ম্ম, মানসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে কুপথে গমন করে। এই যৌবন বয়সের অত্যাচারে কত যুবক যুবতী অকালে বৃদ্ধ হ'য়ে পড়ে। কত লোক এমন সব উৎকট রোগ ভোগ করে যে, অল্পদিনের মধ্যে প্রাণ পর্য্যন্ত হারায়। আর বংশ লোপ, বিকৃত সন্তান, অপথে যৌবন চালনার যে প্রত্যক্ষ ফল, একথা কে অস্বীকার করবে?

সু। তবে দেখ্‌ছি যৌবনকালটা এক রকম মণিভূষিত কাল-সর্প। অনেকেই সেই মণির লোভে পড়ে, শেষে দারুণ বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে থাকে।

ধা। ঠিক বলেছ! সময় মত সে সব অত্যাচারের কথা তোমায় বলে দিব। এখন শয়ন ও শয্যার বিষয় বলি শোন।

স্ত্রী পুরুষের একত্র শয়ন—শয্যা—গৃহ।

স্থ। আচ্ছা আপনি যে বলেছিলেন, সময়ক্রমে স্ত্রী পুরুষের শয়ন ও শয্যার বিষয় উপদেশ দিবেন, অনুগ্রহ ক'রে আজ বলুন না।

ধা। বেশ কথা, মন দিয়ে শোন। প্রায়ই দেখা যায়, স্বামী ও স্ত্রী এক গৃহে এক বিছানায় নিদ্রা যায়। নিদ্রা দ্বারা সমস্ত কষ্ট নিবারণ হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে নিদ্রা একটী প্রধান উপায়। দেখ নাই কি শিশুরা পর্য্যন্ত নিদ্রা গিয়ে স্বাস্থ্যলাভ করে?

স্থ। হাঁ৷ তা দেখেছি; সুনিদ্রা ভিন্ন মানুষ কখন বাঁচ্‌তে পারে না। কিন্তু এক বিছানায় শয়নে দোষ কি?

ধা। অনেক প্রকার প্রমাণ আছে, স্বামী ও স্ত্রী একগৃহে ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শয়ন ক'রে উত্তম স্বাস্থ্যলাভ ক'রেছে। তবে স্থলবিশেষে স্ত্রী পুরুষ এক শয্যায় শয়ন করলে কোন দোষ হয় না।

স্থ। সে আবার কি? স্ত্রী পুরুষ নাকি আবার এক বিছানায় শয়ন করবে না?

ধা। তার কারণ আছে। নিদ্রার সময় উভয়ের নিশ্বাস প্রশ্বাসে বাতাস বিষাক্ত হয়। আর ফুস্‌ফুস্‌ ও চর্ম্ম হ'তেও দূষিত বাষ্প নির্গত হ'য়ে উভয়েরই স্বাস্থ্য ভঙ্গ ক'রে।

স্থ। তবে আপনার কথার ধরণে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে, স্ত্রী পুরুষ কখনই যেন একত্রে নিদ্রা করবে না।

ধা। তা কেন, স্ত্রী পুরুষের যদি এক বয়স হয়, তবে এক গৃহে ও এক শয্যায় শয়ন করলে কোন অনিষ্ট ঘটে না। আর বৃদ্ধ স্বামী ও যুবতী স্ত্রীর এক শয্যায় শয়ন অবিধি।

স্থ। কেন, তাতে দোষ কি?

ধা। দোষ অনেক। যুবতী ও বৃদ্ধ পুরুষ এক শয্যায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা গেলে, যুবতীর নানা রকম রোগ হ'তে পারে। বিশেষ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কারো যদি ক্ষয় কিম্বা কোন রকম সংস্পর্শ অর্থাৎ ছোঁয়াছে রোগ থাকে, তবে কখনই একত্রে শয়ন করবে না।

স্থ। হ্যাঁ, এখন বেশ বুঝলেম। ভাল কথা এই সময় আর দুটি খট্‌কা ভেঙে নিই। স্ত্রী পুরুষ কি রকম ঘর ও কি রকম বিছানায় শয়ন করবে?

ধা। যে ঘর দীর্ঘ ও প্রস্থে ন হাত, সে ঘরে উভয়ের আবশ্যক মত বাতাস পাওয়া যায় না। এজন্য যে ঘর দীর্ঘ, প্রস্থ এবং উচ্চ পনর হাত, সেই ঘরই স্ত্রী পুরুষের শয়নের পক্ষে উত্তম।

স্থ। স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন ঘরে, আর ভিন্ন বিছানায় শয়ন করা বড় কঠিন নিয়ম।

ধা। বাছা! সংসারের সকল কাজই প্রায় দেখা যায়, ভাল মন্দে জড়িত। কারণ একত্রে শয়নে যেমন দোষ, আবার

ঐরূপ শয়নে উপকারও অনেক। তোমায় একটী মজার গল্প বলি শোন। বিলাতে একটী স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বড় মনোবাদ ঘটে, এমন কি উভয়ে পরস্পর ত্যাগ কর্‌বার জন্য নালিশ পর্য্যন্ত করে। বিচারপতি মূল মোকদ্দমার কোন বিচার না ক'রে হুকুম দেন, তোমরা সাত দিন একত্রে শয়নের পর পুনর্ব্বার আদালতে আস্‌বে। হাকিমের হুকুম মত কাজ চল্‌তে লাগ্‌ল। তারা স্ত্রী পুরুষ এক গৃহে এক শয্যায় বাস কর্‌তে লাগ্‌ল। কেবল আহারাদির সময় চাকরেরা ঘরে দরকারী জিনিস দিতে যে'ত। সাত দিনের পর তারা আদালতে উপস্থিত হ'লে, হাকিম জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কেমন, তোমাদের পরস্পর ছাড়াছাড়ি কি ঠিক?" তখন স্ত্রী পুরুষ উভয়ে একবাক্যে বল্লে, "না হুজুর! আমরা আর কখনই পরস্পর ছাড়াছাড়ি কর্‌ব না।" একত্র শয়নে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বড় মনের মিল হয়।

সু। তবেই তো বেশ কথা! এখন ব্যবস্থা কি?

ধা। কেন? জাগরণ সময় পর্য্যন্ত এক সঙ্গে থেকে, নিদ্রার সময় এক ঘরে স্বতন্ত্র বিছানায় ঘুমলে তো সকল দিক বজায় থাকে।

সু। তাও বটে। যা'ক এখন আর একটী কথা আমার জান্‌বার আছে। স্ত্রী পুরুষে কি রকম বিছানায় শয়ন কর্‌বে?

ধা। তূল কিম্বা পশমী বিছানা শয়নের পক্ষে ভাল। আর বিছানায় যেন উত্তমরূপ বাতাস লাগে। মধ্যে মধ্যে বিছানা রৌদ্রে দেওয়া আবশ্যক। নিদ্রাকালে শরীর হ'তে এক রকম বাষ্প

নির্গত হয়। ঐ বাষ্পে শয্যা দূষিত করে। কিন্তু রৌদ্রে দিলে সে অপকার হয় না। যে স্ত্রী দুর্ব্বলা এবং যাদের অধিক ঘাম হয়, তাদের বিছানায় দুই একখানি বেশী কাপড় রাখা ভাল। কারণ দরকার হ'লে বদলাতে পারা যায়।

সু। বিছানার বিষয় মোটামুটি এই জানা থাক্‌লে হ'ল যে, বিছানা খুব পরিষ্কার হ'বে আর সর্ব্বদা রৌদ্রে দিবে।

ধা। ঠিক বলেছ, তবে এখন আর একটী বিষয় আরম্ভ করা যা'ক।

সু। আচ্ছা বৈদ্য-শাস্ত্রে শয্যার কোন দোষ গুণ বিচার নাই কি?

ধা। আছে বই কি।

সু। খাটেতে শয়ন কর্‌লে উপকার কি?

ধা। বাত, পিত্ত এবং কফ এই তিন প্রকার দোষ নষ্ট হ'য়ে থাকে। (১)

সু। তূলার বিছানায় শয়নে উপকার কি?

ধা। বাত ও কফের শান্তি হয়।

সু। ভূমিতে শয়ন কর্‌লে উপকার কি?

ধা। ভূমিতে শয়ন কর্‌লে বল ও পুষ্টি হয়, আর তক্তপোষে শয়ন কর্‌লে বাত বৃদ্ধি হয়। কোন কোন তন্ত্রশাস্ত্রের মতে ভূমি

---

(১) ত্রিদোষশমনী খট্বা তূলী বাতকফাপহা।
ভূশয্যা বৃংহণী বৃষ্যা কাষ্ঠপট্টী তু বাতলা॥

শয্যায় বাত জন্মে, পিত্ত ও রক্ত নাশ হয় এবং রুক্ষ। উত্তম শয্যাতে শয়ন পুষ্টি, নিদ্রা, শুক্র ও ধারণাশক্তি বর্দ্ধক। নিকৃষ্ট শয্যা উহার বিপরীত। (১)

(১) অত্র পুনরাহ।—

ভূশয্যা বাতলাতীবং রুক্ষা পিত্তাস্রনাশিনী।
সুশয্যা শয়নং হৃদ্যং পুষ্টি নিদ্রা ধৃতিপ্রদম্।
শ্রমানিলহরং বৃষ্যং বিপরীতমতোঽন্যথা॥

বিষয় বুঝাতে গেলে কি কেউ কখন বিরক্ত হ'য়ে থাকে? তোমার কোন ভয় নাই। যা জিজ্ঞাসা কর্‌বে, আমি আহ্লাদের সহিত বুঝিয়ে দিব।

সু। তবে বলুন, স্ত্রীলোকদের কোন্ বয়সের কি নাম। আর কোন্ রকম স্ত্রী-সহবাসে কি প্রকার ফলাফল, সেইগুলি আগে বলুন।

ধা। এই কথা? ষোল বৎসর পর্য্যন্ত যাঁদের বয়স, তাদের নাম বালা। ষোলর পর বত্রিশ বৎসরের স্ত্রীর নাম তরুণী। বত্রিশের পর পঞ্চাশ বৎসর বয়সের স্ত্রীর নাম প্রৌঢ়া। আর পঞ্চাশের বেশী হ'লেই তাকে বৃদ্ধা বলে। কেমন, এখন বুঝ্‌লে তো? (১)

সু। হ্যাঁ, এমন ক'রে বুঝিয়ে দিলে আর কোন্ কাঁচা খুকি না বুঝ্‌তে পারে? আচ্ছা, এই যে বয়সের বিচার হ'ল, কিন্তু কোন্ কোন্ ঋতুতে কি রকম স্ত্রীর সহিত সহবাস কর্‌লে ভাল, ঋষিরা এ বিষয়ে কি কোন ব্যবস্থা দেন নাই?

ধা। দেন নাই আবার? তাঁরা কোন বিষয় ছাড়েন নাই। তাঁদের মতে গ্রীষ্ম ও শরৎকালে বালা, শীতকালে তরুণী, বর্ষা ও বসন্তকালে প্রৌঢ়া স্ত্রী-সহবাস অত্যন্ত হিত-কর। নিত্য বালা-সহবাসে

(১) বালেহতি গীয়তে নারী যাবদ্বর্ষাণি ষোড়শ।
ততস্তু তরুণী জ্ঞেয়া দ্বাত্রিংশদ্বৎসরাবধি॥
তদূর্দ্ধমধিরূঢ়া স্যাৎ পঞ্চাশদ্বৎসরাবধি।
বৃদ্ধা তৎপরতোজ্ঞেয়া সুরতোৎসববর্জ্জিতা॥

নিত্য বল-বৃদ্ধি, তরুণীতে শক্তিরহ্রাস, আর প্রৌঢ়া সেবনে বৃদ্ধভাব হয়। (১)

সু। এতও আছে?

ধা। শুধু এ নয়। তাঁরা আরও বলেছেন শোন; সদ্য মাংস, ঈষৎ উষ্ণ অন্ন, বালাস্ত্রী, ক্ষীর ভোজন, ঘৃত ভোজন, আর গরম জলে স্নান, এই ছয়টী অত্যন্ত বল-কারক। (২)

সু। তবে যেন আবার বলনাশেরও কিছু কথা আছে?

ধা। ঠিক বলেছ। তবে শোন, পচা মাংস, বৃদ্ধা স্ত্রী, আশ্বিন মাসের রোদ, তরুণ দধি, প্রভাতে সহবাস আর দিবসে নিদ্রা এই ছয়টি বল নষ্ট করে। (৩)

সু। আচ্ছা, কত বয়সের স্ত্রী পুরুষের সহবাসে কি রকম ফল?

ধা। তরুণী সহবাসে বুড় যে, সেও নবীন হয়। আর পুরুষের

(১) নিদাঘ শরদোর্ব্বলা হিতা বিষয়িণী মতা।
তরুণী শীতসময়ে প্রৌঢ়া বর্ষাবসন্তয়োঃ॥
নিত্যস্বালা সেব্যমানা নিত্যং বর্দ্ধয়তে বলম্।
তরুণী হ্রাসয়েচ্ছক্তিং প্রৌঢ়োত্তবয়তে জরাম্॥ ভাবপ্রকাশঃ

(২) সদ্যো মাংসং নবান্নং বালাস্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।
ঘৃতমুষ্ণোদকে স্নানং সদ্যঃ প্রাণ করাণি ষট্॥

(৩) পূতিমাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্ক স্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণ হরাণিষট॥

বয়স চাইতে অধিক বয়সের স্ত্রীসহবাসে যুবা ব্যক্তিও বুড় হয়। (১)

সু। তবে শাস্ত্রমতে সহবাসে কি কি উপকার?

ধা। নিয়ম মত সহবাসে পরমায়ু বৃদ্ধি, শরীর হৃষ্ট পুষ্ট, বর্ণ উজ্জল এবং বল বৃদ্ধি হয় আর শীঘ্র বৃদ্ধ হয় না। (২)

সু। আপনাকে সব কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে লজ্জা হয়। এসব কথা কি করে জিজ্ঞাসা করি?

ধা। বেশ! এতে আবার লজ্জা কি? যে কার্য্যের উপর স্ত্রী পুরুষের বল, বীর্য্য, জীবন এবং ছেলের পর্য্যন্ত ভাল মন্দ নির্ভর করে, সে কথা জানায় আবার লজ্জা? তুমি অসঙ্কোচে সব জিজ্ঞাসা কর।

সু। আচ্ছা, কত দিন অন্তর কি নিয়মে সহবাস মঙ্গল-জনক?

ধা। হেমন্ত কালে বল পূর্ব্বক কামতঃ সহবাস কর্‌বে। শীতকালে ইচ্ছা হ'লেই, বসন্ত ও শরৎকালে তিন দিন অন্তর আর বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে পনর দিন অন্তর সহবাস মঙ্গল। (৩)

---

(১) বৃদ্ধোঽপি তরুণীং গত্বা তরুণত্বমবাপ্নুয়াৎ।
বয়োঽধিকাং স্ত্রিয়ং গত্বা তরুণঃ স্থবিরায়তে॥

(২) আয়ুষ্মন্তো মন্দজরা বপুর্ব্বর্ণ বলান্বিতাঃ।
স্থিরোপচিত মাংসাশ্চ ভবন্তি স্ত্রীষু সংযতাঃ॥

(৩) সেবেত কামতঃ কামং বলাদ্বাজী কৃতোহিমে।
প্রকামন্তু নিষেবেত মৈথুনং শিশিরাগমে।

স্থ। আচ্ছা, সহবাস সম্বন্ধে আর কোন পণ্ডিতের কোন রকম মতামত আছে কি?

ধা। তা আর নাই? প্রচীন ঋষি সুশ্রুত ঠাকুর অনেক কথা বলেছেন।

স্থ। অনুগ্রহ ক'রে সেগুলি বলুন না।

ধা। বলি শোন; অনেকেরই মত সকল ঋতুতে তিন দিন অন্তর, কেবল গ্রীষ্মকালে পনর দিন অন্তর সহবাস করবে।

স্থ। আচ্ছা, সহবাসের কি একটা কোন সময়ের নিয়ম নাই?

ধা। তা আর নাই? শীতকালে রাত্রিতে, গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে, বসন্তকালে দিবারাত্রির মধ্যে যে কোন সময়, বর্ষাকালে মেঘগর্জ্জন কালে এবং শরৎকালে কামের উদ্রেক হ'লেই সহবাস করবে। সন্ধিকাল, প্রত্যূষ, অর্দ্ধরাত্র কিম্বা মধ্যদিনে সহবাস নিষেধ। *

স্থ। কিরূপ স্থানে এবং কিরূপ অবস্থায় সহবাসের বিধি।

ত্র্যহাদ্বসন্তশরদোঃ পক্ষাৎ বৃষ্টি নিদাঘয়োঃ ॥

সুশ্রুতস্থ।—ত্রিভিস্ত্রিভিরহোভির্হি সমেয়াৎ প্রমদাং নরঃ।

সর্ব্বেষ্বৃতুষু ঘর্ম্মেষু পক্ষাৎ পক্ষাজ্জরদ্ধঃ ॥

শীতে রাত্রৌ দিবা গ্রীষ্মে বসন্তেতু দিবানিশি।

বর্ষাসু বারিদধ্বানে শরৎসু সরসঃ স্মরঃ ॥

নোপেয়াৎ পুরুষো নারীং সন্ধ্যায়োর্নচ পর্ব্বসু।

গোসর্গে চার্দ্ধরাত্রেচ তথা মধ্যদিনেঽপিচ ॥

ধা। রমণীয় স্থানে এবং সুশ্রাব্য গীতাদি শ্রবণ করতঃ প্রফুল্ল মনে সহবাস করাই বিধি। আর নিকটে গুরুজন থাক্‌লে, কিম্বা লজ্জা-জনক স্থানে অথবা কোন প্রকার কথায় মনোবেদনা পেলে সহবাস কর্‌বে না। পরিষ্কৃত হ'য়ে বেশ ভূষাদি ধারণ ক'রে, বলকর আহারাদির পর পুত্রার্থী হ'য়ে সহবাস কর্‌বে। (১)

স্থ। কোন্ কোন্ লোকের পক্ষে সহবাস নিষিদ্ধ?

ধা। ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসিত, বালক, বৃদ্ধ, রোগার্ত্ত, আর যে সকল রোগে সহবাস নিষেধ এরূপ রোগাক্রান্ত লোকের পক্ষে সহবাস অনিষ্টজনক। (২)

স্থ। কি রকম স্ত্রী, সহবাসের উপযুক্ত?

ধা। রূপবতী, সদ্‌গুণধারিণী, তুল্যশীলা, সদ্বংশজাতা, অভিকামা,

---

(১) বিহারস্তার্য্যয়া কুর্য্যাদেশে হৃতি শয় সংবৃতে।
রম্যে শ্রব্যাঙ্গনা গানে সুগন্ধে সুখমারুতে॥
দেশে গুরুজনা সন্নে বিবৃতেঽতিত্রপাকরে।
শ্রূয়মাণ ব্যাথা হেতু বচনে চ রমেত ন॥
স্নাতশ্চন্দন লিপ্তাঙ্গঃ সুগন্ধঃ সুমনোঽন্বিতঃ।
ভুক্ত বৃষ্যঃ সুবসনঃ সুবেশঃ সমলঙ্কৃতঃ॥
তাম্বুল বদনঃ পত্ন্যামনুরক্তোঽধিকস্মরঃ।
পুত্রার্থী পুরুষো নারী মুপেয়াচ্ছয়নে শুভে॥

(২) অত্যাশিতোঽধৃতিঃ ক্ষুদ্বান্ সব্যথাঙ্গঃ পিপাসিতঃ।
বালো বৃদ্ধোঽন্যবেগার্ত্তস্ত্যজেদ্রোগী চ মৈথুনম্॥ বাগ্ভটঃ॥

অলঙ্কৃতা এবং হৃষ্টা স্ত্রীর সহিত কামাতুর হ'য়ে সহবাস কর্‌বে। (১)

সু। কোন্ কোন্ স্ত্রী, সহবাসের পক্ষে নিষিদ্ধ?

ধা। রজস্বলা, অকামা, মলিনা, অপ্রিয়া, বর্ণজ্যেষ্ঠা, বয়োবৃদ্ধা, রোগাক্রান্তা, হীনাঙ্গী, ঈর্ষান্বিতা, যোনি-রোগক্রান্তা, সগোত্রা, গুরু-পত্নী প্রভৃতি স্ত্রীর সহিত সহবাস কর্‌বে না। (২)

সু। আচ্ছা, যে সকল স্ত্রী, সহবাসের পক্ষে নিষেধ কল্লেন, সে সকল স্ত্রী সহবাসে দোষ কি?

ধা। দোষ না থাক্‌লে পণ্ডিতেরা নিষেধ কর্‌বেন কেন? তবে এসময় আর একটী কথা বলে রাখি। হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা অনিষ্ট-কর কাজ হ'তে নিবারণ কর্‌বার জন্য নানা প্রকার পাপের ভয় দেখিয়েছেন। তাঁরা, মনে কর্‌তেন্ লোকে পাপকে বড় ভয় করে থাকে। সুতরাং পাপ-জনক বলে শাসন কল্লে, আর কেউ সে কাজে প্রবৃত্ত হবে না।

---

(১) ভার্য্যাং রূপগুণোপেতাং তুল্যশীলাং কুলোদ্ভবাং।
অভিকামোঽভিকামস্তু হৃষ্টোপুষ্টা মলঙ্কৃতাম্॥
সেবেত প্রমদাং যুক্ত্যা বাজীকরণ বৃংহিতঃ। সুশ্রুতঃ॥

(২) রজস্বলামকামাঞ্চ মলিনামপ্রিয়াংথা॥
বর্ণবৃদ্ধাং বয়োবৃদ্ধং তথা ব্যাধিপ্রপীড়িতাং।
হীনাঙ্গীং গর্ভিণীং দ্বেষ্যাং যোনিরোগ সমন্বিতাম্॥
সগোত্রাঙ্গুরুপত্নীঞ্চ তথা প্রব্রাজিতামপি।
নাভিগচ্ছেৎ পুমান্নারীং ভূরিবৈগুণ্য শঙ্কয়া॥ সুশ্রুতঃ॥

সু। তা আর কি বুঝতে পারি না? এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

ধা। যে সকল লোক আত্মদমন করতে না পেরে, রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করে, তাদের দৃষ্টি, তেজ ও আয়ুর হানি করে। সগোত্রা কিম্বা বৃদ্ধাদি স্ত্রী ও সন্ধিকালে সহবাস কর্‌লে আয়ু ক্ষয় হয়। গর্ভবতী সহবাসে গর্ভের পীড়া হয়। রোগাক্রান্তা স্ত্রীর সহবাসে বল ক্ষয় হয়। হীনাঙ্গী, মলিনা, বন্ধ্যা কিম্বা দুর্ব্বলার সহবাসে বীর্য্য ক্ষীণ ও মন অপ্রসন্ন হয়। (১)

সু। আচ্ছা, আপনি যে গর্ভিণীর কথা বল্লেন, তার কি একটা নিয়ম নাই? অর্থাৎ গর্ভ ধারণের কত দিন হ'তে সহবাস ত্যাগ কর্‌বে?

ধা। তা আর নাই কে বল্লে? গর্ভসঞ্চার স্থির হ'লেই দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মাস হ'তেই সহবাস ত্যাগ কর্‌বে। মহর্ষি ব্যাস এবং তন্ত্রশাস্ত্রেও গর্ভবতীর পক্ষে সহবাস নিষেধের অবস্থা আছে। (২)

---

(১) রজস্বলাঙ্গত বতো নরস্যা সংযতাত্মনঃ।
দৃষ্ট্যায়ুস্তেজসাং হানিঃ ধর্ম্মশ্চ ততো ভবেৎ॥
লিঙ্গিনীং গুরুপত্নীঞ্চ সগোত্রা মথ পর্ব্বসু।
বৃদ্ধাঞ্চ সন্ধ্যয়োশ্চাপি গচ্ছতো জীবনক্ষয়ঃ॥
গর্ভিণ্যাং গর্ভপীড়া স্যাদ্ব্যাধিতায়াং বলক্ষয়ঃ।
হীনাঙ্গীং মলিনাং দ্বেষ্যাং ক্ষামাম্বন্ধ্যা মসংবৃতে॥
দেশেঽভি গচ্ছতো রেতঃ ক্ষীণং ম্লানং মনোভবেৎ॥

(২) গর্ভিণীং "গর্ভবাসদিবসাৎ দ্বিতীয়ে মাসি গর্ভস্থিতৌ নিশ্চয়ে

স্থ। আচ্ছা, আপনি যে বল্লেন, ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুব্ধচিত্ত, তৃষিত, দুর্ব্বল অবস্থায় এবং মধ্যাহ্নকালে সহবাস নিষেধ এর কারণ কি?

ধা। ঐ সকল নিষেধ না মেনে সহবাস কর্‌লে শুক্রের হানি ও বায়ুর প্রকোপ হয়। *

স্থ। ব্যাধিত ব্যক্তির পক্ষে সহবাস নিষেধ কেন?

ধা। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি সহবাস কর্‌লে মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ হয়, এমন কি শেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও হ'তে পারে। †

স্থ। এই জন্যই বুঝি গৃহিণীরা পীড়িত সন্তানাদিকে স্ত্রীর সহিত এক গৃহে শয়ন কর্‌তে দেন না? এ নিয়মটি তো খুব ভাল।

ধা। সে কথা আবার একবার করে? এখনকার ছেলে মেয়েরা এ সব কথা না মেনে কত রকম রোগ ভোগ করে থাকে।

যথোক্ত নক্ষত্রাদিলাভে বা তৃতীয়ে মাসি পুংসবনে কৃতে নাভি গচ্ছেৎ। যতঃ পুংসবনান্তর মাহ ব্যাসঃ।

ততস্ত্যজেপ্পদীতীরং দেবখাতোদকং তথা।
ভর্ত্তুঃ শয্যাং মৃতাপত্যং তথৈবামিষ ভোজনম্ ॥

অন্যচ্চ।—আমিষস্যাশনং যত্নাৎ প্রমদা পরিবর্জ্জয়েৎ।
দেবারামনদী যানং প্রয়োগং পুরুষস্যচ ॥

ক্ষুধিতঃ ক্ষুব্ধচিত্তশ্চ মধ্যাহ্নে তৃষিতোঽবলঃ।
স্থিতস্য হানিং শুক্রস্য বায়োঃ কোপঞ্চ বিন্দতি ॥

ব্যাধিতস্য রুজা প্লীহা মূর্চ্ছা মৃত্যুশ্চজায়তে।

স্ব। আচ্ছা, বৈদ্য-শাস্ত্রে কি প্রত্যূষে কিম্বা অর্দ্ধরাত্রে সহবাসের কোন দোষ লিখে নাই ?

ধা। প্রত্যূষে ও অর্দ্ধরাত্রে সহবাস কর্‌লে বাতপিত্তের প্রকোপ হয়। (১)

স্ব। তির্য্যগ্‌ বা দুষ্ট যোনিতে উপগত হ'লে কি কি দোষ ঘটে।

ধা। উপদংশ (গরমি) রোগ হয়। আর বায়ুর প্রকোপ এবং শুক্র ও সুখের ক্ষয় হয়। (২)

স্ব। আচ্ছা, সহবাসকালে বেগ ধারণ করার কি কি দোষ ?

ধা। মল বা মূত্রের বেগ ধারণ কিম্বা রেতো ধারণ কর্‌লে অথবা উত্তান হ'য়ে শয়ন কর্‌লে পাতরী রোগ জন্মে। ক্ষরণোন্মুখ শুক্র কদাচ ধারণ করা উচিত নয়। (৩)

স্ব। যাতে এত অনিষ্ট কে আর ইচ্ছা করে তা করে থাকে ?

---

(১) প্রত্যূষে চার্দ্ধ রাত্রে চ বাত পিত্তে প্রকুপ্যতঃ ॥

(২) তির্য্যগ্‌ যোনাবযোনৌ বা দুষ্ট যোনৌ তথৈবচ।
উপদংশ স্তথা বায়োঃ কোপঃ শুক্র সুখক্ষয়ঃ ॥

(৩) উচ্চারিতে মূত্রিতে চ রেতশ্চ বিধারণে।
উত্তানে চ ভবেচ্ছীঘ্রং শুক্রা শ্মর্য্যাস্তু সম্ভবঃ ॥
সর্ব্বনেতত্তো জেত্তস্মাদ্‌ যত্নো লোক দ্বয়া হিতম্‌।
শুক্রস্তুপস্থিতং মোহন্ন সন্ধার্য্যং কদাচন ॥

ধা। অনেক নির্ব্বোধ কামার্ত্ত লোক সুখের জন্য এই অন্যায় কাজ দ্বারা শেষে নানা রকম কষ্ট পায়।

সু। আচ্ছা, সহবাসের পর কিরূপ নিয়মে চল্লে উপকার হয়?

ধা। স্নান, শর্করাযুক্ত দুগ্ধ, বায়ু সেবন, মাংস রস এবং নিদ্রা এই সকল হিত-কর। (১)

সু। অতিরিক্ত সহবাসে কি কোন দোষ আছে?

ধা। দোষ আবার নাই? জ্বর, শূল, কাশ, শ্বাস, কৃশতা, পাণ্ডু, রাজযক্ষা এবং আক্ষেপ প্রভৃতি নানা প্রকার দেহ-নাশন রোগ জন্মে। (২)

সু। কি সর্ব্বনাশ! যাতে এত অপকার, নির্ব্বোধ লোকে সে কাজে প্রবৃত্ত হয় কেন?

ধা। মানুষ যদি বুঝে চল্‌তে জান্‌ত, তা হ'লে কি পৃথিবীতে এত রোগ ও যন্ত্রণা থাকৃত?

সু। ঈশ্বরের অভিপ্রায় না বুঝে মানুষ নিজের অনিষ্ট নিজেই ডেকে আনে।

ধা। তা নয় তো কি আর? দুটী অভিপ্রায়ে কাম রিপুর সৃষ্টি। প্রথম রিপু চরিতার্থ, দ্বিতীয় সন্তান উৎপাদন। এই দুয়ের

(১) স্নানং সশর্করং ক্ষীরং ভক্ষ্য মৈক্ষর সংস্কৃম্।
বাতো মাংস রসঃ স্বপ্নো ব্যবায়ান্তে হিতা অমী॥

(২) শূলকাশ জ্বরশ্বাস কার্শ্য পাণ্ডু ময়ক্ষয়াঃ।
অতি ব্যবায়াজ্জায়ন্তে রোগাশ্চ ক্ষেপকাদয়ঃ॥

মধ্যে প্রথমটীর সুখ সে তো ক্ষণস্থায়ী। তবে সন্তান উৎপাদন জন্য যে, অভিপ্রায় সেইটীই প্রধান মনে করা উচিত।

সু। তবে সন্তানের মঙ্গলামঙ্গল কামনা কর্‌তে হ'লে সহবাসের নিয়ম উত্তমরূপ জানা আবশ্যক।

ধা। এ জন্যই আমাদের দেশের মুনি ঋষিরা বার, তিথি, নক্ষত্র, ঋতু এবং শরীর ও মনের অবস্থা বিচার করে, সহবাস বিষয়ে কত উপদেশ দিয়েছেন।

সু। আমি এখন বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, সর্ব্বাগ্রে এই গুরুতর বিষয় শিখা উচিত।

ধা। তা নয় তো কি? যে জাতির মধ্যে এই সহবাস প্রবলরূপে চলিত, সে জাতি দিন দিন হীন-বীর্য্য, দুর্ব্বল হয়, আর তাদের পরমায়ুও কমে আসে।

সু। সে কথা ঠিক। বনের পশু পক্ষীরাও এ বিষয় একটা নিয়মের অধীন। মানুষ যদি সে নিয়ম লঙ্ঘন করে, তবে নিশ্চয়ই নানা প্রকার কষ্টভোগ কর্‌বে।

ধা। লোকে যাতে এ নিয়ম লঙ্ঘন না করে; সেই জন্যই তো বিবাহের সৃষ্টি।

সু। কেবল স্ত্রীর সহিত যদি লোকে অতিরিক্ত সহবাস করে, তবে তাতে কি কোন দোষ হয় না?

ধা। তুমি আমার কথার মানে বুঝ্‌তে পার নাই। বিবাহের উদ্দেশ্য এই, লোকে নিয়মিতরূপে সহবাস কর্‌বে। নতুবা যে পুরুষ অনিয়মে সহবাস করে, তার পক্ষে বেশ্যা গমন আর নিজের স্ত্রী

সহবাস দুই এক। অযথা সহবাস যাতে না হয় এইটীই তো বিবাহের মূল উদ্দেশ্য।

স্থ। কালাকাল বিচার না করে, সহবাসে যখন এত অনর্থের মূল, তখন এ বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া উচিত।

ধা। দিবাভাগে সহবাসে পরমায়ু ক্ষয় হয়। যদি দিবাভাগে নিতান্তই সহবাসের ইচ্ছা হয়, তবে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বরং ভাল, অন্য সময়ে একবারেই নিষিদ্ধ। (১)

স্থ। আচ্ছা, সন্ধ্যাকালে সহবাস কি নিষিদ্ধ?

ধা। পণ্ডিতেরা সন্ধ্যাকালে যে সকল কার্য্যে নিষেধ বিধি দিয়েছে, তার মধ্যে সহবাস একটী। কারণ সন্ধ্যাকালে সহবাস করলে গর্ভ বিকৃত-ভাবাপন্ন হয়। (২)

স্থ। কোন্ অবস্থায় পণ্ডিতেরা কিরূপ নিয়ম অবলম্বন করে, সহবাস করতে ব্যবস্থা দিয়েছেন?

ধা। বাজীকরণ দ্বারা কামাতুর হ'য়ে সহবাসের ব্যবস্থা দিয়েছেন।

স্থ। বাজীকরণ আবার কি?

---

(১) আয়ুঃক্ষয় ভয়াদ্বিদ্বান্নাহ্নি সেবেত কামিনীম্।
অবশো যদি সেবেত তদা গ্রীষ্মবসন্তয়োঃ॥

(২) এতানি পঞ্চ কর্ম্মাণি সন্ধ্যায়াং বর্জ্জয়েৎবুধঃ।
আহারং মৈথুনং নিদ্রাং সম্পাঠং গতিমধ্বনি॥
ভোজনাজ্জায়তে ব্যাধির্মৈথুনাদ্গর্ভবৈকৃতিম্।
নিদ্রায়া নিঃস্বতা পাঠাদায়ুর্হানির্গতের্ভয়ম্॥

ধা। যে দ্রব্যের গুণে স্ত্রীতে সহবাসের ইচ্ছা হয়, তাকেই বাজীকরণ বলে। (১)

সু। অন্যান্য কাজের ন্যায় সহবাস বিষয়ে একটা নিয়ম হ'লে ভাল হয় না কি?

ধা। এ বিষয়ে যদিও নানা দেশের পণ্ডিতদের নানা রকম মত আছে, কিন্তু কটী লোক সে মত শুনে চলে?

সু। তবে মোটের উপর এইটীই জানা উচিত, সহবাস যত কম হয়, ততই ভাল।

ধা। কোন কোন পণ্ডিতের মত, মাসের মধ্যে তিন দিন সহবাস করা আবশ্যক। কেউ বলেন সপ্তাহের মধ্যে একদিন সহবাস হ'লে ভাল হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যদি এক মাস স্ত্রীর সহিত সহবাস করা না যায়, তবে স্ত্রী ত্যাগই মনে কর্‌তে হয়।

সু। আচ্ছা, ঐ সকল পণ্ডিতদের মতে পরিমিতরূপ সহবাসের উপকার কি?

ধা। তাঁরা বলেন নিয়মিতরূপ কামবৃত্তি পূর্ণ কর্‌লে স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও বুদ্ধি হয় আর অধিক পরিমাণে আহ্লাদ জন্মে।

সু। আচ্ছা, যে রকম নিয়মে সহবাসের ব্যবস্থা বল্লেন, যদি তা চাইতে কম সহবাস হয়, তাতে কি কোন দোষ ঘটে?

(১) যস্মাদ্দ্ব্যাত্তবেৎস্ত্রীষুহর্ষো বাজীকরং হিতৎ।
যথাশ্বগন্ধা মুশলী শর্করা চ শতাবরী॥

ধা। ঘটে বইকি? তাতে শরীর ও মনের এক প্রকার ভাবান্তর ঘটে। এ জন্য কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই নিয়মিতরূপ সহবাস করা উচিত। কারণ তাতে উভয়েরই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। যুবাদের এই সহবাস ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে, শেষে সন্তান উৎপন্ন হ'লে এবং বৃদ্ধ বয়স হ'লে কামপ্রবৃত্তি কমে আসে এবং সে সহবাসে আর সন্তান হয় না।

সু। কারো কারো তো বুড় বয়সেও ছেলে হ'তে দেখা যায়।

ধা। কিন্তু সে ছেলে যুবা বয়সের ছেলের ন্যায় বলবান কিম্বা দীর্ঘজীবী হয় না। আর বুড় বয়সে সন্তান প্রায়ই জন্মে না। দেখ নাই কি, গাছ পালা যৌবন বয়সে যেমন ফল প্রসব করে, বুড় হ'লে আর সে রকম হয় না। মানুষের পক্ষেও ঠিক তাই।

সু। তবে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান কামনায় সহবাস করা উচিত নয়?

ধা। তা আর একবার করে? শুধু বৃদ্ধ বয়স কেন, গ্রীষ্ম ও শীতকালে সহবাস ইচ্ছা তত প্রবল হয় না, এজন্য প্রায় দেখা যায় বসন্তকালে সহবাসে যেমন স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্মে, গ্রীষ্ম ও শীতকালে সহবাসে সেরূপ সন্তান হয় না।

সু। ঈশ্বর যখন সন্তান উৎপাদন অভিপ্রায়ে কামবৃত্তি দিয়েছেন, তখন যাতে ছেলে ভাল জন্মে, সে বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

ধা। আবশ্যক সে কথা আর একবার করে? ছেলে হওয়ার কথা এখন থাক, অন্য সময় বলে দিব। এখন সহবাস বিষয়ে যা যা বল্লেম, বেশ বুঝ্‌লে তো?

স্থ। অমন জলের মত করে বুঝিয়ে দিলে আর কোন্ খুকি না বুঝ্‌তে পারে?

ধা। যুবতীদের আর একটী কথা মনে রাখ্‌লে বিস্তর উপকার।

স্থ। সে কথাটা কি?

ধা। তারা যদি অধিক পরিমাণে কাম-রিপুর বশীভূত না হয়, তা হ'লে মূর্চ্ছা-রোগ আক্রমণ কর্‌তে পারে না।

স্থ। সে আবার কি?

ধা। যাদের কামবৃত্তি বেশী এবং তা চরিতার্থ কর্‌তে সুযোগ পায় না, তাদেরই প্রায় মূর্চ্ছা-রোগ হ'য়ে থাকে।

স্থ। এখন বুঝ্‌লেম। আচ্ছা! যুবা ও যুবতীরা এই সকল গুরু-তর বিষয় না জেনে কতই কষ্টভোগ করে থাকে। এমন কি শেষে প্রাণ পর্য্যন্তও হারায়।

ধা। সহবাস বিষয়ে মানুষ অপেক্ষা পশু পক্ষীরা ভাল। কারণ তাদের মধ্যে সহবাসের একটা সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, তারা সেই সময় ভিন্ন সহবাস করে না।

স্থ। এই জন্যই বুঝি শাস্ত্রে বৃথা সহবাসের নিষেধ আছে?

ধা। সন্তান উৎপাদনই সহবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য জ্ঞানীলোকেরা সন্তান উৎপাদন ভিন্ন বৃথা সহবাস করেন না।

সু। যা হ'ক আপনার কাছে অনেক উপদেশের কথা শুন্‌লেম। এখন হ'তে অবকাশ পেলেই এই সব উপদেশ জেনে রাখ্‌ব।

ধা। আমারও ইচ্ছে, তোমায় বেশ করে তন্ন তন্ন করে সব বুঝিয়ে দিই। আজ অনেক বেলা হ'য়েছে, কাল আর একটী বিষয় বলে দিব।

সু। তবে আপনি আজ আসুন। আমি যা যা শুন্‌লেম, সব গুলি লিখে রাখি গে। ভাল কথা, এর পর কোন্‌ বিষয় বলে দিবেন?

ধা। তোমাকে পূর্ব্বেই তো বলেছি, সহবাসের প্রধান উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন করা, কিন্তু তাই বলে কোন প্রকার অস্বাভাবিকরূপে শুক্রপাত কর্‌লেই মহা দোষ।

সু। সে আবার কি?

ধা। তা কি জান না, বাল্যকাল হ'তে বালক আর বালিকারা নানা প্রকার অন্যায় উপায় দ্বারা শুক্রপাত করে থাকে?

সু। কেন, তাতে কি কোন অনিষ্ট আছে?

ধা। নাই তোমায় কে বল্লে?

সু। তবে অনুগ্রহ করে বলুন না?

ধা। আজ আর না, আবার সময়ান্তরে সে সব কথা বুঝিয়ে দিব।

সু। তবে আজ আসুন!

অস্বাভাবিক গমনে দোষ।

ধা। অনিয়ম ও অযথা সহবাস যেমন সর্ব্বনাশের মূল, আবার অস্বাভাবিক শুক্রপাত আরও সর্ব্বনাশ!

সু। সে আবার কি?

ধা। তা কি জান না? যৌবন আরম্ভের সময় কত শত বালক ও বালিকা এই অন্যায় কাজ দ্বারা একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে।

সু। আমি তো আপনার কথার কোন মানেই বুঝ্তে পার্লেম না।

ধা। বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। যৌবনের আরম্ভে কামপ্রবৃত্তি বিকাশ হ'তে থাকে। এই সময় বালক ও বালিকাদের কোন কোন অঙ্গ এমন উত্তেজিত হ'য়ে উঠে যে, কোন কারণে সেই সেই অঙ্গে হাত পড়্লেই কিছু সুখের উদ্রেক হয়। অবোধ বালক বালিকারা সেই সুখের আস্বাদে অধিক পরিমাণে সেই অঙ্গ চালনা করে শুক্রপাত করে থাকে।

সু। বৃথা শুক্রপাত যে অনর্থের মূল তা তো আপনি অনেক সময় বলে দিয়েছেন।

ধা। সোজা কথায় বুঝ্তে হবে, শুক্রই মনুষ্যের জীবনের মূলাধার। সুতরাং তা নষ্ট কর্লে নিশ্চয়ই মহা অনিষ্ট হবে।

স্থ। যাতে তারা সে দুষ্কর্ম্ম না কর্‌তে পারে, তার ব্যবস্থা কর্‌লে তো সব গোল মিটে যায়।

ধা। সেটি কথায় বলা সোজা, কিন্তু নিবারণ করা বড় কঠিন।

স্থ। কি কারণে সে কুকর্ম্মের বৃদ্ধি হয়।

ধা। সঙ্গদোষেই অনেক সময় এই সর্ব্বনাশ হ'য়ে থাকে। কুসংসর্গে বালক বালিকাদের মিশ্‌তে না দিলে যদিও কতক নিবারণ হ'তে পারে, কিন্তু একেবারে নিবারণ করা বড় শক্ত।

স্থ। তা ঠিক, জ্ঞানীলোকে যখন সামান্য ইন্দ্রিয় স্থখের নিমিত্ত পশুর মত হ'য়ে পড়ে, তখন অল্প বুদ্ধি বালক বালিকাদের তো কথায় নাই।

ধা। যৌবনের আরম্ভে ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত প্রবল হ'তে থাকে, তখন উপদেশ কারো কাণে স্থান পায় না। কিন্তু তারা যদি বুঝ্‌তে পারে, যা অমৃত ভাব্‌চে, তা যে বিষম গরল তবে কি আর এতে লিপ্ত হয়?

স্থ। অনেক বালিকা এই বয়সেই ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে শেষে এমন হ'য়ে পড়ে যে, দেখ্‌লে কার না বুক ফাটে?

ধা। কিন্তু তা হ'লে কি? ইন্দ্রিয় প্রবল হ'য়ে কুপথে এরূপ চালিত করে যে, তারা সে সময় পরিণাম ভাবে না, কেহ ভাল কথা বলে উপদেশ দিলে তাতে বরং বিরক্ত হ'য়েই উঠে।

স্থ। এই বিরক্তিই তাদের সর্ব্বনাশের মূল।

ধা। সে কথা আবার একবার করে? মন স্থখের জন্য এত চঞ্চল হয় যে, তাকে স্থির করা বড় কঠিন।

সু। তবে কি সে গুপ্ত পাপ হ'তে রক্ষা কর্‌বার কোন উপায় নাই?

ধা। অন্য উপায় আবার কি? তবে কৌশল করে মিষ্ট কথায় ঐ সকল পাপের ফলগুলি উত্তমরূপ বুঝিয়ে দিতে হয়। যে সকল বালক বালিকার চরিত্র খারাপ, তাদের সঙ্গে একেবারেই মিশ্‌তে দেওয়া উচিত নয়। সর্ব্বদা নীতি-পূর্ণ পুস্তকাদি পড়্‌তে দিতে হয়; আর যে সকল পুস্তক পাঠে ইন্দ্রিয় প্রবল হয়, সে সব পুস্তক তাদের চোকের সাম্‌নে দিতে নাই।

সু। এমন সব সহজ উপায় থাক্‌তে আবার ভাবনা কি?

ধা। ভাবনা সবই। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, ঐ সকল কুকাজ হ'তে নিবারণ কর্‌তে গেলে, তারা মনে মনে ভাবে, না জানি ঐ গুপ্ত কাজের মধ্যে কতই আমোদ আছে?

সু। আহা! ঐ গুপ্ত আমোদের মধ্যে যে, তাদের সর্ব্বনাশের বিষ র'য়েছে, তারা তার কিছুই বোঝে না।

ধা। তাদের কোন কোন অঙ্গ যৌবনের পূর্ব্বে এক রকম মুকুলিত থাকে, যৌবন সঞ্চারে ঐ সকল বিকাশ পায়। এজন্য মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করা আবশ্যক। কখন কখন দেখা যায়, ঐ সকল পরিষ্কার কর্‌তে গিয়েই অনেকে গুপ্ত পাপে লিপ্ত হয়।

সু। তবে পরিষ্কার না করাই তো ভাল?

ধা। না, তাতেও আবার আর একটী অপকার আছে।

সু। কি অপকার?

ধা। ঐ সকল অঙ্গ পরিষ্কার না করলে এক প্রকার চুল্‌কানি হ'য়ে থাকে।

সু। তবে দেখ্‌ছি যে, একটা নিবারণ কর্‌তে গিয়ে আর একটা অনিষ্ট ঘটে উঠে।

ধা। শুধু তাও নয়, ঐ চুল্‌কানিতে আবার তাদের হাত পড়্‌লেই সুখের জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠে। অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তি জেগে উঠে।

সু। আচ্ছা, এ ছাড়া কি আর কোন রোগে কামপ্রবৃত্তি প্রবল হয় না?

ধা। হ'বে না কেন? পেটে কৃমি হলে প্রস্রাব দ্বার প্রভৃতি এক রকম চুল্‌কাতে থাকে, সেই চুলকানিতেও কাম-রিপুর উত্তেজনা হ'য়ে উঠে।

সু। তবে সোজা কথায় এই বুঝ্‌তে হবে, যাতে কাম-রিপুর উত্তেজনা না হয়, সেইরূপ কর্‌বে, কেমন?

ধা। তা বই কি, অপক্ক বুদ্ধিতে রিপুর উত্তেজনা, আর উন্মত্ত ব্যক্তির হস্তে শাণিত অস্ত্র এ দুই সমান।

সু। তা তো সব বুঝ্‌লেম। এখন দেখ্‌ছি গুপ্তপাপ ভিতরে ভিতরে তুষানলের ন্যায় যুবক যুবতীর স্বাস্থ্য ও জীবন খাক্ করে থাকে।

ধা। সে কথা আবার একবার করে? এমন লোক অতি কমই দেখা যায়। যারা বয়সের মধ্যে কখন না কখন এই পাপ রিপুর বশীভূত হ'য়ে কষ্ট না পেয়েছে।

সু। আচ্ছা, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনার ন্যায় কি অস্বাভাবিক গমনে কি দোষ অধিক?

ধা। অধিক বই কি? একে ভাল রকম যৌবন সঞ্চার না হওয়াতে বীর্য্য পরিপক্ক হয় না, তার উপর আবার যদি ওরূপ অত্যাচার করা যায়, তবে আর কি রক্ষা আছে?

সু। সঙ্গদোষেই অনেকে ঐ সকল পাপ কার্য্যে রত হ'য়ে থাকে।

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে? ছেলেরা মন্দ সংসর্গে পড়ে অনেকগুলি পাপ কার্য্য অভ্যাস করে থাকে।

সু। তবে তো ছেলেদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন রাখ্‌তে হলে তাদের প্রতি খুব চোক রাখ্‌তে হয়?

ধা। তা নইলে কি আর বাছা, ছেলে মানুষ করা যায়? ছেলেরাই সংসারের আশা ভরসা, অল্প বয়সে যদি তারা বিগ্‌ড়ে যায়, তবে তার ফল সমাজের হাড়ে হাড়ে লাগে।

সু। একে আমাদের জাতি হীন-বীর্য্য, দুর্ব্বল ও কাপুরুষ বলে সকলে ঘৃণা করে থাকে, সেই দুর্ব্বল জাতির ছেলেরা যদি মনুষ্যত্বের বীজ স্বরূপ অস্বাভাবিক পাপে বীর্য্য দূষিত করে, তবে কেনই বা বংশ নির্বীর্য্য ও অল্প পরমায়ু না হ'বে?

ধা। ঠিক বলেছ, বংশ উন্নত ও বীর্য্যবান্ করতে হ'লে যাতে ছেলে মেয়েরা কোন প্রকার গুপ্ত পাপ করতে না পারে, তার চেষ্টা করা খুব উচিত।

সু। আপনার কথায় এখন আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি,

অবৈধ ইন্দ্রিয় চালনায় কি কুফল ফলে থাকে। আমার বেশ মনে আছে, একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক এক সময় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমার কাছে, যত রোগী অল্প বয়সে জরাজীর্ণ হ'য়ে আসে, তার প্রায় তিনভাগ ঐরূপ দুষ্কর্ম্মের জন্য।

ধা। তোমায় একথা ঠিক। যারা অন্যায় উপায় দ্বারা বীর্য্য স্খলন করে, তারা প্রায়ই অসময়ে বৃদ্ধ হয়। অস্ফুটন্ত যৌবনে হস্তমৈথুন, কিম্বা স্ত্রী সংসর্গ অথবা আর যে কোন কারণেই হোক, ঐ সকলে যে দেহ নানা রোগের আশ্রয়-স্থল হয় এ কথা কে অস্বীকার কর্‌বে?

সু। যা নিত্য চোকের উপর ঘট্‌ছে, তাতে আবার অন্য প্রমাণ কি? তবে যারা এতে অবিশ্বাস কিম্বা তাচ্ছিল্য করে, তাদের মত নির্ব্বোধ লোক আর নাই বল্লেই হয়।

ধা। তা নয় তো আবার কি? আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষি চরক বলেছেন, যারা অধিক দিন বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে, তাদের ষোল বৎসরের কম বয়সে কিম্বা সতের বৎসরের অধিক বয়সে সহবাস এবং অন্য উপায়ে শুক্র ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। (১)

সু। কেন, তাতে দোষ কি?

ধা। দোষ আবার নয়? বাল্যাবস্থায় শরীরের রসাদি ধাতু সকল অসম্পূর্ণ থাকে, কাজে কাজেই সহবাস কিম্বা অন্য উপায়ে

(১) নর্ত্তে বৈ ষোড়শাদ্বর্ষাৎসপ্তত্যাঃ পরতো নচঃ।
আয়ুকামো নরঃ স্ত্রীভিঃ সংযোগং কর্ত্তুমর্হতি॥

শুক্র ত্যাগ কর্‌লে অল্প জল-বিশিষ্ট পুষ্করিণীর ন্যায় ধাতু সকল শুষ্ক হ'য়ে পড়ে।

সু। কি সর্ব্বনাশ! অবোধ লোকে ক্ষণিক সুখের তরে এমন বিপদকেও ডেকে আনে?

ধা। ডেকে আনে না যে তা কি করেই বা বল্‌ব? যাতে শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বল হয়, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিশক্তি, স্মরণশক্তি একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়, শরীর রক্তহীন ও ফ্যাকাসে হয়, মুখ বিবর্ণ ও রক্তহীন হয়, চক্ষু কোটরগত ও রক্তহীন হয়, রক্ত খারাপ হয়। কপাল ও মুখে বি[illegible] ব্রণ দেখা দেয়, সে কাজ চাইতে দুষ্কর্ম্ম আ[illegible] কি আ[illegible]ে?

সু। এ দেখ্‌ছি যে, এক প্রকার জীবন্মৃত হ'য়ে [illegible]।

ঘুমন্ত বাঘ। এখনও কি বলা শেষ হ'য়েছে? আরো শোন, ঐ

সু। আমা[illegible]ত পাত্‌লা হয় যে, সামান্য উত্তেজনায় ক্ষরণ হ'তে [illegible]যমন অন্যান্য [illegible]স্বপ্নদোষ হয়। ভাল রকম পরিপাক হয় না। [illegible]াবশ্যকীয় [illegible], চোক জ্বালা কর্‌তে থাকে; আর বাহ্যে[illegible]বেগ দিলেই শুক্র ক্ষরণ হয়।

সু। যে সকল অনিষ্টের কথা বল্লেন, এর মধ্যে একটীও তো কম নয়।

ধা। কম আবার? ঐ রকম শুক্র ক্ষয় দোষাশ্রিত জ্বরাদি মজ্জাগত হ'লে তার চিকিৎসা বড় কঠিন। এমন কি অনেকে তাতেই অসময় প্রাণ হারায়।

স্থু। তবে ইন্দ্রিয় সুখের জন্য গুপ্ত পাপ এই জন্যই শাস্ত্র-কারেরা নিষেধ করেছেন?

ধা। তাঁরা অনেক দেখে শুনে যে সকল উপদেশ দিয়েছেন, তাতে অবহেলা কর্‌লেই পদে পদে বিপদ। আচ্ছা, হস্তমৈথুনাদি পাপের ন্যায় কি বেশ্যাগমনেও অনিষ্ট হয়?

ধা। সে কথা আবার বলে দিতে হয়? পরস্ত্রী সম্বন্ধে কু-চিন্তাও মানুষ্যের একটী পরম শত্রু। মুনিশ্রেষ্ঠ মনু বলেছেন কি শোন, পুরুষ স্ত্রীর সম্বন্ধে এবং পুরুষের সম্বন্ধে কামাশক্ত হ'য়ে রূপাদি চিন্তা, গুণকীর্ত্তন, পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিহাস, কু-ভাবে দৃষ্টি, গুপ্ত আলাপ, পরস্পরের সংযোগের অভিলাষ, সংযুক্ত হওয়ার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করা এবং সংযুক্ত হ'য়ে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করা ঐ আট প্রকার কার্য্যকে মৈথুন বলে। (১)

াচীন ঋষি

স্থু। আচ্ছা, এই আট প্রকার মৈথুনই কি সমান

করে, তাদের

ধা। যদিও শেষোক্তটী দ্বারা অধিক পরিমাণে

র অধিক বয়সে

থাকে এবং হানিও অধিক, তত্রাপি অপর সাত

কর্তব্য নয়। (১)

নয়। ঐ সকল দ্বারাও শরীর ও মনের অনিষ্ট

স্থু। সে আবার কি? চিন্তাতে দোষ কি?

---

(১) স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিবৃত্তিরেবচ।
এতন্মৈথুনমাষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

মনু।

ধা। দোষ না থাক্‌লে তোমায় বল্‌ব কেন? এইরূপ চিন্তা ও সম্ভাষনাদিতেই ক্রমে ক্রমে আগুণ জ্বলে উঠে। শেষে কার্য্য কর্‌বার শক্তি, লোকলজ্জা, মানসম্ভ্রম এবং ধর্ম্ম পর্য্যন্ত সকলই বিসর্জ্জন হয়। মন এত উন্মত্ত হ'য়ে উঠে যে, তখন স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক জ্ঞান থাকে না। বালকে বালকে অথবা নিজেই, বালিকাতে বালিকাতে অথবা নিজেই কিম্বা পশু প্রভৃতিতে অবৈধ উপায় দ্বারা শুক্রপাত করে থাকে।

সু। যাতে এত সর্ব্বনাশ, সে বিষয়ে প্রকাশ্যে উপদেশ দেওয়া না হয় কেন?

ধা। তার কারণ আছে, কতকগুলি লোকের বিশ্বাস ও সকল অশ্লীল বিষয় প্রকাশ করা নীতি-বিরুদ্ধ; আবার কারো কারো বিশ্বাস উপদেশ দিতে গেলেই নাকি বালক বালিকাদিগের কাছে ঘুমন্ত বাঘকে জাগিয়ে দেওয়া হয়।

সু। আমার বিবেচনায় দুটী মতই ভুল। স্কুল কালেজে যেমন অন্যান্য বিদ্যার উপদেশ দেওয়া হয়, সেইরূপ এই সকল আবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

ধা। সে কথা আবার একবার করে? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ যে শরীরের উপর আশ্রয় করে, সেই শরীর যাতে রক্ষা পায় তার উপায় শিক্ষা দেওয়া আবার দোষ?

সু। ও লোকের মস্ত ভুল। আচ্ছা, এই যে ডাক্তারি শিখ্‌তে গুরু শিষ্যে যে সকল বিষয় বলা বলি হ'য়ে থাকে, শুধু তাই বা কেন, স্ত্রী পুরুষের যে সকল অঙ্গ পরীক্ষা করা হয়, কৈ তাতে

তো কোন যুবা বিগ্‌ড়ে যায় না। আর শিক্ষককেও অমান্য করে না। গুরু শিষ্যে যেরূপ গম্ভীরভাবে চলা উচিত তার তো অন্যথা হয় না।

ধা। কেন হ'বে? জ্ঞানের কথা উপদেশ দিলে কখন কি অনিষ্ট হ'তে পারে? ঐ সকল না বুঝেই তো দেশের সর্ব্ব-নাশ হচ্চে।

সু। তা নয় তো কি? লোকে বুঝ্‌লে ভাবনা ছিল কি? লোকে বাসগৃহে সাপ দেখ্‌লে না মেরে নিশ্চিন্ত হয় না। কিন্তু সংসারের সার প্রাণ অপেক্ষা যে মায়ার বস্তু সন্তান, তাদের হৃদয়ে এমন যে কাল সর্প দিন দিন বাড়্‌ছে, তার বিনাশে কেউ যত্ন করে না! এ চাইতে নির্ব্বোধের কাজ আর কি আছে?

ধা। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন মনরূপ মত্তহস্তী নিয়তই সদসৎ সকল বিষয়েই ধাবিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকে জ্ঞানরূপ অঙ্কুশ দ্বারা সেই মনকে সর্ব্বদা ভাল পথে রাখ্‌বে।

সু। আমার মতে অন্যায় শুক্রপাত সম্বন্ধে যে সকল সর্ব্বনাশ হ'য়ে থাকে, সেই গুলি চোকে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ বাপ মা এবং ছেলে মেয়েরা যদি এই সব অপকারের কথা জান্‌তে পারেন, তবে না জানি কত উপকার হয়।

ধা। সে আর একবার করে? পূর্ব্বে যে সকল অনিষ্টের কথা বল্লেম, তা ছাড়া যৌবনে উন্মত্ত হ'য়ে কত শত যুবা বলাৎ-কার দ্বারা সমাজের কতই অনিষ্ট করে থাকে। নিতান্ত

মন্দ স্বভাব না হ'লে আর কেউ অস্বাভাবিক সহবাস করে না।

স্থ। এখন বুঝলেম অস্বাভাবিক গমন কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের পক্ষেই মহা পাপ।

ধা। তার আর সন্দেহ কি? যা দ্বারা নিজের কিম্বা সমাজের অনিষ্ট হয় সে কাজ পাপ বৈ আর কি বলব?

স্থ। আপনি যদি রোজ রোজ এই সকল দরকারী বিষয় উপদেশ দেন, তবে বড় উপকার হয়।

ধা। আচ্ছা, আজ তবে এই পর্য্যন্ত, কাল আবার তোমাকে একটী ভাল বিষয় উপদেশ দিব।

স্তন।
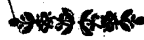
স্থ। আজ কোন্ বিষয় উপদেশ দিবেন?

ধা। আজ তোমাকে স্তনের বিষয় কিছু বল্‌ব।

স্থ। আচ্ছা, যৌবনের ন্যায়, এ দেশের মেয়েদের শীঘ্র স্তনের দুর্দ্দশা হয় কেন?

ধা। যৌবনও যে কারণে নষ্ট হয়, স্তনের দুর্দ্দশাও প্রায় সেই কারণে।

স্থ। কেন, যৌবনের সঙ্গে স্তনের কোন সম্বন্ধ আছে কি?

ধা। আছে নয় তো কি? স্তনদ্বয়ও যৌবনকালের আর ইন্দ্রিয় সকলের প্রকাশের কারণ।

স্থ। তা ঠিক বটে, এই জন্যই দেখা যায়, যৌবনকালে অন্যান্য ইন্দ্রিয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্তনদ্বয়ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আচ্ছা, কত দিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধির সময়?

ধা। গর্ব্ভে যেমন সন্তান বাড়্‌তে থাকে, এদিকেও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্তনদ্বয় বাড়ে ও তাতে ছেলের আহারের জন্য দুগ্ধ প্রস্তুত হয়। প্রায়ই দেখা যায় প্রসবের পরই স্তন দুটী অপেক্ষাকৃত বড় হয়। এই স্তনের শেষ বৃদ্ধি।

স্থ। এ কথা ঠিক বটে। ছেলেও হয়, আর স্তনদ্বয়ের বৃদ্ধি শেষ হয়। কিন্তু সকল মেয়েদের স্তন এক নিয়মে বাড়ে না কেন?

ধা। তার কারণ আছে। যে সকল মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম করে থাকে, তাদের স্তনদ্বয় প্রায়ই বড় হয়। বিশেষ যারা কাজ বিশেষে অধিক হস্ত চালনা করে থাকে, তাদেরও স্তনদ্বয় খুব বড় হয়।

সু। তবে ছোট মাই হয় কাদের?

ধা। যে সকল মেয়েরা কোন কাজ করে না, কেবল বেড়াইয়া বেড়ায়, আর যারা বিলাসী তাদের স্তন প্রায় ছোট হ'য়ে থাকে।

সু। তবে তো মেয়েদের কোন কাজ করতে না দেওয়া বড় দোষ?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? ছেলে বয়স হ'তে মেয়েদের কুড়ে করে রাখা বড় দোষ।

সু। তবে তাদের কি কাজ করতে দেবে?

ধা। কেন? বিছানা করা, তোলা, প্রভৃতি সামান্য সামান্য কাজগুলি করতে দিলে বেশ অঙ্গ চালনা হ'তে পারে। ছেলে বয়স হ'তে ভাল রকম অঙ্গ চালনা করতে দিলেই যৌবনে রীতিমত স্তন হ'বে।

সু। বাস্তবিক বলতে কি, মেয়েদের ভাল রকম স্তন না উঠলে দেখতে অতি বিশ্রী দেখায়। এমন কি মেয়ে বলেই বোধ হয় না।

ধা। এই জন্যই লোকে বলে থাকে, স্তনহীন স্ত্রী আর ঘৃতহীন ভোজন দুই বৃথা। স্তন স্ত্রীলোকদের বুকের একটী প্রধান

শোভা। ঈশ্বর স্তনদ্বয়কে যৌবনের শোভা আর শিশুকে দুগ্ধ দানের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

সু। এই জন্যই যৌবনের পূর্ব্ব হ'তেই স্তনদ্বয়ের গঠন হ'তে থাকে। কেমন?

ধা। তা নয় তো আর কি? ওর গঠন প্রথা দেখ্‌লে বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়। আর পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি হ'তে থাকে। তিনি শিশুর প্রাণ বাঁচাতে কেমন চমৎকার উপায়ে স্তনের গঠন করেছেন।

সু। কি রকম কৌশল, অনুগ্রহ করে বলুন না।

ধা। যৌবনের আরম্ভে স্তনদ্বয়ে চাপ বাঁধে উঠে, দেখেছ তো?

সু। হ্যাঁ তা দেখেছি বই কি?

ধা। ঐ চাপ আর কিছুই নয়; কেবল মাংসগ্রন্থি সকল বৃদ্ধি হ'তে থাকে। তাই ক্রমে ক্রমে উচ্চ ও দৃঢ় হয়।

সু। অত্যন্ত উচ্চ হওয়াই স্তনের সৌন্দর্য্যের সময়, কেমন?

ধা। হ্যাঁ ঠিক বটে কিন্তু মেয়েদের জীবনে স্তনের তিনটী অবস্থা।

সু। কি কি অবস্থা?

ধা। স্তনের আকৃতি অনুসারে ঐ তিনটী অবস্থা ঘটে থাকে। প্রথম যৌবনের আরম্ভ হ'তে প্রসবের অবস্থা পর্য্যন্ত একটী, প্রসবের পর দুগ্ধ-পূর্ণ হওয়া আর একটী, পরে বৃদ্ধ বয়সে শেষ অবস্থাটী, এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে আকার অনুসারে স্তনের কি কি তিনটী অবস্থা?

স্থু। হ্যাঁ বেশ বুঝেছি। এই তিনটী অবস্থার মধ্যে বৃদ্ধ অবস্থায় কোন প্রকার সৌন্দর্য্য থাকে না।

ধা। বৃদ্ধ অবস্থায় মানুষ্যের সকল সৌন্দর্য্যই লোপ পায় বটে। কিন্তু অনেকে যে আবার বৃদ্ধ না হ'তেই স্তনের দুর্দ্দশা করে বসে।

স্থু। সে আবার কি?

ধা। কেন, তা কি জান না? তোমাকে তো পূর্ব্বেই বলেছি অযথা ইন্দ্রিয় চালনায় যেমন যৌবন নষ্ট হয়, সেই সঙ্গে যৌবনের প্রধান যে গৌরব স্তনদ্বয় তাও নষ্ট হ'য়ে থাকে।

স্থু। তা তো শুনেছি, কিন্তু একবার সেই কারণগুলি বলুন না?

ধা। স্তন উঠ্‌বার সময় যদি তার উপর অধিক চাপ পড়ে, তবে সেই চাপে উপযুক্ত আকারে বৃদ্ধি পায় না। এই সময় আর একটী কথা জেনে রাখ। চাপ পড়্‌লে কেবল যে, বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত হয় এমন নয়, স্তনের মধ্যে যে সকল শির বা দুগ্ধসঞ্চার স্থান আছে, তাও এমনি চেপে যায় যে, বেশী দুধ রাখ্‌তে পারে না।

স্থু। ভাল কথা আমার এমনি ভুলো মন যে, আগে যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেম, সে কথা ভুলে অন্য কথা নিয়েই ব্যস্ত হ'য়েছি।

ধা। কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভুলেছ?

স্থু। কেন? এই যে আপনাকে স্তনের গঠন আর দুগ্ধসঞ্চারে ঈশ্বরের দয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেম যে?

ধা। আমার সব মনে আছে। সে সব কথা ক্রমে ক্রমে বল্‌ব। কোনটাই ছেড়ে যাব না।

স্থ। তবে বলুন।

ধা। স্তন সম্বন্ধে আর একটী কি লক্ষ্য করেছ?

স্থ। কোন্‌টী?

ধা। বাঁ দিকের স্তন চাইতে ডা'ন দিকের স্তনটী একটু বড় হয়।

স্থ। আচ্ছা, সকলেরই কি ওরকম হয়ে থাকে?

ধা। প্রায় অধিকাংশেরই হ'য়ে থাকে। তবে কারো কারো এর বিপরীতও হতে দেখা যায়।

স্থ। হ্যাঁ, ভাল কথা, স্তনের উপর আবার বোঁটা হয় কেন?

ধা। এ আর জান না? যদি বোঁটা না থাকে, তবে ছেলে দুধ খাবে কেমন করে?

স্থ। ঠিক কথা, বোঁটা চুষে দুধ খাবার খুব সুবিধা হয়।

ধা। আর একটী দেখেছ কি?

স্থ। কি?

ধা। স্তনের চারি পাশের রং চাইতে বোঁটার রং কাল হ'য়ে থাকে। আর বোঁটার চারিধারের নীচে কতক স্থান নিয়েও কাল দাগ পড়ে। আর গর্ভ হ'লে ঐ কাল দাগ অধিক কাল হ'য়ে থাকে, সেই দাগ দেখেই লোক গর্ভ হ'য়েছে কি না জান্‌তে পারে।

স্থ। আচ্ছা, সকলেরই কি গর্ভের সময় কাল দাগ পড়ে?

ধা। প্রায় অনেকেরই পড়ে থাকে। কারো কারো আবার

লাল দাগও দেখা যায়। এই জন্যই কাল দাগকে "কাল ভেলাই" আর লাল দাগকে "লাল ভেলাই" বলে। সে যা হ'ক এখন তোমাকে স্তনে দুধ থাকার কথাটা বুঝিয়ে দিতে হ'বে, কেমন?

স্থু। হাঁ, ঐ কথাটা বেশ করে বলে দিন।

ধা। তবে বেশ করে মন দিয়ে শোন। স্তনের ভিতর পনর বা কুড়িটী দুধ চলাচলের নল বা শিরা আছে।

স্থু। নল কি রকম?

ধা। মনে কর যেমন নল দিয়ে জল যাতায়াত করে থাকে, সেই রকম খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এক রকম শির আছে, তাকেই যেন নল মনে করে নেও।

স্থু। হ্যাঁ, এখন বুঝলেম।

ধা। তার পর আর একটী বুঝে রাখ।

স্থু। বলুন।

ধা। পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছি, এক রকম মাংস গ্রন্থি বৃদ্ধি হ'য়ে স্তনদ্বয় বেড়ে উঠে।

স্থু। হ্যাঁ তা তো মনে আছে।

ধা। ঐ সকল গ্রন্থি ঠিক আঙ্গুর ফলের থোকার মত।

স্থু। সকল গ্রন্থি গুলিই কি এক রকম?

ধা। না, ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত। ঐ ভাগ সকল মাংস-স্থলীর উপর স্থাপিত। অর্থাৎ ঠিক যেন ডাঁটায় আঙ্গুর ফল রয়েছে। ঐ সকল মাংস গ্রন্থিতে দুধ থাকে। আর পূর্ব্বে যে

নল বা শিরার কথা বলেছি, সেই নল দিয়ে স্তনের বোঁটায় দুধ আসে। কেমন, এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে তো?

স্থ। এমন করে বল্লে আর কোন্ নেকায় আর না বুঝ্‌তে পারে? আহা! ঈশ্বরের কি কৌশল! কি দয়ার পরিচয়!

ধা। দুঃখের বিষয় যাতে পরমেশ্বর এত শোভা ও এত দয়া প্রকাশ করেছেন, অবোধ লোকে অযত্নে ও অত্যাচারে তা অসময়ে নষ্ট করে ফেলে।

স্থ। আচ্ছা, কোন্ রকম হ'য়ে থাকে, তার কি একটা নিয়ম নাই?

ধা। কেন থাক্‌বে না? যাদের বুক খুব সরু কিম্বা চেওড়া তাদের স্তন বড় শোভাজনক হয় না। আর সে বুক দেখ্‌তেও ভাল নয়।

স্থ। যা ঈশ্বর করেছেন, সে বিষয়ে মানুষ্যের হাত কি?

ধা। তা সত্য বটে কিন্তু সৌন্দর্য্য অনেকটা মানুষ্যের চেষ্টার উপর নির্ভর করে।

স্থ। সে আবার কি? মানুষ নাকি আবার চেষ্টা করে রূপ বৃদ্ধি কর্‌তে পারে? তা হ'লে সংসারে আর কেউ কুৎসিত হ'ত না।

ধা। সে কথা এখন থাকুক, আর এক সময়ে তোমাকে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কথা বলে বুঝিয়ে দিব।

স্থ। আচ্ছা, তবে যে কথা বুঝাচ্ছেন, তাই বলুন।

ধা। যাদের অনেক সন্তান হয়, তাদের স্তন অধিক দিন ভাল

থাকে না। যারা গর্ভস্রাব প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করে, তাদের স্তন শীঘ্র নষ্ট হ'য়ে থাকে, আর যারা অল্প বয়স হ'তেই ইন্দ্রিয় চালনা করে, তাদের স্তন অল্প দিনের মধ্যেই সৌন্দর্য্য হারায়।

সু। ভাল কথা, এই যে আজকাল অনেক বিবি গোছের মেয়ে মানুষ দেখা যায়, স্তন নষ্ট হ'বার ভয়ে কোলের সোণার চাঁদ ছেলেকে স্তন পান কর্‌তে দেয় না, তাদের স্তন কি ভাল থাকে?

ধা। কতক সত্য বটে। অধিক পরিমাণে স্তন পান করালে কিছু নষ্ট হবার কথা, কিন্তু তাই বলে সৌন্দর্য্যের জন্য ছেলেকে দুধ না দেওয়া ভাল নয়। তবে কোন কোন পোয়াতির স্তন এরূপ আকারে গঠন যে, ছেলে সহজে মাই খেতে পারে না।

সু। সে আবার কি?

ধা। কেন, তাও কি দেখ নাই? যে সকল পোয়াতির স্তনের বোঁটা স্তনের সঙ্গে লিপ্ত থাকে। খুব কচি ছেলে সেই বোঁটা চুষ্‌তে পারে না। আর যে সকল পোয়াতির স্তন খুব মাংসাল অথচ অত্যন্ত ঝুলে পড়ে, সেই স্তন সময় সময় মহা অনিষ্ট করে থাকে।

সু। স্তনে আবার কি অনিষ্ট করে থাকে?

ধা। করে না তো কি, মনে কর পোয়াতি খুব কচি ছেলে কাছে করে শুয়ে আছে, আর ঘুমের ঘোরে ছেলের মুখে মাই দিয়েছে, সেই ঝোলা মাই এমন হয়ে ছেলের নাক মুখের উপর চেপে পড়েছে যে, বাছা নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে মারা গেছে!

সু। তবে তো অসাবধানে পোয়াতির খোলা মাই সর্ব্বনাশের মূল।

ধা। তা নয় তো আর কি?

সু। পোড়া স্তনে এত অনিষ্ট?

ধা। শুধু তাও নয়, স্তনে আবার নানা রোগ হ'য়েও পোয়াতিকে কষ্ট দেয়, কেবল কষ্ট কেন, প্রাণ পর্য্যন্তও হারাতে হয়।

সু। সে আবার কি?

ধা। কেন, শোন নাই কি?; অনেক পোয়াতির গর্ভ হ'লে কারো কারো একটী কারো বা দুটী স্তনে এক রকম বেদনা হয়।

সু। কি রকম বেদনা?

ধা। খোঁচা বিদার ন্যায়। এই বেদনা বড় কষ্ট দায়ক। কখন শীঘ্র আরাম হয় আবার কখন কখন অনেক দিন ধরেও থাকে।

সু। আচ্ছা, এতে জ্বর টর হ'য়ে থাকে কি?

ধা। জ্বর হয় না বটে কিন্তু ক্ষুধা মান্দ্য, অনিদ্রা প্রভৃতি অসুখ থাকে।

সু। এতোও আছে?

ধা। বাছা, রোগ যে কত রকম তা কি বলা যায়? এই যে কারো কারো স্তনের বোঁটা ফেটে যায়। কিন্তু এ রোগ হ'লে ছেলেকে সেই মাই খেতে দেওয়া উচিত নয়। আবার কোন কোন পোয়াতির মাইতে "ঠুনকো" রোগ হ'য়ে থাকে।

সু। ঠুনকো আবার কি রকম রোগ?

ধা। ঠুন্‌কো হ'লে স্তন লাল বর্ণ হয়, ফুলে উঠে, বেদনা, দপ্‌ দপানি, খোঁচা বিধানর মত হয়। জ্বর হ'য়ে থাকে। কারো কারো বা স্তনে কোড়ার ন্যায় হ'য়ে পেকেও উঠে।

সু। তবে তো এ সহজ রোগ নয়?

ধা। সহজ আবার বল্‌ব কি করে? এই রোগে কোন কোন পোয়াতির মৃত্যু পর্য্যন্তও হ'য়ে থাকে।

সু। কি কারণে ঠুন্‌কো রোগ হ'য়ে থাকে?

ধা। অনেক রকম কারণে এই পোড়া রোগ হ'তে পারে। স্তনে ঠাণ্ডা বাতাস লাগ্‌লে, ছেলেকে মাই না দিয়ে কিম্বা আর কোন রকমে মাইতে দুধ জমাতে দেওয়া, মাইতে দুধ না থাক্‌লে ও ছেলেকে মাই টান্‌তে দেওয়া, কোন রকম আঘাত লাগ্‌লে কিম্বা খুব দুর্ব্বল হ'লেও এই রোগ হ'য়ে থাকে।

সু। তবে তো স্তনের অনেক বিপদ?

ধা। তা নয় তো কি? স্তন ভাল রাখ্‌তে হ'লে অনেক রকম সাবধান হ'তে হয়।

সু। হ্যাঁ, যে সকল সাবধানের কথা বল্লেন, সে গুলি মনে রেখে সাবধান হ'লে সহজে বিপদ হ'তে পারে না।

ধা। তা আর বাছা, একবার করে? সাবধান ও সুনিয়মে থাক্‌লে মানুষের কপালে এত কষ্ট হয় কি?

সু। আপনার মুখে এই সকল উপদেশের কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছে হচ্চে, এখনই যেন ছুটে লোকের বাড়ী গিয়ে এই সকল কথা শিখিয়ে দিয়ে আসি।

ধা। বাছা সুকুমারি! তোমার উৎসাহ দেখে আমারও এমনি ইচ্ছে হচ্চে তোমাকে সব শিখিয়ে দিই।

সু। আপনার এরূপ যত্ন ও অনুগ্রহই বটে। আজ যদি বেশী বেলা না হ'ত তবে আর কয়েকটী উপদেশ দিতাম।

ধা। আজ বেলা অনেক হ'য়েছে, কাল তোমাকে আর একটী দরকারী বিষয় শিথিয়ে দিব। আজ তবে আমি চল্লেম।

আদ্য ও মাসিক ঋতু।

সু। আজ কোন্ বিষয় উপদেশ দিবেন?

ধা। যে বিষয়টী জানা থাক্‌লে যৌবনকালে অনেক প্রকার রোগ হ'তে নিস্তার পাওয়া যায়, সেই বিষয়টী আজ উপদেশ দিব।

সু। সে বিষয়টী কি অনুগ্রহ করে বলুন না?

ধা। সে বিষয়টী আর কিছুই নয় ঋতু। এই ঋতুর গোল-যোগে মেয়েদের নানা রকম উৎকট রোগ হ'য়ে থাকে।

সু। সে কি? ঋতু কি এত অনর্থের মূল?

ধা। অনর্থই বল আর শরীরের স্বাস্থ্যই বল এই ঋতুই সকলের মূল। অর্থাৎ নিয়মিতরূপে ঋতু হ'লে শরীর সুস্থ থাকে, আর ওর গোলযোগ হ'লেই সর্ব্বনাশ!

সু। কেন, ঋতুর গোলযোগে কি কি রোগ হ'তে পারে?

ধা। ঋতু সম্বন্ধে রোগের কথা ক্রমে ক্রমে বলে দিব। তবে এখন এইমাত্র মনে রাখ, এই ঋতুই গর্ভসঞ্চারের একমাত্র কারণ।

সু। তবে ঋতু তো একটী সামান্য বিষয় নয়?

ধা। সামান্য আর কি করে বল্‌ব? যার গোলযোগে মেয়ে-দের দেহ নাশ এবং বংশ লোপ পর্য্যন্ত হ'য়ে থাকে তাকে কখন সামান্য বিষয় বলা যায় না।

সু। তবে আপনি ঋতুর বিষয় বেশ করে বলে দিন, যেন একটীও বাদ না যায়।

ধা। তোমাকে এমন করে বুঝিয়ে দিব যে, তুমি আবার কত লোককে উপদেশ দিতে পার্‌বে।

সু। আহা! যার জন্য এত বিপদ হ'তে পারে সেটী ভাল করে জানা সকল মেয়ের পক্ষেই তো ভাল।

ধা। শুধু মেয়েদের কেন? পুরুষদেরও জানা আবশ্যক।

সু। কেন, পুরুষদের আবার জানার দরকার কি?

ধা। কারণ আছে, নইলে এ কথা বল্‌ব কেন? পুরুষের দোষেও অনেক সময় এই ঋতু সম্বন্ধে নানা রকম গোলযোগ অর্থাৎ রোগ হ'য়ে থাকে। শুধু রোগ কেন, তাদেরও কত রকম পীড়া হ'তে দেখা যায়।

সু। তবে আপনি আর দেরি না করে শীঘ্র বল্‌তে আরম্ভ করুন।

ধা। ঋতুর কথা বল্‌তে হ'লে এর আনুসঙ্গিক আরও দুই একটী কথা বল্‌তে হ'বে।

সু। তবে অনুগ্রহ করে বলুন।

ধা। ঋতুর কথা বুঝাতে হ'লে আগে জননেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। কারণ তা না বল্লে ঋতু কিম্বা গর্ভসঞ্চারের কথা বুঝান কঠিন হ'য়ে উঠে।

সু। বেশ তো সে সব কথা বলুন না। জননেন্দ্রিয় কি আগে বুঝিয়ে দিন।

ধা। মেয়েদের জননেন্দ্রিয়ের যে ভাগ উপরে দেখা যায়, তাকে যোনি বলে। তার পর যে দ্বার দিয়ে ছেলে হয়, তাকে যোনি-দ্বার বলে। ভিতরে যোনিদ্বার যেখানে শেষ হ'য়েছে, তার অপর দিকে একটী যন্ত্র আছে, তাকেই জরায়ু বলে। ছেলে হওয়ার দ্বার যোনি হ'তে আরম্ভ হ'য়ে ভিতরে চারি পাঁচ ইঞ্চি গিয়ে জরায়ুতে মিশেছে। জরায়ুকে সাধারণে নাড়ী বলে।

সু। যে গুলি বল্লেন বেশ বুঝ্লেম। এখন জরায়ু কি বুঝিয়ে দিন।

ধা। জরায়ু ফাঁপা এবং ছিদ্রযুক্ত; এই জরায়ুর গঠন কতকটা পিয়ারার মত। জরায়ুর মুখ অর্থাৎ ছিদ্রপথ যোনির দিকে। এই ছিদ্র-পথ দিয়ে পুরুষের শুক্র প্রবেশ করে গর্ভসঞ্চার হয়। কেমন আশ্চর্য্য ঈশ্বরের কৌশল! পিয়ারা ফলের মত আকার যে জরায়ু, তাতে ছেলে জন্মালে উহা দেখ্তে লাউয়ের ন্যায় আকার হয়।

সু। হ্যাঁ, এখন বেশ বুঝ্লেম। আচ্ছা, ছেলে হওয়ার পরও কি জরায়ুর আকার ঐ রকম থাকে?

ধা। না না ছেলে হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই জরায়ুটীর আবার পূর্ব্বের মত আকার হয়।

সু। এ তো সব বুঝ্লেম, এখন ঋতুর কথা বলুন।

ধা। বল্ছি শোন। এই জরায়ুতে রক্তসঞ্চার হ'লে উহার বর্ণ লাল হয়। পরে জরায়ুর মুখ অর্থাৎ নাড়ী দিয়ে যে রক্ত পড়ে তাকেই ঋতু বা রজঃ বলে।

সু। আচ্ছা, ঋতুর সময় যে রক্ত পড়ে তার কি কোন পরিমাণ আছে?

ধা। আছে বইকি? প্রায় দেড় ছটাক হ'তে এক পোয়া রক্ত পড়ে। তবে স্থল বিশেষে বেশী বা কম হয়, এমন কি কারো কারো আধ সের পর্য্যন্তও পড়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, গায়ে যে রক্ত থাকে আর ঋতুর রক্ত কি একই প্রকার?

ধা। প্রায় এক রকম। যে দিন প্রথম ঋতু দেখা দেয়, সে দিনকার রক্ত অল্প কাল এবং কিছু ঘন। পরে ঐ রক্ত পাতলা ঘোরাল লাল হয়।

সু। যদি ঋতুর রক্ত আর গায়ের সাধারণ রক্ত একই হয়, তবে ঋতুর সময় একটা গন্ধ হয় কেন।

ধা। তার কারণ আছে, স্ত্রীলোকমাত্রেরই যোনিতে এক প্রকার শ্লেষ্মা অর্থাৎ অম্লরস আছে, তাতেই রজঃ মিশে যায়। এজন্য গুণান্তর উৎপন্ন হ'য়ে গন্ধ হ'য়ে থাকে।

সু। হ্যাঁ, এখন বেশ বুঝতে পারলেম।

ধা। ঋতু কালে স্ত্রীজাতির গা হ'তে যে এক প্রকার গন্ধ নির্গত হ'য়ে থাকে, তাতেই অনেক ইতর পশুদের গর্ভসঞ্চারের কারণ হয়।

সু। সে আবার কি?

ধা। ইতর জন্তুদের ঋতু হ'লে পুরুষ জাতীয় জন্তুরা সেই গন্ধ পেয়ে তাদের সহিত সহবাস করে গর্ভ উৎপাদন করে থাকে।

সু। ঈশ্বরের কি চমৎকার কৌশল!

ধা। সে কথা আর একবার করে? এই ঋতুই গর্ভ হওয়ার এক মাত্র কারণ।

স্থু। এই সময় আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করে নিই, আচ্ছা, পৃথিবীর মধ্যে সকল দেশের মেয়েদের কি এক সময়ে ঋতু হ'য়ে থাকে?

ধা। না, মনে কর গ্রীষ্ম প্রধান দেশে যেমন গাছপালা শীঘ্র বেড়ে উঠে, কিন্তু শীতল দেশে সেরূপ বাড়ে না। সেই রকম গরম দেশমাত্রেই শীঘ্র যৌবন হয়, কাজেকাজেই ঋতুও শীঘ্র হ'য়ে থাকে।

স্থু। আচ্ছা, শুনেছি সাহেবদের দেশ তো খুব শীতল, কিন্তু যে সকল বিবিরা এদেশে থাকে, তাদের ঋতু কি রকম হয়?

ধা। এদেশে যাদের জন্ম ও বাস, তাদের শীঘ্র ঋতু হয়। এমন কি অনেক মেমের এদেশে থাকার সময় যেমন রক্ত ভাঙে, বিলাতে গেলে তত বেশী রক্ত ভাঙে না।

স্থু। কে জানে বাপু। এতোও আছে? আচ্ছা, আদ্য ঋতুর কি একটা সময় নিরূপণ আছে?

ধা। আছে নয় তো কি? সচরাচর বার হ'তে প্রায় ষোল বৎসরের মধ্যেই আদ্য ঋতু হ'য়ে থাকে। তবে স্থল বিশেষে নানা কারণে ঐ সময়ের পরে বা পূর্ব্বেও হ'তে দেখা যায়।

স্থু। সে আবার কি?

ধা। তা'কি জান না? আমাদের গরম দেশ, এদেশে যত শীঘ্র মেয়েদের যৌবন হয়, শীতপ্রধান দেশে অর্থাৎ বিলাত প্রভৃতি স্থান সমূহে অধিক বয়সে ঋতু হ'য়ে থাকে এই যে বল্লেম।

স্থু। সত্য নাকি?

ধা। সত্য নয় মিথ্যা নাকি; এই মনে কর গরম দেশে যেমন শীঘ্র গাছ পালা বেড়ে উঠে ও অল্প দিনের মধ্যে ফুল ফল হ'য়ে থাকে, শীতপ্রধান দেশে সে রকম হয় না। মানুষের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ নিয়ম। তজ্জন্য প্রায় দেখা যায় শীতপ্রধান দেশে মেয়েরা ষোল সতের বৎসর বয়সে ঋতুবতী হ'য়ে থাকে। কাজে কাজেই তাদের যৌবনও অধিক দিন পর্য্যন্ত থাকে।

সু। তবে এখন বুঝ্‌তে পাল্লেম গরম দেশের মেয়েরাই অল্প বয়সে পুষ্পবতী হ'য়ে থাকে; কেমন নয়?

ধা। শুধু তাও নয়, গরম দেশেও আবার শরীরের অবস্থা, আহার প্রভৃতি নানা কারণে কম ও বেশী বয়সে ঋতু হ'য়ে থাকে?

সু। সে আবার কি?

ধা। তা কি জান না? যারা অধিক পরিশ্রম ক'রে থাকে, যারা সামান্য আহার পায়; তাদের অপেক্ষা নগরবাসিনী ভোগ-বিলাসিনী ধনী লোকের মেয়েরা অতি অল্প বয়সেই পুষ্পবতী হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, এমনও তো দেখা যায়, কি সহর কি পল্লীগ্রাম-বাসিনী বালিকাদের বিবাহ হওয়ার অল্পদিন পরেও ঋতু হ'য়ে থাকে, এর কারণ কি?

ধা। এই জন্যই লোকে বলে থাকে, বিয়ের পর মেয়ে মানুষের বৃদ্ধি যেন কলাগাছের বাড়। তার কারণ, বিবাহ হ'লেই তারা পুরুষ সংসর্গ করে থাকে। পূর্ব্বেই তোমাকে এক সময়

বলে দিইছি যে, পুরুষের কাছে মেয়েদের সহবাস করতে দিলেও অল্প বয়সে যৌবন হ'য়ে থাকে।

সু। হ্যাঁ, সে কথা মনে আছে। আচ্ছা, প্রতি মাসে স্ত্রী-লোকের যে ঋতু হয়, তার কি একটা নিয়ম নাই?

ধা। আছে বই কি। যৌবনকালে প্রত্যেক মাসে প্রায় আটাস দিনের মধ্যেই ঋতু হ'তে দেখা যায়।

সু। স্ত্রীলোকের কত বয়স পর্য্যন্ত ঋতু হ'য়ে থাকে?

ধা। প্রায় বার বৎসর হ'তে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের ঋতুকাল। তবে অনেক রকম অত্যাচারে এই সময়ের মধ্যেও ঋতু বন্ধ হ'য়ে থাকে।

সু। যে সকল কারণে ঋতু বন্ধ হয় তা কি জানা উচিত নয়?

ধা। উচিত আবার নয়? এই সকল বিষয় প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষেরই জানা খুব আবশ্যক। ঋতু সম্বন্ধীয় সমুদায় নিয়ম জানা না থাকাতে মেয়েরা যে, কত রকম রোগ ভোগ করে থাকে তা ভাব্‌লেও বুক ফেটে যায়। তুমি ব্যস্ত হ'বে না, এক এক করে সব বলে দিচ্ছি। ঋতু হওয়ার আগে যে সকল লক্ষণ হয়, সে-গুলি বলি শোন।

সু। তবে এক এক করে বলুন আমি লিখে নিই।

ধা। ঋতু হওয়ার পূর্ব্বে অনেকগুলি লক্ষণ দেখা যায় বটে, কিন্তু সকলের আবার সকলগুলিই হয় না। তবে কোন না কোন লক্ষণ হ'য়ে থাকে। মাজা ও কুচ্‌কিতে বেদনা, মাথাধরা, উরু

গু যোনি ভারি। কোন কাজ কর্‌তে মন সরে না, সর্ব্বদা অলস-ভাব এবং স্বভাবটা কিছু খিট্‌খিটে হয়।

সু। আচ্ছা, আদ্য ঋতু হ'তে মাসিক ঋতুর কি কোন প্রভেদ আছে?

ধা। আছে বই কি? কারো কারো এমনও দেখা যায়, কোন কোন বালিকা প্রথম রজঃদর্শন করার পর দুই এক মাস অনিয়-মিত রক্তস্রাব হ'য়ে থাকে। আর প্রথম ঋতু হ'লে দেহের পরি-বর্ত্তন হয়। পৃষ্ঠদেশ ভারি থাকে, পরে পুরুষ সহবাসে উষ্ণতা বশতঃ উহা উরুদেশে বিস্তৃত হয়। মুখের চেহারা ভাল হয়, চোকের পাতা অল্প ফুলো ফুলো হ'য়ে আহ্লাদ প্রকাশ করতে থাকে। নিশ্বাস প্রবল হয়। আর শরীরস্থ যন্ত্রের যত কাজ হ'তে আরম্ভ হয়, ততই সুনিয়মে রক্তস্রাব হ'তে থাকে। এই সময় স্তনদ্বয় উন্নত, বুক চিতান, আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন ফুলে উঠে; সৌন্দর্য্য বাড়ে, ছেলে বয়সের চঞ্চলতা ঘুচে যায়। লজ্জা বাড়ে, স্বর পরিবর্ত্তন হয়; স্বাস্থ্য ভাল থাক্‌লে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে ঋতু হয়, তার পর আপনা হ'তেই এক বারে বন্ধ হ'য়ে যায়।

সু। এই সময় একটা কথা জেনে রাখি। কোন্ কোন্ কারণে রজঃনিঃসরণ কম বেশী হয়?

ধা। এই কথা? জাতীয় স্বভাব, বয়স, পীড়া, আহার, বল ও শরীরের অবস্থা, জল বায়ু এবং সময় অনুসারে কম বেশী হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, সকল মেয়েদের পক্ষেই কি ঐ নিয়মে রক্তস্রাব ঘটে?

ধা। না, এমন দুটি স্ত্রীলোক দেখা যায় না যে, তাদের ঠিক এক নিয়মে রক্তস্রাব হ'য়েছে।

সু। তবে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পক্ষেই কি স্বতন্ত্র নিয়ম?

ধা। প্রায়ই বটে। যে সকল স্ত্রীলোকের বয়স বেশী, অধিক সন্তান প্রসব করেছে, যাদের তলপেট বড়, যারা মোটা অর্থাৎ সামান্য খাদ্য খায়, যারা অধিক চিন্তা করে, তাদের রক্তস্রাব অল্প হয়। আর পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোক চাইতে নগরবাসিনী মেয়েদের অধিক রক্ত ভাঙে।

সু। এতোও আছে?

ধা। শুধু এ নয়, আরও শোন, যারা গৌরবর্ণ, সেই সকল মেয়েদের রজঃ অধিক গাঢ় অর্থাৎ ঘন ও অধিক লাল এবং অধিক পরিমাণে নির্গত হ'য়ে থাকে।

সু। তবে কোন্ সকল স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব কম হয়?

ধা। মোটা, দুর্ব্বলা এবং অলস মেয়েদেরই অল্প দেখা যায়।

সু। আচ্ছা, ঋতুকালে যে রজঃস্রাব হয়, কত দিন পর্য্যন্ত তা থাকে?

ধা। সাধারণতঃ এই রকম দেখা যায়, প্রথম দিন সামান্য লাল রক্ত দেখা দেয়, দ্বিতীয় দিনে রক্তের পরিমাণের সহিত উহা অধিক লাল হ'য়ে নির্গত হয় আর তৃতীয় দিনে যতদূর বৃদ্ধি হ'তে পারে তা হ'য়ে চতুর্থ দিবসে হ্রাস হয় এবং পঞ্চম দিবসে একে-

বারে অদৃশ্য হয়। তবে স্থল বিশেষে আট দিন পর্য্যন্ত কখন বা বেশীও হয়।

স্থ। আচ্ছা, বৎসরে কত দিন ঋতু হ'য়ে থাকে?

ধা। এক বৎসরে অর্থাৎ আটাস দিনের হিসাবে প্রায় তের বার ঋতু হ'য়ে থাকে।

স্থ। আচ্ছা, যা শুন্‌লেম তা ছাড়া আর কোন কারণে কি ঋতু বন্ধ হয় না?

ধা। হয় বৈ কি? দুটী কারণে নিয়মিত সময়ের মধ্যে ঋতু বন্ধ হ'য়ে থাকে; প্রথমটী গর্ভসঞ্চার হ'লে আর দ্বিতীয়টী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কিছুদিনের জন্য। কিন্তু এতে কোন অসুখ হয় না।

স্থ। এই যে ঋতু বন্ধ হয় এর কি কোন কারণ নাই?

ধা। কারণ ছাড়া কি কোন কাজ হয়? গর্ভসঞ্চারের সময় ঋতু বন্ধ হ'লে সেই রক্ত দ্বারা সন্তানের দেহ পুষ্ট হয়।

স্থ। আহা! পরমেশ্বরের কি চমৎকার কৌশল! আচ্ছা, এই দুটী কারণ ভিন্ন আর কখন কি ঋতু বন্ধ থাকে?

ধা। যে দুটী কারণ বল্লেম, তা ছাড়া বন্ধ হ'লেই নানা রকম রোগ হ'য়ে থাকে।

স্থ। তবে ঐ কারণগুলি জানা থাক্‌লে মেয়েরা তো নানা রকম রোগ হ'তে নিস্তার পেতে পারে?

ধা। তা আর একবার করে?

স্থ। আচ্ছা, এমন তো দেখা যায়, যৌবন-সঞ্চার হ'য়েছে, অথচ ঋতু হয় না, এর কারণ কি?

ধা। অনেকগুলি কারণে বিলম্বে ঋতু হ'য়ে থাকে। যে সকল বালিকা পরিশ্রম করে না, যারা সর্ব্বদা গৃহে আবদ্ধ থাকে, যারা অধিক পরিমাণে পাঠাদি মানসিক শ্রম করে, যারা পীড়িত, যাদের গর্ভাশয়ের রোগ থাকে, আর যাদের যোনিদ্বারের পর্দ্দা না ছিঁড়ে তাদের ঋতু হ'তে প্রায় দেরি হয়। সুস্থ শরীরে ঋতু হ'তে অধিক বিলম্ব হ'লে কোন আশঙ্কা থাকে না।

সু। আদৌ ঋতু হয় না এমন স্ত্রীলোক আছে কি?

ধা। খুব কম। তারা প্রায় পুরুষের মত হ'য়ে থাকে। তাদের চর্ম্ম, আকৃতি আর কণ্ঠস্বর প্রায়ই পুরুষের মত হ'তে দেখা যায়।

সু। আচ্ছা, যাদের ঋতু হয় না, তাদের ঋতুর কোন চিহ্ন দেখা দেয় কি?

ধা। পৃষ্ঠদেশ ও কুচ্‌কিতে ক্লান্তি-বোধ, অত্যন্ত ক্ষুধা, বমন ইচ্ছা এবং মাথাধরা দেখা যায়।

সু। ঐ সকল লক্ষণ কত দিন থাকে?

ধা। দুই তিন দিন থাকে, পুনর্ব্বার আবার ঋতু হওয়ার সময় দেখা দেয়।

সু। তবে আদ্য ঋতু হ'তে দেরি হ'লে কোন ভয় নাই, আর সে জন্য ঔষধের কোন দরকার হয় না, কেমন?

ধা। এর মধ্যে একটা কথা আছে, অর্থাৎ ঋতু হওয়ার সময় অতীত হ'য়েছে অথচ প্রতি মাসেই উরু, কুচ্‌কি, কোমর ও মাজায় বেদনা, তলপেট ভারি বোধ, আর সেই সময় কথন কথন মাথা ঘোরা, মুখ বিবর্ণ, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, কাণের ভিতর ভোঁ ভোঁ

শব্দ, বুক ধড়ফড়, স্তন কঠিন ও বেদনা বোধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখ্‌লে অবশ্যই উপযুক্ত চিকিৎসা করা আবশ্যক।

স্থ। তবে ঐ সকল লক্ষণ দেখ্‌লে একটা রোগ মনে কর্‌তে হ'বে?

ধা। তা আর একবার করে?

স্থ। এই সময় আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করে রাখি। আপনার কথার ভাবে স্পষ্ট জানা গ্যাছে, অসময়ে অর্থাৎ নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে ঋতু হ'লে মেয়েদের স্বাস্থ্য নষ্ট হ'য়ে থাকে। তবে ঐ দোষ অর্থাৎ অকালে ঋতু হওয়া বন্ধ কর্‌বার কি কোন উপায় নাই?

ধা। আছে বই কি? এ বিষয়ে মোটামুটি পাঁচটী নিয়ম বলে দিই মনে রাখ্‌বে।

স্থ। কি কি নিয়ম?

ধা। প্রথম।—প্রতিদিন ঠাণ্ডা জলে সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার করে স্নান কর্‌বে। খুব বেলায় স্নান, গাত্রমার্জ্জনার জন্য খইল কিম্বা গরম জল ব্যবহার কর্‌বে না।

দ্বিতীয়।—বেশী মসলাযুক্ত পাক অথবা সর্ব্বদা উষ্ণ পদার্থ আহার কর্‌বে না।

তৃতীয়।—বাসগৃহ পরিষ্কার ও স্নিগ্ধ, পরিষ্কার বায়ু-পূর্ণ আবশ্যক।

চতুর্থ।—সর্ব্বদা আদিরস ঘটিত পুস্তক পাঠ, একস্থানে অলস ভাবে অবস্থান, আর যাতে মনের বিকার জন্মে এমন চিন্তা কিম্বা কাজ কর্‌বে না।

পঞ্চম।—বালিকাদের এমন শিক্ষা দিবে যে, তারা যেন কোমল প্রকৃতি ও মার্জ্জিত বুদ্ধি হয়।

সু। এ ছাড়া আর কি কোন নিয়ম নাই?

ধা। থাকবে না কেন? উচ্চ স্থান হ'তে পতন, খেলা করতে করতে লাফ দেওয়া, হঠাৎ মনের উদ্বেগ বা উত্তেজনা, এ সকল দ্বারাও অসময়ে রক্তস্রাব বন্ধ হ'য়ে থাকে, সুতরাং এগুলি ত্যাগ করতে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

সু। তবে তো অনেক রকম সাবধান হ'তে হয়?

ধা। ঋতুর নিয়ম ও অনিয়মের প্রতি স্ত্রীলোকদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, সুতরাং যুবতীদের প্রথম ঋতু হওয়ার পূর্ব্বে হ'তেই সাবধান থাকা আবশ্যক। বালিকাদের অল্প বয়সে যাতে ঋতু না হয় অথচ নিতান্ত বিলম্বে ঋতু হ'তে উপক্রম দেখলে সতর্ক থাকা উচিত।

সু। আচ্ছা, ঋতুর সময় সহবাস উচিত কি না?

ধা। যদিও ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুকালে ঐ ইচ্ছা বলবতী হয়, কিন্তু রক্তস্রাবের সময় সহবাস সম্পূর্ণ নিষেধ।

সু। যদি নিষেধ তবে ঐ সময় সহবাস ইচ্ছা বৃদ্ধি হয় কেন?

ধা। ঋতু হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য সহবাস দ্বারা সন্তান উৎপাদন করা। দেখ নাই কি অধিকাংশ পশু ঋতুর সময় সহবাস দ্বারা গর্ভ উৎপাদন করে থাকে।

সু। তা তো জানি। তবে মানুষ্যের পক্ষে নিষেধ কেন?

ধা। মানুষ্যের পক্ষেও ঐ বিধি, কিন্তু যে সময় পর্য্যন্ত

রক্তস্রাব হ'তে থাকে, সে সময় সহবাস নিষেধ। কারণ তাতে ঋতু সম্বন্ধে অনেক রকম রোগ হ'তে পারে।

সু। তবে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এ বিষয়টী বেশ করে মনে রাখা উচিত।

ধা। সে কথা আর একবার করে? পরমেশ্বর পশু পক্ষীদের বুদ্ধি ও বিবেচনা দেন নাই বটে, কিন্তু এমন একটী উপায় করে দিয়েছেন যে, তারা ঋতুর সময় ভিন্ন প্রায় সহবাস করে না, অর্থাৎ ঐ ইচ্ছা হয় না।

সু। তবে মানুষ অপেক্ষা তারা তো ভাল?

ধা। কেন, মানুষকে ঈশ্বর যে জ্ঞান দিয়েছেন, তারা সেই জ্ঞান দ্বারা ভাল মন্দ বিবেচনা করে চল্‌বে। যারা বিবেচনা না করে চলে, তারা নানা রকম কষ্টও ভোগ করে থাকে।

সু। তা সত্য। আমার মতে এ সব বিষয় নিয়ে খুব আলোচনা করা ভাল।

ধা। তা নয় তো কি? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ এ চারিটী শরীরের উপর নির্ভর করে। যে নির্ব্বোধ লোক সেই শরীর নষ্ট কর্‌তে পারে, তার তো সকলই নষ্ট হয়। এই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা এ সব কাজে কত উপদেশ দিয়ে গ্যাছেন।

সু। আচ্ছা, আমাদের বৈদ্য-শাস্ত্রে ঋতু বিষয়ে কি কোন উপদেশ নাই?

ধা। সে কি? আমাদের শাস্ত্রকারেরা আবার কোন্ বিষয় ছেড়ে গ্যাছেন?

সু। তবে ঋতু সম্বন্ধে তাঁদের এত কি?

ধা। তাঁদের মতে স্বভাবতঃ মাসে মাসে যে রজঃ নিঃসরণ হয়, সেই ঋতু ক্ষরণ দিবস হ'তে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভধারণের উপযুক্ত সময়। (১)

সু। আচ্ছা, ঋতুর তিন দিন কি নিয়মে থাকা উচিত?

ধা। তাঁদের মতে যে দিন ঋতু হ'বে, সেই দিন হ'তে তিন দিন স্ত্রীলোক ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় হিংসাদি ত্যাগ করে থাক্‌বে। আর স্বামী কিম্বা অন্য পুরুষের মুখ দেখ্‌বে না। রোদন, নখ-চ্ছেদ, স্নান, দিবা নিদ্রা, দ্রুতগমন, অতি উচ্চ শব্দ শ্রবণ ইত্যাদি কোন কাজ কর্‌বে না। (২)

---

(১) দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধ মাপঞ্চাশৎ সমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ॥
আর্ত্তবস্রাবদিবসাদৃতুঃ ষোড়শরাত্রয়ঃ।
গর্ভগ্রহণ যোগ্যস্তু স এব সময়ঃ স্মৃতঃ॥

(২) আর্ত্তবস্রাবদিবসাদহিংসা ব্রহ্মচারিণী।
শয়ীত দর্ভাশয্যায়াং পশ্যেদপিপতিং ন চ॥
করে শরাবে পর্ণে বা হবিষ্যং ত্র্যহমাচরেৎ।
অশ্রুপাতং নখচ্ছেদমভ্যঙ্গমনুলেপনম্॥
নেত্রয়োরঞ্জনং স্নানং দিবাস্বাপং প্রধাবনম্।
অত্যুচ্চশব্দশ্রবণং হসনং বহুভাষণম্।
আয়াসং ভূমিখননং প্রবাতঞ্চ বিসর্জ্জয়েৎ॥ ভাবপ্রকাশঃ।

সু। কেন, ঐ সকল কর্ম্মায় দোষ কি?

ধা। ভুলক্রমে কিম্বা অজ্ঞানতা বশতঃ ঋতুমতী স্ত্রী যদি নিষেধ কাজ করে, তবে তাতে গর্ভদোষ ঘটে। রোদনে গর্ভ বিকৃত-লোচন হয়। এই রকম অনেক অপকারের কথা উল্লেখ আছে। (১)

সু। আচ্ছা, ঋতুমতী স্ত্রী ঋতুস্নানের পর কি কর্‌বে?

ধা। ঋতুস্নানান্তে প্রথমেই যে পুরুষ দর্শন করে, গর্ভেও সেই-রূপ আকারের পুত্র জন্মে। এজন্য প্রথমেই কোন প্রিয় ব্যক্তি অর্থাৎ হয় স্বামী কিম্বা পুত্রের মুখ দর্শন কর্‌বে। (২)

---

(১) অজ্ঞানদ্বা প্রমদাদ্বা লোভাদ্বা দৈবতশ্চ বা।
সা চেৎ কুর্য্যান্নিষিদ্ধানি গর্ভো দোষাং স্তদাপ্নুয়াৎ॥
এতস্যা রোদনাদ্গর্ভো ভবেদ্বিকৃত লোচনঃ।
নখচ্ছেদেন কুনখী কুষ্ঠী ত্বভ্যঙ্গতো ভবেৎ॥
অনুলেপাত্তথা স্নানাৎ দুঃখশীলোঽঞ্জনাদদৃক্।
স্বাপশীলো দিবস্বাপাচ্চঞ্চলঃ স্যাৎ প্রধাবনাৎ॥
অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণাদ্বধিরঃ খলু জায়তে।
তালুদন্তৌষ্ঠ জিহ্বাসু শ্যাবোহসনতো ভবেৎ॥
প্রলাপী ভূরিকথনাদুন্মত্তস্তু পরিশ্রমাৎ।
খলতে ভূমিখননাদুন্মত্তো বাতসেবনাৎ॥
ভাবপ্রকাশঃ।

(২) পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা।
তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রং ততঃ পশ্যেৎ পতিং প্রিয়ম্॥

সু। চারিদিনের দিন কি কর্‌বে?

ধা। রজো নিবৃত্তি হ'লে স্বামী সহবাস কর্‌বে। কিন্তু রজো নিবৃত্তি না হ'লে সহবাস নিষেধ।

সু। কারণ কি?

ধা। মনে কর জলস্রোতে কোন দ্রব্য পড়্‌লে যেমন তা উপরে উঠ্‌তে পারে না। সেইরূপ রক্ত নির্গমনকালে বীর্য্য ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে পারে না কাজেকাজেই নিস্ফল হয়।*

সু। আমার এমনি পোড়া মন যে, আগে যেটী জিজ্ঞাসা কর্‌ব মনে কল্লেম, সেটী ভুলে গ্যাছি।

ধা। কি ভুলেছ বাছা?

সু। ঋতুস্নানের দিন সহবাসের কথা আগে পাড়্‌লেম। কিন্তু ঋতুর তিন দিন সহবাসের তো কোন ফলাফল জিজ্ঞাসা করি নাই।

ধা। তোমার কাছে বাছা! একটীও এড়াবার যো নাই। যা হ'ক সে কথা বল্‌ছি। রজঃস্বলা স্ত্রীর সহিত প্রথম দিন সহবাস

প্রিয়মিতি ভর্ত্তর্য্যন্যসম্নে পুত্রাদিকমপি পশ্যেৎ।
চতুর্থাদিদিবসেঽপি রজোনিবৃত্তৌ স্ত্রীপত্যাসঙ্গচ্ছেৎ
নতু রজোঽনিবৃত্তৌ।
প্রবহৎ সলিলে ক্ষিপ্তং দ্রব্যং গচ্ছত্যধো যথা।
তথা বহতি রক্তে তু ক্ষিপ্তং বীর্য্যমধো ব্রজেৎ॥
অত্র গর্ভাধানে নিষিদ্ধং বিহিতং চ কালং তয়োঃ ফলঞ্চাহ।

কর্‌লে স্বামীর পরমায়ু ক্ষয় হয়। দ্বিতীয় দিনও ত্যাগ করা উচিত, কারণ ঐ সহবাসেও গর্ভ রক্ষা পায় না। আর তৃতীয় দিন সহবাস কর্‌লে সেই গর্ভে যে সন্তান হয়, সে বিকলাঙ্গ ও অল্প পরমায়ু হয়। এই কারণে ঋতুর প্রথম তিন দিন সহবাস নিষেধ।

সু। এখন বেশ জলের মত বুঝ্‌তে পেরেছি। (১)

ধা। কারো কারো এরূপ মত রবিবারে আদ্য ঋতু হ'লে স্ত্রী বিধবা হয়, সোমবারে পতিব্রতা, মঙ্গলবারে কুলটা, বুধবারে ভাগ্যবতী, বৃহস্পতিবারে স্বামী শ্রীমান্‌, শুক্রবারে পুত্রবতী আর শনিবারে পুষ্পবতী হ'লে বন্ধ্যা অর্থাৎ বাঁজা হ'য়ে থাকে। (২)

সু। এগুলি কি ঠিক?

ধা। কি নিয়ম ধরে যে প্রচীন ঋষিরা এ সব কথা বলেছেন, তা যদিও আমরা বুঝ্‌তে পারি না, কিন্তু এর একটা কোন কারণ থাক্‌লেও থাকতে পারে।

---

(১) আয়ুঃক্ষয় ভয়াদ্ভর্ত্তা প্রথমে দিবসে স্ত্রিয়ম্‌।
দ্বিতীয়েঽপিদিনে রত্যৈ ত্যজেদৃতুমতীংতথা॥
তত্র যশ্চাহিতো গর্ভো জায়মানো ন জীবতি।
আহিতো যস্তৃতীয়েঽহ্নি স্বল্পায়ুর্বিকলাঙ্গকঃ॥

(২) আদিত্যে বিধবা নারী সোমে চৈব পতিব্রতা।
বেশ্যা মঙ্গলবারে,চ বুধে সৌভাগ্যমেবচ।
বৃহস্পতৌ পতিঃ শ্রীমান্‌ শুক্রে পুত্রবতী ভবেৎ।
শনৌ বন্ধ্যাং বিজানীয়াৎ প্রথমে স্ত্রী রজস্বলা॥

স্থ। তা ঠিক, এমন অনেক ব্যবস্থা আছে, এখন সে সব ব্যবস্থার মানে বুঝ্‌তে পারা যায় না।

ধা। তা নয় তো কি? আরোও ব্যবস্থা আছে, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ভরণী, অশ্লেষা, আর্দ্রা এই সকল নক্ষত্রে প্রথম ঋতু হ'লে বিধবা হয়, মঘা নক্ষত্রে শোক পায়, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বন্ধ্যা হয়, জ্যেষ্ঠা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে দরিদ্রা হয়। (১)

স্থ। যখন বার, তিথি ধরে ফলাফল স্থির কর্‌ছেন, তখন বোধ হয় কোন্ মাসে ঋতু হ'লে কি ফল হয় তারও কিছু কথা আছে?

ধা। তা আর নাই? সে কথাও এসময় শুনে রাখ। জ্যৈষ্ঠ মাসে আদ্য ঋতু হ'লে বিধবা হয়, আষাঢ় মাসে ধন ধান্য বৃদ্ধি, শ্রাবণ মাসে সন্তান নষ্ট হয়, ভাদ্র মাসে রোগযুক্তা, আশ্বিন মাসে মৃতপুত্রা, কার্ত্তিক মাসে কুলক্ষয়কারিণী, অগ্রহায়ণ মাসে ধর্ম্ম-শীলা, পৌষ মাসে কাম পীড়িতা, মাঘ মাসে পতি ভক্তা, আর বৈশাখ মাসে মিষ্টভাষিণী হ'য়ে থাকে। (২)

---

(১) পূর্ব্বাত্রয়ে যাম্যভুজঙ্গ রৌদ্রে
বৈধব্যমস্যাং বিদধাতি নূনং।
মঘে সশোকাপ্যথ ভে দিতীশে
সা বন্ধকীস্ত্রানলভে দরিদ্রা॥

(২) জ্যৈষ্ঠে স্যাদ্বিধবানারী আষাঢ়ে ধনসংযুতা।
শ্রাবণে চ মৃতাপত্যা ভাদ্রে চ বহুরোগিণী।
আশ্বিনে চ মৃতাপত্যা কার্ত্তিকে কুলনাশিনী

সু। আচ্ছা, এখন আপনি ঋতু সম্বন্ধে যে সকল রোগ হ'য়ে থাকে, সেই গুলি বুঝিয়ে দিন।

ধা। ঋতু সম্বন্ধে তো অনেক রকম রোগ হ'য়ে থাকে, তুমি কোনটীর কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ?

সু। আমি অত নাম টাম জানি না, তবে দেখেছি, রায়েদের ছোট বৌয়ের নিয়মিত ঋতু হ'য়ে আস্‌ছে, কিন্তু প্রায় দু তিন মাস হ'তে আর ঋতু হয় না। রক্তস্রাব একেবারে বন্ধ হ'য়ে গ্যাছে। এঁর কি কোন কারণ আছে?

ধা। কারণ না থাক্‌লে ওরকম হ'বে কেন? ও রকম ঋতু বন্ধ একটা রোগ মনে কর্‌বে। ওকে রজস্তম্ভ রোগ বলে।

সু। আচ্ছা, ও রোগে কি কোন অনিষ্ট হ'তে পারে? যদি হয় সেইগুলি বলুন না?

ধা। বেশ! রোগে আবার অনিষ্ট হয় না? কত বালিকার এই রোগের পর শ্বেত প্রদর রোগ হ'তে দেখা গ্যাছে। এমন কি এই পোড়া রোগে শেষে রাজযক্ষ্মা রোগ হ'য়ে কত বাছা অসময়ে প্রাণ হারিয়েছে।

সু। কি সর্ব্বনাশ! পোড়া মেয়ে জেতের কপালে এতও

মার্গশীর্ষে ধর্ম্মশীলা পৌষে চ রতিবিহ্বলা।
মাঘে পতিব্রতানারী ফাল্গুনে বহুপুত্রিণী।
চৈত্রে চ মদনোন্মত্তা বৈশাখে প্রিয়বাদিনী॥

আছে? একটা রোগ হ'য়ে নিশ্চিন্ত নাই, তাথেকে আবার ভয়ানক রোগ! প্রদর রোগটা আবার কি?

ধা। প্রদরের কথা পরে বল্‌ব। এখন রজঃস্তম্ভের লক্ষণগুলি শুনে রাখ।

সু। আমার এমনি পোড়া মন যে, একটা রোগের কথা হচ্ছে, সেটার আগাগোড়া না জেনে, আবার আর একটা রোগের কথা পেড়ে বস্‌লেম।

ধা। বাছা সুকুমারি! তোমার যে রকম জান্‌তে ইচ্ছা, তাতে আমি একটীও ছেড়ে না দিয়ে, সবগুলি তোমাকে বুঝিয়ে দিব। এখন বলি শুন, রজঃস্তম্ভ রোগটা প্রায়ই সর্দ্দি হ'তে ঘটে থাকে। আর ঋতুকালে সর্ব্বদা ঠাণ্ডা জল ঘাঁটা, ভিজে কাপড় পরা, স্যাঁতা মাটীতে শয়ন করা, দুর্ভাবনা, শোক, হতাশ, আর গর্ভাবস্থা, হৃদ্‌পিণ্ড ফুস্‌ফুস, যকৃৎ ও জরায়ুর পীড়া কিম্বা বাত, যোনি প্রদাহেও হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, রজঃস্তম্ভ রোগে শরীরের কোন ভাবান্তর হ'য়ে থাকে কি?

ধা। তা আর হয় না? রোগিণী এককালে বিবর্ণ, ক্লান্ত এবং দুর্ব্বল হয়। ভাল ক্ষুধা হয় না। যা হোক এই সকল লক্ষণ না হ'তে হ'তে চিকিৎসা করাই উত্তম। রোগের বাড়া আর শত্রু কি আছে বাছা?

সু। আপনার কাছে এই সকল শুনে এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে, আহার নিদ্রা বন্ধ করে রাত দিন বসে বসে শুনি।

ধা। বাছা! তোমার উৎসাহ দেখে আমারও এমনি মন হচ্ছে যে, যুবক-যুবতীদের জান্‌বার বিষয়গুলি তোমাকে বেশ করে শিখিয়ে দিই। এখন তোমাকে কষ্ট ঋতু বা বাধক বেদনার কথা বুঝিয়ে দিব।

সু। আপনি যেমন অনুগ্রহ করে বলে দিচ্ছেন, এইরূপ যদি সকলে উপদেশ দেয়, তবে আর ভাবনা কি? মেয়েরা অনেক বিষয় জানে না বলেই তো এত ঘটে!

ধা। তা ঠিক! অবোধ মেয়েদের কষ্ট দেখে, অনেক দিন হ'তেই আমার মনে সাধ ছিল, এ সব বিষয় সকলকে উপদেশ দিই।

সু। আপনার উপদেশগুলি আমার বড় মনে লেগেছে, তবে একদিনে বেশী শুন্‌ব না, জানি কি যদি মনে না থাকে।

ধা। তবে আজ আর বেশী বল্‌ব না। যা যা বল্লেম্ বেশ করে লিখে রাখ গে। আবার কাল আর একটী বিষয় বুঝিয়ে দিব।

কষ্টঋতু বা বাধক।

স্থ। আমি দেখেছি, আমাদের ন-বৌ বাধক বেদনায় এমনি কষ্ট পায়, যেন কাটা কই মাছের মত ছট ফট করতে থাকে। মেয়ে মানুষের এ আবার একটী বড় কষ্ট-কর রোগ।

ধা। তা আর নয়?

স্থ। এ পোড়া রোগ হয় কেন? এর কি কোন কারণ নাই?

ধা। আছে বই কি?

স্থ। আচ্ছা, সে কারণ গুলি যদি সকল মেয়েতে জেনে রাখে, তবে তো এ পোড়া রোগের হাত হ'তে নিস্তার পেতে পারে?

ধা। পারে বৈ কি? কিন্তু কটি মেয়ে বাছা! তোমার মত মন দিয়ে ও সকল বিষয় শিখে?

স্থ। আমাদের দেশের মেয়েদের এইটীই বড় দোষ। আমি দেখি, যারা লেখা পড়া শিখেছে, তারা দরকারী কেতাব না পড়ে নভেল, নাটক, বাজে বই পড়েই সময় কাটায়।

ধা। ওইটীই তো শিক্ষার দোষ। সে যা হোক, এখন বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে, কাজের কথা ধরা যাক।

স্থ। তবে এখন বাধক বেদনার কারণ বলুন।

ধা। এই রোগ ঋতু-বয়সের সকল সময়ই ঘটতে পারে।

কতকটা মেয়েদের নিজের দোষে, আর আর কতকটা অন্যান্য রোগের চিকিৎসার ত্রুটিতেও হ'তে দেখা যায়।

সু। নিজের দোষ আবার কি? রোগ কি কেও আবার ইচ্ছে ক'রে ডেকে আনে গা?

ধা। তা আর নয় কেন বাছা! ঋতুকালে যারা সহবাস করে, তারা তো রোগ ডেকে আনে।

সু। এই জন্যেই বুঝি আমাদের শাস্ত্রে ঋতুকালে স্বামী সহ-বাস নিষেধ?

ধা। তা নয় তো আবার কি? এখনকার ইংরাজী নবিশেরা এসকল কথা উড়িয়ে দেয়।

সু। পুরুষদের ইটী তো বড় দোষ?

ধা। সকল কাজেরই এক একটা নিয়ম আছে, তা ভাঙ্গলেই কষ্ট।

সু। আচ্ছা, বাধক বেদনা হ'লে কি কি লক্ষণ হ'য়ে থাকে?

ধা। বল্‌ছি শোন, রক্তস্রাবের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে, এমন কি কয়েক দিন পূর্ব্ব হ'তেই পীঠ, কোমর ও গর্ভাশয়ে অত্যন্ত বেদনা আরম্ভ হয়। কারো কারো বা রক্তস্রাব হয়ে বেদনা বন্ধ হয়। কেহ কেহ বা প্রথম ও দ্বিতীয় দিন ভয়ানক কষ্ট ভোগ ক'রে তৃতীয় দিনে সুস্থ হয়। আবার এমনও দেখা যায়, থানা বা চাপ রক্ত পড়ে ও বেদনা সেবারের মত আরাম হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, বাধক বেদনার যন্ত্রণা কি এক রকম?

ধা। না, প্রায় দু রকম বেদনা হ'তে দেখা যায়। প্রসব

বেদনার ন্যায় একবার ধড়ফড় ক'রে আসে, কিছুক্ষণ কষ্ট দিয়ে নরম পড়ে, আবার ঐরূপ আসে। আর এক প্রকার সহজ ঋতুর ন্যায় কুচ্কি, মাজা এবং উরুদেশে ক্রমাগত চিড়িক চিড়িক করতে থাকে।

সু। তবে বাধক বেদনার যন্ত্রণা তো কম নয়?

ধা। যন্ত্রণা আর একবার করে? কারো কারো আবার জ্বরের ভাব হয়; মাথা ঘোরা, বমি, পিপাসা, ঘন ঘন নিশ্বাস এবং নাড়ীর গতি বৃদ্ধি হয়।

সু। এক বাধকে এতও যন্ত্রণা আছে?

ধা। শুধু কি এই? কারো কারো স্তনদ্বয় খুব বেদনা হয়, ফুলে উঠে, তলপেট কন্ কন্ করতে থাকে, কুচ্কিতে বেদনায় সময় সময় আড়ষ্ট হ'য়ে উঠে, রক্তের বদলে মাংসের ন্যায় চাপ ভাঙ্তে থাকে, কখন কখন বা শ্বেত প্রদরও দেখা দেয়।

সু। এও তো বাপু কম ক্লেশ নয়?

ধা। ক্লেশ আবার কম? কারো কারো পেট এমনি সেটে ধরে, যেন বোধ হয় মুটো করে ধরেছে; গা বমি বমি করে, নীচের পেট চাপপড়া ও গরম বোধ হয়। কারো কারো বা তলপেটের নীচে আর মাজা অত্যন্ত চাপ পড়া, উরুত অসাড় ও টেনে ধরা, মুখ ফেঁকাশে, মল ও প্রস্রাব ত্যাগ ইচ্ছা হ'তে থাকে। এই রকম অনেক প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ফলকথা বাধক বেদনা একটী সামান্য রোগ মনে করা উচিত নয়। মনে কর দেখি মাসে মাসে এ রকম কষ্ট হ'লে আর বাঁচাতে সুখ কি?

সু। এই জন্যই বুঝি লোকে বলে থাকে, রোগী, শোকী, পরান্নভোগী, আর পরের ঘরে নিত্যবাসী তাদের বেঁচে থাকাটাই মরণ আর মরণ এক রকম বিশ্রাম!

ধা। তা নয় তো আর কি? চিরদিন রোগ ভোগ করা চাইতে মরণ ভাল। তাও বলি, মানুষ তো অনেক সময় নিজের দোষেই ভুগে থাকে, একটু সাবধান হ'য়ে চল্লে তো আর এত কষ্ট পেতে হয় না।

সু। এ কথা ঠিক বটে। আমাদের উচিত যতদূর সাবধান হ'তে পারি, তা হ'ব। আর যদিও কোন কারণে রোগ হয়, তবে প্রথম হ'তে ভাল রকম চিকিৎসা কর্‌লে আর সুনিয়মে চল্লে প্রায়ই রোগে ধর্‌তে পারে না।

ধা। সে যা হ'ক এখন বাধক বেদনা যে কি, সেটী তো বেশ করে বুঝ্‌তে পার্‌লে?

সু। যতই বুঝ্‌তে পাচ্ছি, ততই হাত পা পেটের ভিতর ঢুক্‌ছে।

ধা। কেন, ভয় কি? রোগের তো চিকিৎসা আছে। সে যা হ'ক ঋতু সম্বন্ধে যে সকল রোগ হ'য়ে থাকে, সেগুলি বেশ মন দিয়ে শোন।

সু। তবে বলুন।

ধা। এইটী মনে রেখ, ঋতুর সময় যেমন লাল রক্ত নির্গত হ'য়ে থাকে, তার রং খারাপ হ'লেই একটা রোগ মনে কর্‌তে হ'বে। আর প্রথম হ'তেই চিকিৎসা কর্‌তে অবহেলা কর্‌লে শেষে উদরী প্রভৃতি নানা রকম রোগ হ'তে পারে।

সু। আচ্ছা, রক্তের রং খারাপ হওয়া ভিন্ন কি আর কোন লক্ষণ দেখে রোগ হ'য়েছে বলে জানা যায় না?

ধা। যাবে না কেন? রোগ হ'লেই একটা না একটা অসুখ বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে। আর এই রোগে কারো কারো দেখা যায়, ক্ষুধা নষ্ট হ'য়ে যায়। রোগী খুব দুর্ব্বল হয়; আচার, ঝাল, লবণ, মাটী এবং খড়িমাটী খেতে ইচ্ছা করে থাকে। মাসিক ঋতুতে গোলযোগ ঘটে যায়।

সু। আচ্ছা, মেয়েদের কোন্ অবস্থায় এই রোগ হ'য়ে থাকে?

ধা। যৌবন অবস্থার আরম্ভে, ঋতুর সময়, কারো কারো বা কিছুদিন ঋতু হওয়ার পরও হ'য়ে থাকে। যুবতী স্ত্রীলোকদের এই রোগ হ'লে তারা দুর্ব্বল, বিবর্ণ হ'য়ে থাকে, ভাল ঘুম হয় না, আর ঘুমের সময় দুঃস্বপ্ন দেখে। কারো কারো বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা বোধ হয়, কারো কারো নাক দিয়ে পাতলা রক্তও পড়ে। আর রাগ বৃদ্ধি হয়।

সু। আচ্ছা, এমনও তো দেখা যায়, কোন কোন স্ত্রীলোকের বেশীবার ঋতু হ'য়ে থাকে, আর রক্তেরও পরিমাণ বৃদ্ধিও হয়।

ধা। হ্যাঁ, তা হ'য়ে থাকে। কারো কারো দেড় পোয়া পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হ'য়ে থাকে। আর দশ বার দিন পর্য্যন্ত রক্ত ভাঙ্তে দেখা যায়।

সু। আচ্ছা, কোন্ সকল স্ত্রীলোকের বেশী রক্ত পড়ে থাকে?

ধা। যে সকল স্ত্রীলোকের উগ্রস্বভাব, যারা অত্যন্ত কানা-শক্তা প্রায় তাদেরই অধিক রক্ত পড়্তে দেখা যায়।

সু। অধিক রক্তস্রাব তো ভাল কথা নয়?

ধা। ভাল আর কি করে? মনে কর যারা দুর্ব্বলা তাদের যদি বেশী রক্ত পড়ে, তবে নিশ্চয়ই তাতে জীবন ক্ষয় করে থাকে।

সু। শুধু দুর্ব্বল কেন, অধিক রক্তস্রাব হ'লেই তো শরীর টিক্‌বে কেন?

ধা। তা ঠিক। রক্তস্রাব সম্বন্ধে প্রায় একটা নিয়ম দেখা যায়, যারা অধিক রাগী, তেজাল, মোটা কিম্বা পরিশ্রমী, আর যারা গরম দেশে জন্মে তাদেরই অধিক রক্তস্রাবে দুর্ব্বল করে ফেলে। আর একটী কথা মনে রেখ, যাদের জননেন্দ্রিয় আল্‌গা হয় তাদেরও অধিক রক্তস্রাব হ'য়ে থাকে।

সু। এই সকল কারণ ভিন্ন আর কোন কারণে কি অধিক রক্তস্রাব হ'য়ে থাকে?

ধা। হয় বৈ কি? অধিক উষ্ণ কিম্বা অধিক শীত ভোগ, মনের উত্তেজনা, ভয়, রাগ, ঈর্ষা, অধিক ভালবাসা প্রভৃতি কারণেও অধিক রক্তস্রাব হ'য়ে থাকে। তবে এই মোটামুটি মনে রেখ, গর্ভাশয়ের উষ্ণতা কিম্বা বৈলক্ষণ্য হ'লেও অধিক রক্তস্রাব হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, আপনি যে পূর্ব্বে বলেছেন, সুনিয়মে চল্লে বিস্তর উপকার হ'তে পারে, সে নিয়ম কি?

ধা। উগ্রতা দরুণ অধিক্ রক্তস্রাব হ'লে সহজ খাদ্য আহার কর্‌বে। যে সকল লোকের সঙ্গে থাক্‌লে উত্তেজনা জন্মে, তা

হ'তে পৃথক থাকবে। ঋতু হওয়ার ঠিক পূর্ব্বে ও ঋতু হওয়ার পরে খুব সাবধান হ'য়ে চল্‌বে।

সু। আচ্ছা, আগে যে বাধক বেদনার কথা বল্লেন, তার কি একটা মোটামুটি নিয়ম নাই?

ধা। কি নিয়ম?

সু। যে যে কারণে বাধক বেদনা হ'য়ে থাকে?

ধা। তা আর নাই কে বল্লে? আমি এক এক করে বলি মন দিয়ে শোন;—

(ক) যে সকল স্ত্রীলোক অধিক রিপু পরবশ, সৌখিনভাবে থাকে, ভাল ভাল গুরু-পাক দ্রব্য আহার করে, আর যাদের গায়ে ফুলমাংস।

(খ) যারা অনেক দিন পর্য্যন্ত ছেলেকে মাই দেয়, যাদের রক্তস্রাব অধিক হ'য়েছে, কিম্বা যাদের পুরাতন উদরাময় রোগ ছিল। কোন কোন স্থলে দেখা যায়, রক্তহীন মেয়েদেরও হ'তে পারে।

(গ) অজীর্ণতা ও ক্লান্তি প্রভৃতি কারণেও হ'য়ে থাকে।

(ঘ) জরায়ু হ'তে রক্ত পড়ার পথ সংকীর্ণ বশতও হতে পারে।

সু। তবে তো এই কটী মনে রাখ্‌লে জানা যায়, কি কি কারণে রক্তস্রাবে কষ্ট বা বেদনা হ'য়ে থাকে।

ধা। আরো কয়েকটী মনে রাখা আবশ্যক।

সু। সেগুলি কি বলুন না?

ধা। বলি শোন; গর্ভাশয় বক্র, ফুলা কিম্বা কোন রকম

নীচকর্ম্ম জন্য বাধা পেয়ে ঋতুর সময় অত্যন্ত কষ্ট হ'য়ে থাকে। আর যে সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের ও বলবান, তারা যদি বাধক বেদনায় আক্রান্ত হয়, তবে গুরুতর ভোজন, অধিক মসলাযুক্ত দ্রব্য আহার, অথবা ইন্দ্রিয় সুখভোগ করে, তবে অধিক কষ্ট হ'য়ে থাকে।

সু। যারা ঋতুর পীড়ায় কষ্ট পেয়ে থাকে, তাদের তো এগুলি জানা থাক্‌লে ভাল হয়?

ধা। হয় বৈকি, এ সময় আরোও দুই একটী কথা মনে রাখ্‌লে উপকার হ'তে পারে।

সু। সেগুলি কি?

ধা। যদিও আগে সে সব এক রকম বলেছি, তবুও আর একবার বলি শোন;—মানসিক পীড়া, হঠাৎ গরম হ'তে ঠাণ্ডা কিম্বা হটাৎ ঠাণ্ডা হ'তে গরম, প্রেম অভিলাষ, এ সকল হ'তেও কষ্ট বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, কত দিন পর্য্যন্ত এ কষ্ট থাকে?

ধা। কখন কখন দেখা যায়, ঋতুর তিন চারি দিন পূর্ব্ব হ'তেও লক্ষণ দেখা দেয়। যতদিন পর্য্যন্ত ভাল রকম রক্ত নির্গত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত কষ্ট থাকে। রক্ত ফোটা ফোটা হ'য়ে পড়ে। সর্ব্বদা অতি কষ্ট-কর ঘন ঘন প্রস্রাব হ'তে থাকে, প্রস্রাব দ্বার প্রভৃতি স্থান গরম হয়, আর এমন গরম প্রস্রাব হয় যেন সে স্থান পুড়ে যায়। যে সকল বালিকাদের গর্ভাশয় সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাদের সহজে আরাম হয় না।

স্থ। আচ্ছা, গর্ভাশয় উপযুক্ত আকারে না হ'লে কষ্ট হয় কেন?

ধা। তার কারণ এই, গর্ভাশয় ছোট থাক্‌লে তাতে পরিমাণ মত রক্ত থাক্‌তে পারে না; এমন কি পনর কিম্বা কুড়ি ফোটার অধিক রক্ত ধরে না, এই কারণেই অল্প রক্ত জন্য কষ্ট বৃদ্ধি হয়।

স্থ। ঋতুর রোগটা তো সহজ নয়।

ধা। সহজ কে বল্লে? আর এক রকম রোগ আছে, তাকে দ্রুতরজঃ বলে।

স্থ। সে আবার কি রকম?

ধা। নিয়মিত ঋতু হওয়ার পূর্ব্বে বেশী রক্ত পড়ে। আর সে রক্তের রং চক্‌চকে লাল হয়। কখন কখন সে রক্ত থানা থানা ও দুর্গন্ধ হয়।

স্থ। আচ্ছা, এ রকম রক্তস্রাবে কি কোন কষ্ট হয়?

ধা। কষ্ট আর হয় না বাছা? পিপাসা পায়, রাত্রে বুক ঘামে, দৃষ্টির গোলযোগ ঘটে, দপ্‌ দপ্‌ করে মাথা ধরে, মুখ চলচলে হয়, আর প্রসব বেদনার মত খুব বেদনা হ'য়ে থাকে।

স্থ। তবে এ অসুখও তো কম নয়?

ধা। রোগ আবার কম? কারো কারো মাথাধরা, কম্প, শ্বেতপ্রদর, পেটে কাটার মত বেদনা হয়। আবার কোন কোন রোগীর পনর দিন অন্তর ঋতু দেখা দেয়, বমির ভাব হয়, শীত হয়, দৃষ্টি ঝাপ্‌সা, আর মুখ ফ্যাকাশে হয়। কারো কারো বা পেট

সেঁটে ধরে, তলপেট কাঁপে আর শক্ত হয়। রোগীকে খিট্‌খিটে ও রাগী হ'তে দেখা যায়, আহারে ইচ্ছা থাকে না, খুব দুর্ব্বল বোধ হয়।

সু। তবে নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে ঋতু হওয়া বড় দোষ?

ধা। দোষ আবার একবার করে?

সু। আচ্ছা, এ রকমও তো দেখা যায়, ঋতু হওয়ার সময় অতীত হ'য়ে গ্যাছে, অথচ ঋতু হচ্ছে না।

ধা। হ্যাঁ, তাকে বিলম্বিত ঋতু বলে।

সু। আচ্ছা, এতেও কি কোন যন্ত্রণা হ'য়ে থাকে?

ধা। হয় বৈ কি? প্রসব বেদনার মত বেদনা হচ্ছে অথচ ঋতু হয় না। আর ঋতু হওয়ায় মধ্যে মধ্যে মাজায় খুব বেদনা হয়; মাথাধরে, তলপেট খেঁচে ধরে। কারো কারো বা থুথুর সঙ্গে অল্প রক্তও দেখা দেয়।

সু। তবে তো পোড়া ঋতুর গোলযোগে না হ'তে পারে এমন রোগই নাই?

ধা। সে কথা ঠিক। আবার কারো কারো এমনও হয়, কখন শীঘ্র, কখন দেরিতে ঋতু হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, এ রকম অনিয়মে কি কোন রকম অসুখ হ'য়ে থাকে?

ধা। অসুখ আবার হয় না? মুখের রং ফাঁকাশে, প্রসবের মত বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, বমির ভাব প্রভৃতি নানা রকম উপসর্গ দেখা দেয়।

সু। এসব তো কষ্টের কথা গেল। এরোগে রক্তের কোন কি বৈলক্ষণ্য হয়?

ধা। হয় বৈ কি। কখন জলের মত পাতলা, কখন ময়লা এবং কখন বা ফিঁকে রক্ত দেখা দেয়। এই সময় তোমাকে স্বল্পরজঃ হওয়ার কথাটাও বলে রাখি।

সু। সে আবার কি?

ধা। কারো কারো এমনও দেখা যায়, ঋতুর সময় অতি সামান্যমাত্র রক্ত পড়ে; আবার কারো কারো বা দুই এক দিন-মাত্র রক্ত দেখা দিয়ে বন্ধ হ'য়ে যায়।

সু। আপনি যেমন অল্প রক্তের কথা বল্লেন, সেই রকম আবার এমনও তো দেখা যায়, কারো কারো বেশী রক্তও পড়ে থাকে।

ধা। পড়ে বই কি? সে একটা রোগ; তাকে প্রচুররজঃ বলে।

সু। প্রচুর রজঃ হওয়ার লক্ষণটা কি?

ধা। লক্ষণ আর কিছুই নয়, পূর্ব্বে তোমাকে যেমন বলেছি, প্রায় আটাশ দিনের হিসাবে ঋতু হ'য়ে থাকে। এতে সে রকম হয় না। অর্থাৎ সময় না আস্‌তে আস্‌তে আগেই ঋতু হয়, কখন বা নিয়মিত সময়ে ঋতু হ'য়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে।

সু। আচ্ছা, এ রকম রক্তস্রাবের কি কোন কারণ নাই?

ধা। আছে বই কি? যাদের অনেক বার গর্ভস্রাব বা অধিক সন্তান হয় অথবা শেষ ঋতু বন্ধ হওয়ার সময় কিম্বা অধিক বয়সে প্রায়ই এ রকম হ'য়ে থাকে। জরায়ুতে অস্থায়ী রক্ত সঞ্চিত হ'লেও এ রোগ হ'তে দেখা যায়।

সু। এ রকম রক্তস্রাবে তো অনিষ্ট হ'তে পারে?

ধা। মনে কর দুর্ব্বলা স্ত্রী অপেক্ষা বলবতীর অধিক রক্ত নিঃসরণে যদিও তত অনিষ্টের বিষয় নহে, কিন্তু যখন দেখা যায়, এ রকম রক্তস্রাবে রোগী দুর্ব্বল হচ্ছে, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

সু। আচ্ছা, যে সকল কারণ বল্লেন, আর কোন কারণে কি অধিক রক্তস্রাব হয় না?

ধা। হয় বৈ কি? অস্বাভাবিক সহবাস, অত্যন্ত কাম প্রবৃত্তি চালনা, অত্যন্ত আহার বা মদ্যপান, অধিক স্তন দেওয়া, মনের কষ্ট, খুব সৌখিনভাব, জরায়ুতে আব হওয়া এই সকল কারণেও ঐ রকম রক্তস্রাব হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, এ রোগ নিবারণের কি কোন উপায় নাই?

ধা। থাক্‌বে না কেন? অধিক হাঁট্‌তে, লাফাইতে, সিঁড়ি-ভাঙ্‌তে, কি গৃহস্থালীর অধিক শ্রমজনক কাজ কর্‌তে দেওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ ঋতু হওয়ার পূর্ব্ব হ'তে ঋতুকাল পর্য্যন্ত হেলান দিয়ে শয়ন করা ভাল। গরম খাদ্য কিম্বা অধিক আহার অবিধি। খুব ঠাণ্ডাজল পান কর্‌বে; বরফ মিশান জল হলে ভাল হয়। বেশী রক্ত পড়্‌লে শীতলজলে কাপড় ভিজিয়ে তল-পেটে বেঁধে দেবে। ঢিলা করে কাপড় পর্‌বে, হেলান ভাবে শয়ন কর্‌বে, সহবাস একেবারে পরিত্যাগ কর্‌বে। আর রোগীকে কোন রকম ভাবনা চিন্তা কর্‌তে দিবে না।

সু। তবে এমন সব সহজ উপায় থাক্‌তে আবার ভাবনা কি?

ধা। তা বটে সুনিয়মে থাকলে অনেক সময় রোগের হাত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

স্থ। পোড়া ঋতুতে এতোও রোগভোগ আছে? আপনি যা যা বল্লেন, তা ছাড়া আর কি কোন রকম অসুখ আছে?

ধা। আছে বই কি? আর এক রকম রোগ আছে তাতে অল্পদিন রক্ত থাকে।

স্থ। সে আবার কি?

ধা। অর্থাৎ অল্প দিনমাত্র ঋতু থাকে।

স্থ। আচ্ছা, এতে কোন অসুখ আছে কি?

ধা। কারো কারো অসুখ হয়, আবার কারো হয় তো কোন রকম অসুখের চিহ্নও দেখা যায় না।

স্থ। কি রকম অসুখ হ'তে পারে?

ধা। কারো কারো মাজা ও হাত পায়ে খুব বেদনা হয়; কারো বা ঋতু হওয়ার মত তলপেটে বেদনা দেখা যায়। কারো কারো বা ঋতু হওয়ার পূর্ব্বে মাথা ধরে, মাথা ঘোরে। আবার এমনও দেখা যায়, ঋতুর সময় তলপেটে খুব বেদনা, কোষ্ঠ বদ্ধ, এবং মাথা দব্ দব্ করে।

স্থ। তবে তো এও একটা উপসর্গ কম নয়?

ধা। শুধু যে, যা বল্লেম তাও নয়, কারো কারো আবার ঋতুর পূর্ব্বে শীত বোধ হয়, হাই উঠতে থাকে, মুখ ফ্যাকাশে হয়, কারো বা ফিঁকে ও জলের ন্যায় রক্ত পড়ে।

সু। এ তো শুন্‌লেম; এ ছাড়া ঋতু সম্বন্ধে আর কোন অসুখ আছে কি?

ধা। আছে বৈকি, এখনও কি শেষ হ'য়েছে? আর এক রকম রোগ দেখা যায়, তাতে ঋতু অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে।

সু। আচ্ছা, ঋতু অনেক দিন স্থায়ী হ'লে তাতে কি কোন রকম কষ্ট বোধ হয়?

ধা। অনেক রকম কষ্ট হ'য়ে থাকে। শরীর দুর্ব্বল ও ভার বোধ হয়, রাত্রিতে মাথা ধরে, ভাল ঘুম হয় না, সর্ব্বদা প্রস্রাব কর্‌তে ইচ্ছা, প্রসব বেদনার ন্যায় ব্যাথা, চোকের কোণে কাল্‌চে পড়ে, ঝাপ্‌সা দৃষ্টি হয়, কাণের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ হ'তে থাকে।

সু। এ যে দেখ্‌ছি এক ভস্ম আর ছার, গুণ কথা কব কার? যা যা শুন্‌লেম্, এর একটীও তো ভাল নয়।

ধা। ভাল আবার কি বলে বল্‌ব? আবার আর এক প্রকার ঋতু আছে, তাকে প্রতিনিধি ঋতু বলে।

সু। সে আবার কি, এতোও আছে গা?

ধা। আছে বৈ কি? পোড়া মানুষ্যের পদে পদে শত্রু। কোন কোন স্ত্রীলোকের ঋতু হয় তো একেবারে বন্ধ হ'য়েছে, নয় তো ঋতুর সময় অল্পমাত্র রক্তস্রাব হ'য়ে কখন কখন রক্ত বমন, কখন থুথুর সঙ্গে রক্ত, কখন বা নাক দিয়ে রক্ত পড়ে।

সু। তবে তো এমন রক্তপড়া বড় ভয়ের কথা?

ধা। এতে ততো ভয় নাই, কারণ এ তো আর একটা রোগ

নয়। তবে যাতে ঋতু সম্বন্ধে কোন রকম গোলযোগ না ঘটে তার চেষ্টা করা আবশ্যক।

সু। আচ্ছা, এতে শরীরে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় কি?

ধা। যায় বৈকি? কাশ্‌তে কষ্ট, মুখ ফ্যাকাশে, বুকে বেদনা, শুষ্ক কাশি, বমির ভাব প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

সু। বোধ হয় ঋতু বন্ধ হ'য়েই সেই রক্ত অন্য পথ দিয়ে নির্গত হয়?

ধা। তা নয় তো কি? কারো কারো আবার অর্শ বৃদ্ধি হ'য়েও রক্ত নির্গত হ'য়ে থাকে।

সু। যা হ'ক আমার মতে চিকিৎসা করতে তাচ্ছিল্য না করাই ভাল।

ধা। সে আর একবার করে? তাচ্ছিল্য কর্‌লে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল উপসর্গই শেষে পাকা রোগ হ'য়ে দাঁড়ায়।

সু। আচ্ছা, আপনি যে আগে বলেছেন, শেষ অবস্থায় একেবারে ঋতু বন্ধ হ'য়ে থাকে, তাতে কি কোন অসুখ হয়?

ধা। স্বাভাবিক বয়সে বন্ধ হ'লে কোন রকম অসুখ না হ'বারই কথা, কিন্তু অন্য কারণে স্থায়ী বন্ধ হ'লে অবশ্যই নানা রকম অসুখ হ'য়ে থাকে।

সু। কি রকম অসুখ হয়?

ধা। অসময়ে কিম্বা অন্য কারণে ঠিক সময়ের পূর্ব্বে ঋতু বন্ধ হ'লে মাথা ধরে, মাথা ঘোরে, মূর্চ্ছা হয়, প্রস্রাবে কষ্ট, তলপেট উষ্ণ, অস্থিরতা, সর্ব্বদা বিরক্তিভাব দেখা যায়।

স্থ। আচ্ছা, কি কি কারণে অসময়ে ঐরূপ ঋতু বন্ধ হ'য়ে থাকে?

ধা। অনেকগুলি কারণে ঐ রকম ঘটে থাকে। কখন কখন শীতলতা জন্য হয়, ভয় অথবা অন্য রোগের নিমিত্তও ঘটে থাকে।

স্থ। আচ্ছা, এমন কি কোন নিয়ম নাই যে, সেই রকমে চল্লে, এই রোগ ভাল হ'তে পারে?

ধা। আছে বৈকি? লঘু ও পুষ্টি-কর আহার, শীতল জলপান, স্নিগ্ধ ও পরিষ্কারযুক্ত স্থানে বাস, প্রতিদিন পরিষ্কার বায়ুতে নিয়-মিত পরিশ্রম, মনের প্রফুল্লতা রক্ষা, ইন্দ্রিয় সকলের উপযুক্ত চালনা প্রভৃতি নিয়ম পালন কর্‌লে উপকার হ'বার কথা।

স্থ। এ সকলে উপকার না হ'লে কি করা উচিত?

ধা। উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকট স্থচিকিৎসা করা।

স্থ। তা বটে, সময়ে ভাল রকম চিকিৎসা কর্‌লে উপকার হ'য়ে থাকে।

ধা। কিন্তু এ বিষয়ে তাচ্ছিল্য করে, অনেকে শেষে নানা রকম রোগ ভোগ করে থাকে।

স্থ। রোগে তাচ্ছিল্য করা বড় নির্ব্বোধের কাজ। এই যে, লোকে সহজ কথায় বলে থাকে, "রোগের শেষ আর শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নাই" তা ঠিক।

ধা। তা নয় তো কি?

স্থ। আপনার কথা শুন্‌লে জ্ঞান লাভ হয়। মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম সেরে, বৃথা গল্পে সময় নষ্ট না করে, যদি এই সকল কাজের কথা আলোচনা করে, তবে কি আর ভাবনা থাকে?

ধা। এ বিষয়ে শুধু তাদেরও দোষ নয়। পুরুষদেরও বেশী দোষ। তারা মেয়েদের যেমন শিখাবে, যেমন উপদেশ দিবে, তারা তো সেই রকম চল্‌বে। এদেশে যে লেখা পড়া শিখান হয়, তাতে প্রায় কাজের বিষয় শিখান হয় না। যে সব পুস্তকে কাজের কথা থাকে, লোকে সে পুস্তকের আদর করে না, আর যা পড়্‌লে কোন উপকার নাই সেই সকল পুস্তকের বিশেষ আদর, এই তো সর্ব্বনাশের মূল। সে যা'ক আমি যা যা বল্লেম, বেশ করে মন দিয়ে লিখে রাখ গে।

স্থ। সে কথা আর একবার করে? আমি যে দিন যা শুনেছি, সমুদায় লিখে রেখেছি, এখন আবার কোন্ বিষয় উপদেশ দিবেন?

ধা। আজ আর না, আবার কাল আর একটী বিষয় বলে দিব। এ সব কঠিন বিষয় একদিনে অধিক বল্লে গোলমাল করে বস্‌বে। আমি প্রতিদিন যখন উপদেশ দিব, তখন ব্যস্ত হওয়ার কোন দরকার নাই। আমার কাছে যা যা শুন্‌ছ, সেগুলি বেশ মন দিয়ে বুঝ্‌বে। আমি তবে এখন চল্লেম।

প্রদর।

স্থ। আজ আপনার আস্‌তে এত দেরি হ'ল কেন?

ধা। আজ একটী প্রদরের রোগী দেখ্‌তে গিছিলেম।

স্থ। ভাল কথা, সে দিন যে, আপনি বলেছিলেন, সময়ান্তরে প্রদ্দরের কথা বলে দিবেন, আজ সেইটী বলুন না?

ধা। বেশ, আজ প্রদরের কথা বলি শোন। মেয়েদের প্রসব দ্বার হ'তে এক রকম তরল অর্থাৎ পাতলা পদার্থ নির্গত হ'য়ে ঐ স্থান সর্ব্বদা ভিজে রাখে। কিন্তু যখন ঐ পদার্থ বিকৃত হ'য়ে অধিক পরিমাণে আর অনিয়মিতরূপে বা'র হয়, তখন তা'কেই প্রদর বলে।

স্থ। আচ্ছা, এই রোগ কত বয়সে হ'য়ে থাকে?

ধা। মেয়েদের সকল অবস্থাতেই এ রোগ হ'তে পারে, তবে যৌবনকালেই অধিক হতে দেখা যায়।

স্থ। কোন্ রকম অবস্থায় হ'য়ে থাকে?

ধা। অনেক সময় দেখা যায়, কারো কারো ঋতু বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই প্রায় হ'য়ে থাকে।

স্থ। আচ্ছা, আপনি যে বল্লেন, মেয়েদের সকল বয়সেই এই রোগ হ'তে পারে, তবে কি বালিকাদের হ'য়ে থাকে?

ধা। হাঁ, তাদেরও হ'তে দেখা যায়।

সু। আচ্ছা, প্রদর রোগের লক্ষণ কি?

ধা। প্রসব দ্বার দিয়ে যে শাদা, হরিদ্রাবর্ণ, আরক্তিম কিম্বা হরিদ্রাবর্ণের ন্যায় তরল বা ঘন আটাযুক্ত পদার্থ নির্গত হয়, তা দেখ্‌লেই জানা যায়, প্রদর হ'য়েছে।

সু। আচ্ছা, ঐ পদার্থে কি কোন রকম গন্ধ থাকে?

ধা। কারো কারো গন্ধ থাকে, কারো বা আদৌ গন্ধ থাকেও না।

সু। এ রকম নানা বর্ণের হয় কেন?

ধা। প্রসব দ্বার দিয়ে যা নির্গত হয় তা প্রায় তরল ও আরক্তিম বর্ণের হয়।

সু। তবে বোধ হচ্ছে, প্রসব দ্বার ভিন্ন অন্য স্থান হ'তেও বা'র হ'য়ে থাকে?

ধা। যাদের জরায়ুতে ক্ষত অর্থাৎ ঘা হ'য়ে নির্গত হয়, তাদেরই প্রায় পূজের মত দেখা যায়। এই রকম ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন রকম আকার হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, এই রোগ প্রবল হ'লে কি রকম অবস্থা ঘটে?

ধা। তখন রোগী বিকৃত হয়। মুখের চেহারা বিবর্ণ, হজম শক্তি কম, তলপেট ও কোমরে বেদনা, হাত, পা শীতল, দুর্ব্বলতা, সকল কাজে উৎসাহ হ্রাস।

সু। আচ্ছা, প্রদর হ'লে রক্তস্রাব কি একেবারে বন্ধ হ'য়ে থাকে?

ধা। কারো কারো বা একেবারে আবার কারো কারো বা অল্পমাত্র হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, এ রকম হ'লে কি রোগীর কোন কষ্ট হয়?

ধা। সে আবার একবার করে? সামান্য পরিশ্রমেই বুক ধড়ফড় করে, নিশ্বাস ফেল্‌তে কষ্ট বোধ হ'য়ে থাকে। আবার কখন কখন নাক বা অন্য স্থান দিয়েও রক্ত পড়্‌তে দেখা যায়।

সু। কি কারণে এই পোড়া রোগ হ'য়ে থাকে?

ধা। শারীরিক ও মানসিক দুই কারণেই প্রদর হ'তে দেখা যায়?

সু। ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, এক এক করে বলে দিন না?

ধা। আগে শারীরিক কারণ বলি। পরে মানসিক কারণ বুঝিয়ে দিব।

সু। ও রকম করে বল্লে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ব।

ধা। শারীরিক কারণটা আর কিছুই নয়, শরীর সম্বন্ধে কোন রকম অনিয়ম অত্যাচারে যদি হয়, তবে তাকে শারীরিক কারণ আর মনের অর্থাৎ ভাবনা চিন্তা, শোক, দুঃখ, সুখভোগ প্রভৃতি কারণকে মানসিক কারণ বলে।

সু। এমন করে বুঝিয়ে দিলে আর কেনা বুঝ্‌তে পারে? এখন বলুন।

ধা। অনেক দিন ধরে ছেলেকে মাই দেওয়া, অত্যন্ত রক্তস্রাব, বা আর কোন কারণে রক্ত ক্ষয়, কিম্বা জরায়ু নির্গমন প্রভৃতি কারণে, শরীর দুর্ব্বল হ'লে, এই সব কারণে প্রদর হ'তে পারে। আর যে সকল মেয়েরা খুব সুখী আর যদি তাদের ক্ষয়কাশের লক্ষণ থাকে, সর্দ্দি, মস্তকে রক্ত অধিক হওয়া, শরীরের বৈলক্ষণ্য,

গরম দেশে বাস, নিষ্কর্ম্মা কিম্বা অধিক পরিমাণে সুখী হওয়াও কারণ মধ্যে গণ্য।

সু। তবে তো মেয়েদের খুব সুখী হওয়া বড় দোষ?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? নিষ্কর্ম্মা সুখী এবং সহরের মেয়েদের যে পরিমাণে এই রোগ হ'য়ে থাকে, পরিশ্রমী পল্লীগ্রাম-বাসিনী স্ত্রীলোকদের সে পরিমাণে হয় না।

সু। তবে তো শারীরিক ও মানসিক কারণের মধ্যে কেউ কম নয়?

ধা। কম আবার কি করে বল্‌ব? এ ছাড়া আরও একটী কারণ আছে।

সু। সেটী আবার কি?

ধা। তাকে স্থানিক কারণ বলে। মনে কর শরীরের মধ্যে কোন স্থানে কোন অত্যাচার দ্বারা যদি রোগ হয় তবে তাকেই স্থানিক কারণ বলা যায়। অর্থাৎ অধিক সহবাস, আত্মমৈথুন, প্রসব-দ্বার সর্ব্বদা অপরিষ্কার রাখা। আর মলদ্বারে ছোট ছোট ক্রুমি, অর্শ কিম্বা যে যন্ত্র দ্বারা প্রস্রাব হয়, তাতে কোন পীড়া এই সকল কারণেও প্রদর হ'তে পারে।

সু। তবে তো অনেকগুলি কারণে প্রদর হ'য়ে থাকে?

ধা। থাকে বই কি? যে সকল মেয়েদের শরীর ঢিলে, বুকের ভিতর ক্ষীণ এবং বাপ মা ক্ষীণবক্ষ তাদেরও এই রোগ হ'তে দেখা যায়।

সু। তবে তো বাপ মায়ের দোষেও এ পোড়া রোগ হতে পারে?

ধা। হয় বৈ কি? বাপ, মায়ের দোষে যে, সন্তানের নানা রকম রোগ হ'য়ে থাকে, সে কথা তোমায় পরে বলে দিব। এখন প্রদরের কথা বলি শোন, খুব কষ্ট-কর প্রসব বেদনা, কসে কাপড় পরা, অনিয়মিত গাত্রোত্থান, চা, কাফি কিম্বা মসলাযুক্ত আহার অথবা বিরেচক ঔষধ সেবন এগুলিও কারণ মধ্যে ধরা যেতে পারে।

সু। আচ্ছা, এই প্রদর কি কম বেশী নির্গত হ'য়ে থাকে?

ধা। হয় বৈকি? প্রতিবার ঋতু হওয়ার পূর্ব্বে বা পরে কিম্বা গর্ভাবস্থায় অধিক নির্গত হ'তে দেখা যায়। প্রথমে উহা পরিষ্কার লালার ন্যায় থাকে; কিছুদিন পরে ঘন ও চটচটে হয়। কখন কখন পাতলা দুধের মত দেখা দিয়ে ক্রমে রোগ পেকে এলে পূজের মত ও হল্‌দে হয়। এই সময় কখন বা সবুজ এবং কখন পাট-কিলে রঙের হ'তে দেখা যায়।

সু। এ রকম হ'লে কষ্টও বেশী হয়?

ধা। সে আবার একবার করে? কারো চোকে ঘা হয়, পীঠ ও কুচ্‌কিতে সর্ব্বদা বেদনা আর নিয়ত ঢেকুর উঠে। রাত্রে জ্বর হয় এবং কারো কারো গুপ্তস্থানে চুল্‌কানিও হয়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, এমন কোন নিয়ম নাই কি যে রকমে চল্লে উপকার হ'তে পারে?

ধা। তা আর নাই? সুনিয়মে চল্লে অনেক রকম রোগ হ'তেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যদি রোগী নিত্য পরিষ্কৃত বাতাসে অল্প পরিশ্রম, লঘু-পাক অথচ পুষ্টি-কর আহার করে; সহবাস, চিন্তা,

দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি ত্যাগ করে, প্রসব দ্বার সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখে, এইরূপ নিয়মগুলি পালন কর্‌লে বিস্তর উপকার হ'তে পারে।

সু। এ সব নিয়ম পালন তো তত কঠিন নয়; তবে পালন করতে না পার্‌বে কেন? রোগের যন্ত্রণা চাইতে এগুলি তো অধিক কষ্ট-কর নয়।

ধা। তা ঠিক বটে, কিন্তু অনেকে ঐ সকল নিয়ম জানে না বলেই অধিক কষ্ট পেয়ে থাকে।

সু। তা সত্য, এ সব উপকারের কথা কার কাছে তারা শুন্‌বে? আচ্ছা, আপনি যে বালিকাদের প্রদরের কথা বল্লেন, এখন সেইটী বুঝিয়ে দিন।

ধা। একদিনে সব কথা বলে দিলে মনে রাখ্‌তে পার্‌বে না, ভুলে যা'বে।

সু। সে কথা মিথ্যা নয়। তবে আজ থাক, কাল জেনে নেব।

ধা। তবে এখন আমি চল্লেম, কাল আবার দেখা হ'বে।

বালিকাদিগের প্রদর।

ধা। কি বাছা! আজ দুয়াত কলম নিয়ে বসেছ যে, ব্যাপার খান কি?

স্থ। ব্যাপার আর কিছুই নয়। আপনি যা যা বল্‌বেন, সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেব, নতুবা অনেক কথা ভুলে যেতে হয়।

ধা। এ রকম যত্ন ভিন্ন কোন বিষয় শিখা যায় কি? তবে বালিকাদের প্রদরের কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে দিই।

স্থ। আমিও ঐটী শুন্‌বার জন্য আপনার অপেক্ষায় বসে আছি।

ধা। অনেকগুলি কারণে বালিকাদের প্রদর হ'য়ে থাকে।

স্থ। সে কারণগুলি কি?

ধা। প্রস্রাব কর্‌তে জ্বালা, হটাৎ ঠাণ্ডা বাতাসে ঘর্ম্মবন্ধ, কৃমি কিম্বা প্রদরাক্রান্ত লোকের সংস্পর্শে এই রোগ হ'য়ে থাকে।

স্থ। আর কি কারণে হ'তে পারে?

ধা। বলাৎকারাদি কারণে স্ত্রী অঙ্গের কোন স্থান ছিঁড়ে গিয়েও রোগ হ'তে পারে।

স্থ। আচ্ছা, এই যে বল্লেন, অন্যের সংস্পর্শে এ রোগ হ'তে পারে, সে কি রকম, বলে দিন না?

ধা। সে আর কিছুই নয়, প্রদর রোগীর গামছা কিম্বা কাপড় ব্যবহার কর্‌লে রোগ হ'তে পারে।

সু। আচ্ছা, এ রকমে রোগ হ'লে তার কি কোন লক্ষণ থাকে?

ধা। থাকে বই কি? প্রসব দ্বার জ্বলতে থাকে আর প্রস্রাব কর্‌তে জ্বালা হয়।

সু। আচ্ছা, বালিকাদের প্রদর হ'লে কি রকম কষ্ট হ'য়ে থাকে?

ধা। প্রস্রাব দ্বার, চক্ষু ও ওষ্ঠ প্রভৃতিতে ঘা হয়; সর্দ্দি হয়, ভাল রকম হজম শক্তি থাকে না, বার বার প্রস্রাব হয়, যোনি ফলে, লাল ও গরম হয়।

সু। আহা! অবোধ বালিকারা রোগের কারণ কি বুঝ্‌বে? তারা কেবল কষ্টই ভোগ করে থাকে।

ধা। তা নয় তো কি? মেয়েদের শরীর ভাল রাখ্‌তে হ'লে জননীকে সর্ব্বদা তাদের উপর চোক রাখ্‌তে হয়।

সু। শুধু চোক রাখা কেন, কোন স্ত্রীলোকের প্রদরের পীড়া হ'লে তাদের কাপড় চোপড় পর্য্যন্ত মেয়েদের ব্যবহার কর্‌তে দেওয়াও উচিত হয়।

ধা। সে কথা আবার একবার করে? শুধু কাপড় চোপড় ব্যবহার কেন, যে অঙ্গ অপরিষ্কার থাক্‌লে এই রোগ হওয়ার কথা, তা সর্ব্বদা পরিষ্কার করে দেওয়া আবশ্যক।

সু। আপনার কথার ভাবে বেশ বুঝা গেল, প্রদর রোগটা এক রকম ছুঁয়াছে, বালিকাদের ন্যায় বয়স্থা মেয়েরাও যদি রোগীর কাপড় চোপড় ব্যবহার করে, তাদেরও ঐ রোগ হওয়া সম্ভব, কেমন?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? সকলেরই পক্ষে উহা সমান অপকারী।

স্থু। আচ্ছা, বালিকাদের ঐ রোগ হ'লে গোড়াথেকে ভাল রকম চিকিৎসা না কল্লে, শেষে খুব বৃদ্ধি হ'তে পারে?

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে হ'বে কেন? যে কোন রোগ পেকে উঠ্‌লে সহজে আরাম হওয়া কঠিন। এজন্য চিকিৎসায় তাচ্ছিল্য করা বড় দোষ।

স্থু। আর কৃমি রোগটাও তো কম নয়? ওতেও এই ভয়ানক রোগ এনে উপস্থিত করে।

ধা। কম আবার কেমন করে বল্‌ব?

স্থু। আচ্ছা, বালিকাদের এ রোগ হ'লে আর কি রকম সাবধান হ'তে হ'বে?

ধা। পূর্ব্বে প্রদর রোগে যে সকল সাবধান হওয়ার কথা বলা হ'য়েছে, ছোট ছোট মেয়েদের পক্ষেও সেগুলি খাট্‌বে।

স্থু। ভাল কথা যুবতী মেয়েদের যে মূর্চ্ছা হ'য়ে থাকে, সেই বিষয়টী এখন বলে দিন।

ধা। বেশ কথা মনে করেছ, এখন সেই বিষয়টী তোমায় বলে দিই।

মূর্চ্ছা—(হিষ্টিরিয়া)।

সু। আজ কোন্ বিষয় উপদেশ দিবেন?

ধা। মূর্চ্ছা রোগের বিষয়।

সু। এই রোগের কারণ কি?

ধা। এ অনেক রকম কারণে হ'য়ে থাকে। কারো কারো ঋতু সম্বন্ধে গোলযোগেও মূর্চ্ছা রোগ হ'তে দেখা যায়।

সু। কি রকম গোলযোগ?

ধা। মনে কর কারো অতিরিক্ত রক্তস্রাবে, কারো রক্তস্তম্ভে, কারো বা অনিয়মিত ঋতুতেও মূর্চ্ছা রোগ হ'য়ে থাকে।

সু। আর কি কোন কারণে হয় না?

ধা। হয় বৈকি? শরীর কিম্বা জরায়ু সম্বন্ধে গোলযোগেও হ'তে পারে। প্রদর, গর্ভ, অনেক দিন পর্য্যন্ত স্তন দান, কখন কখন এগুলিও রোগের কারণ মধ্যে গণ্য করতে হয়।

সু। আর কি কারণে হয়?

ধা। স্বামী কিম্বা পুত্রের মৃত্যুতে শোক, নানা রকম গল্পের পুস্তক পড়ে মনের উত্তেজনা, অনিদ্রা, খুব সুখভাবে অবস্থান, এ সকলেতেও হ'তে পারে।

সু। আর কোন কারণে হ'য়ে থাকে কি?

ধা। হয় বৈকি? মূর্চ্ছাগ্রস্তা রোগীর গর্ভজতা কন্যারও হ'তে পারে।

সু। তবে কি আর কোন কারণে হয় না?

ধা। সে কথা তোমায় কে বল্লে? কোন স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা হচ্ছে, অপর স্ত্রীলোক তা দেখ্‌তে গিয়েও রোগাক্রান্ত হ'য়ে থাকে।

সু। তবে তো এ বড় বিশ্রী রোগ?

ধা। সে কথা আর একবার করে?

সু। আচ্ছা, কোন্ বয়সের স্ত্রীলোকদের এ রোগ হ'য়ে থাকে?

ধা। তার কিছু নিয়ম নাই। সকল বয়সের মেয়েদেরই হ'তে পারে। গর্ভবতী, প্রসূতি, বিবাহিতা কিম্বা জরায়ু বিহীনা সকলেরই ঘট্‌তে পারে।

সু। আচ্ছা, পুরুষের কি এ রোগ হয়?

ধা। হয় বৈকি।

সু। তাদের আবার কি কারণে হয়?

ধা। মেয়েদের রোগ হওয়ার যে সকল কারণ বল্লেম, তন্মধ্যে ঋতু সম্বন্ধে গোলযোগ ভিন্ন আরও তো অনেক কারণ আছে, যা পুরুষদের ঘট্‌তে পারে?

সু। হ্যাঁ, যা যা শুন্‌লেম, তার মধ্যে অনেকগুলি কারণ পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই হ'তে পারে, তবে সেই সব কারণে পুরুষের মূর্চ্ছা রোগ হ'য়ে থাকে, কেমন নয় কি?

ধা। তা নয় তো আবার কি? এখন তো বুঝ্‌লে কি কারণে পুরুষের মূর্চ্ছা রোগ হয়?

সু। এমন সহজ করে বলে দিলে আর কেনা বুঝ্‌তে পারে?

সে কথা যা'ক, মূর্চ্ছা রোগ হ'লে কি কি লক্ষণ হ'তে থাকে, সেই গুলি বলে দিন।

ধা। এইবার বড় শক্ত কথা পাড়্‌লে।

সু। কেন?

ধা। এ পোড়া রোগের লক্ষণ ঠিক করা বড় কঠিন। অনেক সময় লক্ষণ ঠিক কর্‌তে গিয়ে ভ্রম জন্মে। সে যা হ'ক তোমাকে মোটামুটি কয়েকটী লক্ষণ বলে দিই বেশ করে মনে রেখ।

সু। তবে বলুন।

ধা। মূর্চ্ছাগ্রস্ত রোগীর চোকের পাতা ফুলে আর তারা কিছু বড় হয়। এ ছাড়া ঠোঁঠ ঢলঢলে হয়; আর একেবারে জ্ঞান যায় না, এজন্য মূর্চ্ছার সময় জিব কামড়ান কিম্বা পরিধান বস্ত্র আল্‌গা হয় না; কখন কখন কাঁদে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং ভারি কাহিল হয়।

সু। এত কষ্টে দুর্ব্বল হবে তা আর আশ্চর্য্য কি?

ধা। এ রোগে কষ্ট বিস্তর। রোগী কথা কইতে ব্যস্ত হ'তে গিয়ে কাঁদে ও হাসে এই রকম কর্‌তে কর্‌তে মূর্চ্ছা যায়।

সু। রোগী তবে এক রকম পাগলের মত হ'য়ে পড়ে?

ধা। শুধু কি তাই? যুবতীদের এই রোগ দেখে অনেক নির্ব্বোধ লোকে মনে করে বুঝি "উপরি দৃষ্টি" হ'য়েছে। এজন্য তারা রোজা নিয়ে চিকিৎসা কর্‌তে বসে।

সু। কোন বিষয়ের কারণ না জানার এই রকম ফলই হ'য়ে থাকে। আচ্ছা, মূর্চ্ছার সময় রোগীর কি রকম অবস্থা হয়?

ধা। মূর্চ্ছার সময় কখন কখন এরূপ অবস্থা ঘটে, বোধ হয় যেন সে মৃত। কখন কখন মুখ হ'তে ফেনা বা রক্ত বা'র হয়। চর্ম্ম গরম আর নাড়ী দ্রুতবেগে বইতে থাকে, যকৃত অথবা প্লীহার বেদনা হয়, বাক্‌রোধ হয়, স্তনদ্বয় স্ফীত, বেদনাযুক্ত আর কোমল হয়।

স্থ। আচ্ছা, মূর্চ্ছা হ'বার সময় রোগী কি বুঝ্‌তে পারে যে, তার মূর্চ্ছা হ'বে?

ধা। না—সে কিছু বুঝ্‌তে পারে না, হঠাৎ আক্রমণ করে; চক্ষু ছল ছল করে আর উজ্জ্বল হয় এবং অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে।

স্থ। আর কোন কি লক্ষণ হয়?

ধা। কেও কেও হাত মুট করে থাকে, কারো কারো আঙুল শক্ত ও বিকৃত হয় আর সমস্ত শরীর শক্ত ও যষ্টির ন্যায় সোজা হয়। কারো কারো মস্তক, পৃষ্ঠদেশ এবং পা বাঁক্‌তে থাকে।

স্থ। কতক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্চ্ছা থাকে?

ধা। সকলের পক্ষে এক রকম নিয়ম নাই। পনর মিনিট, বিশ মিনিট, বা আধ ঘণ্টা হ'তে এক ঘণ্টা পর্য্যন্তও থাকে। কিন্তু খুব অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্চ্ছা কম লোকেরই থাকে।

স্থ। আচ্ছা, মূর্চ্ছার সময় সকলেই কি চোক মেলিয়ে থাকে?

ধা। কেও কেও চোক বুঁজে এলোমেলো বক্‌তে থাকে। কারো কারো পেটের ভিতর বাতাস গুলিয়ে গলার কাছে উঠে। এই সময় রোগী অব্যক্ত-স্বরে চেঁচিয়ে জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে মাটিতে পড়ে যায়।

স্থ। আচ্ছা, এই যে বল্লেন, মূর্চ্ছার সময় ধনুকের মত বেঁকে যায়, সে সময় কি করা উচিত?

ধা। সে সময় ঘাড়ের নীচে একটী বালিস দেওয়া আবশ্যক। নতুবা নাকে আঘাত লাগ্‌তে পারে। পাঁচ সাত মিনিট এইরূপ থেকে, সোজা হ'য়ে মূর্চ্ছিত অবস্থায় থাকে। কারো কারো এই অবস্থায় বমি হ'য়ে শরীর শিথিল হয়।

স্থ। আচ্ছা, এতে কি মৃত্যু ঘটে?

ধা। না, খুব কষ্ট পায়। তবে যাদের এর সঙ্গে অন্য কোন রকম রোগ থাকে, তাদের মৃত্যু ঘট্‌তে পারে।

স্থ। এ দেখ্‌ছি যে রকম রোগ, যাদের মূর্চ্ছার ব্যামো আছে, তাদের কাছে সর্ব্বদা লোক থাকা উচিত। নতুবা একা থাক্‌লে অনেক রকম বিপদ হ'তে পারে?

ধা। সে কথা আর একবার করে? রোগীর মন যাতে প্রফুল্ল থাকে, সর্ব্বদা সেই রকম আহ্লাদ-জনক গল্প কর্‌তে হয়। এবং সহজে পরিপাক হয় এমন দ্রব্য আহার দিতে হয়। আর কোন রকম মাদক দ্রব্য ব্যবহার কর্‌তে দেওয়া অনুচিত।

স্থ। মূর্চ্ছার সময় আর কি রকম সেবা শুশ্রুষা কর্‌তে হয়?

ধা। মাথায় ঠাণ্ডা জল দিলে শীঘ্র মূর্চ্ছা ছাড়্‌বার সম্ভব। পরিধান কাপড় চোপড় আল্‌গা অর্থাৎ ঢিলা করে দিতে হয়। বেশ বাতাস দেখে এমন জায়গায় বিছানা করে রোগীকে শুয়াতে হয় আর সে ঘরে কোন রকম গোলযোগ না হয়, এজন্য লোক জন তফাত করা আবশ্যক।

সু। আচ্ছা, যদি অনেকক্ষণ ধরে মূর্চ্ছা থাকে, তবে কি করা উচিত?

ধা। তা হ'লে অল্পক্ষণ তার নিশ্বাস বন্ধ করে রাখ্‌তে হয়। মুখে, গলায় ও মাথায় ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা মার্‌তে হয়। আর রোগীর মুখ ও ঠিক নাকের উপরে কিছু দূর হ'তে জল ঢেলে দিতে হয়।

সু। এগুলি বেশ সহজ উপায়। যারা সেবা শুশ্রুষা কর্‌বে, তাদের এগুলি জেনে রাখা উচিত।

ধা। সেবা শুশ্রুষাকারীর আর একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক; অর্থাৎ তারা যেন খুব ব্যস্ত, কাতর কিম্বা ভীত না হয়। কারণ তাতে রোগ নিবারণ হওয়া দূরে থাক, বরং রোগ বৃদ্ধি হ'বারই কথা।

সু। অনেক রকম ফিকির করে রোগীকে সাবধান রাখ্‌তে হয়, কেমন?

ধা। তা আর একবার করে? তোমায় একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের একটী কৌশল বলে দিই। একজন চিকিৎসক অনেক মূর্চ্ছাগ্রস্ত যুবতীকে চিকিৎসা করেন। তিনি কতগুলি মূর্চ্ছাগ্রস্ত রোগীকে একস্থানে বসিয়ে তাদের সম্মুখে একখণ্ড লোহা আগুণে পুড়িয়ে লাল সিঁদূরের মত কর্‌তেন, আর বল্‌তেন যাদের আগে মূর্চ্ছা হ'বে, আগেই এই লোহা দিয়ে তাদের জিব পুড়িয়ে দিব। এই ভয় দেখিয়ে অনেকের রোগ ভাল কর্‌তেন।

সু। বেশ উপায়টী তো?

ধা। এই সময় আর একটী কথা বলে দিই। কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত যে সকল বালিকারা স্বাভাবিক ঋতু হওয়ার পূর্ব্বে সহবাস করে, তাদেরই এই রোগ হ'য়ে থাকে। এরূপ হিসাব দেখা হ'য়েছে, যদি এই সহবাসে স্ত্রীলোকের ইচ্ছা থাকে, তবে শতকরা দুই কিম্বা তিনটীর মূর্চ্ছা হয়, আর যদি ইচ্ছা না থাকে, তবে অধিকাংশেরই মূর্চ্ছা রোগ হ'য়ে থাকে।

সু। এই সহবাসের ভিতর এত ব্যাপার?

ধা। তা আর নয়? যুবতী স্ত্রীরা যদি স্বামী সহবাস করতে না পায়, আর সর্ব্বদা রসাত্মক উপন্যাসাদি পাঠে মনে মনে আহ্লাদ পায়, তা হ'লেও মূর্চ্ছা রোগ হ'য়ে থাকে।

সু। তবে তো মূর্চ্ছা রোগটী সহজ নয়?

ধা। সহজ আর কি করে বল্ব? যা হ'ক এই সকল রোগ যাতে না হ'তে পারে পূর্ব্ব হ'তেই সে বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। আর যদি রোগ হয়, তবে সুচিকিৎসক দ্বারা ভাল রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

সু। এই তো মূর্চ্ছা রোগের কথা শুন্‌লেম, এখন আবার কোন্ বিষয় উপদেশ দিবেন?

ধা। এখন সে কথা থাক্, কাল আর একটী দরকারী বিষয় বলে দিব।

বিবাহ—স্ত্রী—পুরুষ—স্বাস্থ্য। *

ধা। আজ তোমাকে স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলে দিব।

সু। এ ছার অধম মেয়েজাতির কথা আর কি বল্‌বেন?

ধা। সে কি? স্ত্রীজাতি আবার ছার!

সু। তা নয় তো আবার কি?

ধা। সেটী বড় ভুল। কোন একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত বলেছেন কি শোন;—উত্তম স্ত্রী স্বর্গীয় পদার্থ স্বরূপ, এই উৎকৃষ্ট পদাথ পরমেশ্বর পুরুষজাতিকে প্রদান করেছেন। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক মন্ত্রী, রত্ন এবং মূল্যবান হীরার আকর স্বরূপ; স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর বীণার ন্যায়; তার হাসি ও পবিত্র চুম্বন পুরুষের পক্ষে স্নিগ্ধ-আলোক; রমণীর হস্ত পুরুষজাতির অবলম্বন স্বরূপ, স্ত্রীজাতির পরিশ্রম পুরুষের নিরাপদ স্বরূপ; তার স্বাস্থ্য, জীবনে কুসুম ও সম্পদের স্বরূপ; স্ত্রীলোকের পরিমিত ব্যয় পুরুষের ভাণ্ডার স্বরূপ; তার ওষ্ঠ বিশ্বাস-জনক মন্ত্রণা স্বরূপ; তার বক্ষস্থল চিন্তা নিবারণের ঔষধ স্বরূপ এবং স্ত্রীজাতির আরাধনা পুরুষজাতির পক্ষে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ! পরীর ন্যায় তারা পুরুষের জীবনের উপর আধিপত্য করে, তাদের সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি করে আর চিন্তা নষ্ট করে থাকে। এমন যে স্ত্রী তাকে ছার জ্ঞান করা বড় ভুল।

সু। যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে থাকে, তার পক্ষে ওসব কথা ঠিক।

ধা। তা নয় তো কি? ভাল স্ত্রী পৃথিবীর সকল উৎকৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আর মন্দ স্ত্রী মনুষ্যজাতির পক্ষে অতিশয় অনিষ্ট-জনক ও অভিসম্পাত স্বরূপ।

সু। তবে কি হ'লে স্বামীর মনের মত হ'তে পারা যায়?

ধা। মনে কর তুমি একটী ফুলের গাছ কিনে এনেছ, প্রতি-দিন জল ঢাল, যত্ন কর, কিন্তু সেই গাছে যদি উত্তম সৌরভভরা ফুল ফোটে, তবে তোমার কি মনে আহ্লাদ হয় না? আর সেই গাছের প্রতি তোমার কি ভালবাসা জন্মে না?

সু। কেন জন্মাবে না?

ধা। সেই রকম স্বামীও মন প্রাণ রূপ দাম দিয়ে স্ত্রী স্বরূপ ফুলের গাছ ক্রয় করেন, কিন্তু সেই গাছের ফুলে যদি স্নেহ মায়া সরলতা, পতি-ভক্তি প্রভৃতি সৌরভ না থাকে, তবে সে স্ত্রী স্বামীর ভালবাসার পাত্রী হ'বে কেন? তোমার প্রতি স্বামী যেরূপ ব্যবহার কর্‌লে তুমি সুখী হও, স্বামীর প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর্‌বে, তা হ'লেই স্বামী সোহাগিনী হওয়া যায়।

সু। এ কথা ঠিক বটে। আমিও একখানি পুস্তকে পড়েছি, যদি স্বামী মনের মত স্ত্রী আর উত্তমোত্তম পুস্তক পড়্‌তে পান, তবে সকল রকম অবস্থাতেই সুখী হ'তে পারেন।

ধা। বাস্তবিক স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সদ্ভাব না জন্মালে সংসারে

কিছুমাত্র সুখ হয় না। শুধু সুখ কেন, প্রকৃত প্রণয় স্থাপন না হ'লে সন্তান পর্য্যন্ত ভাল হয় না।

সু। সে কি? প্রণয়ের সঙ্গে আবার সন্তানের সম্বন্ধ কি?

ধা। স্ত্রী পুরুষের মনের ভাবের উপরেই সন্তানের ভাল মন্দ নির্ভর করে। প্রণয় ও স্বাস্থ্য ভাল না হ'লে কখনই উত্তম সন্তান জন্মে না।

সু। তবে তো আগে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত্ন করা উচিত?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? প্রকৃত স্বাস্থ্যই জীবনের উৎকৃষ্ট সুখ।

সু। কি উপায়ে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়?

ধা। মোটামুটি এই যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাই স্বাস্থ্য রক্ষার একমাত্র উপায়। যারা অপরিষ্কার থাকে, তারা প্রায়ই পীড়িতা হয়।

সু। তবে তো অপরিষ্কার থাকা বড় দোষ?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? রুগ্ন হ'লে নিজের সুখ নষ্ট হয়, আর স্বামীরও অসুখের পাত্রী হ'য়ে পড়ে।

সু। এ কথা ঠিক।

ধা। বিশেষ যাদের দাস্ত পরিষ্কার হয় না, পরিপাক শক্তি কম এবং ফুস্ফসের রোগ থাকে, তাদের নিশ্বাসে এক প্রকার দুর্গন্ধ হয়।

সু। ঐ রকম দুর্গন্ধ থাক্‌লে স্বামীর কষ্ট বৃদ্ধি হয় না?

ধা। যে স্ত্রী দ্বারা স্বামীর কষ্ট হয়, সে কখন ভালবাসারপাত্রী

হ'তে পারে না। বিশেষতঃ চিররুগ্না স্ত্রী স্বামীর ভালবাসার কণ্টক হ'য়ে উঠে।

সু। এখন বেশ বুঝ্‌লেম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকায় কি গুণ?

ধা। শুধু তাও নয়, তোমাকে তো আগেই বলেছি, পীড়িতা স্ত্রীলোকের ভাল সন্তান হয় না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই যদি স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, তবে সন্তানও রুগ্ন হ'বে।

সু। তবে ভাল রকম হৃষ্ট-পুষ্ট সুস্থকায় সন্তান কামনা কর্‌তে হ'লে স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়, কেমন?

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে? মনে কর স্ত্রী যেন একটী ফল উৎপাদনকারী বৃক্ষ, আর সন্তান সেই বৃক্ষের ফল। কিন্তু বৃক্ষ যদি ক্ষীণ হয়, তবে সে বৃক্ষের ফল কখনই পরিপুষ্ট হয় না। সেইরূপ স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল না থাক্‌লে সন্তানের জীবন অনেক দিন স্থায়ী হয় না। আর এই স্বাস্থ্য ভাল না থাকাতে স্ত্রীলোক বন্ধ্যা অর্থাৎ বাঁজা হ'য়ে থাকে। দেখ নাই কি কোন কোন গাছের বোঁটা যেন শুষ্ক, সেই গাছের ফল অকালে মাটীতে পড়ে যায়?

সু। হ্যাঁ, তা দেখ্‌ব না কেন? গাছের দোষেই ঐ রকম হ'য়ে থাকে।

ধা। সেইরূপ স্বাস্থ্য ভাল না থাক্‌লে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হ'য়ে থাকে। তেজস্কর বৃক্ষের যেমন সুন্দর ফল জন্মে, সেইরূপ স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল থাক্‌লে অতি সুন্দর সন্তান হয়।

সু। আচ্ছা, কেবল স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য ভাল থাক্‌লেই কি সুন্দর সন্তান জন্মে?

ধা। না—স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্বাস্থ্য ভাল থাকা চায়।

সু। হ্যাঁ, এখন বেশ বুঝ্‌লেম, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। যার স্বাস্থ্য নাই, তার জীবন বিড়ম্বনামাত্র।

ধা। তা নয় তো কি? আর এ কথাটাও জেন স্বাস্থ্য ভাল রাখা তত কঠিনও নয়।

সু। যদি কঠিনই নয়, তবে লোকে যত্ন করে স্বাস্থ্য রাখে না কেন?

ধা। বোধ হয় অনেকে জানে না বলেই স্বাস্থ্য রাখ্‌তে পারে না।

সু। আপনি বলে দিন না কেন, কি নিয়মে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

ধা। কেন, প্রতিদিন অতি ভোরে উঠ্‌বে, শরীরের অবস্থা বুঝে পরিশ্রম কর্‌বে, আর যে সকল রোগের কথা পূর্ব্বে বলেছি, সে-গুলি যাতে আক্রমণ কর্‌তে না পারে, সেই রকম হ'য়ে চল্‌বে, তা হ'লেই সহজে স্বাস্থ্য নষ্ট হ'বে না।

সু। আপনি স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে কতকগুলি ভাল ভাল নিয়ম বলুন, যা যা জান্‌লে সকলেরই উপকার হ'তে পারে।

ধা। এ সব কথা বল্‌তে হ'লেই আগে বিবাহের কথা পাড়্‌তে হয়।

সু। কেন, বিবাহের সঙ্গে স্বাস্থ্যের আবার সম্বন্ধ কি?

ধা। ঐটী না বুঝেই তো সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে। আমাদের দেশে যে রকম অল্প বয়সে বিবাহ হয়, তাতেই তো সকল সর্ব্বনাশ ডেকে আনে?

সু। আপনার কথা তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

ধা। মনে কর এদেশে যে বয়সে বিবাহ হ'য়ে থাকে এবং যেমন অল্প দিনের মধ্যে ঋতু হয়, সে বয়সে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এক রকম অসম্পূর্ণ থাকে। সুতরাং সে বয়সে বিবাহ দিলে অর্থাৎ সহবাসাদি কর্‌লে অনিষ্ট হ'বারই কথা। তাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হ'য়ে থাকে।

সু। তবে এদেশে কত বয়সে বিবাহ দিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকাব সম্ভব?

ধা। অন্ততঃ পনর বৎসরের কমে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। কোন কোন বিচক্ষণ লোকের মতে মেয়েদের আঠার হ'তে কুড়ি আর পুরুষের বাইস হ'তে পচিশ বৎসরে বিবাহ দিলে ভাল হয়।

সু। আচ্ছা, অল্প বয়সে বিবাহ হ'লে কি অনিষ্ট হয়?

ধা। ও বয়সে বিবাহে যে সন্তান হয়, তাতে অসময়ে বৃদ্ধদশা উপস্থিত হয়, আর সেই গর্ভের সন্তানের সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট হয় না কাজে-কাজেই অকাল মৃত্যুর সম্ভব।

সু। তবে তো বড় বিপদের কথা?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? এদেশের মেয়েরা অসময়ে বুড় হয় আর অকালে তারা যে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, অসময়ে সহবাস তার একটী প্রধান কারণ। আর এও জেন কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের কটিদেশের অস্থি অনেকাংশে অপরিণত থাকে, সুতরাং সে সময় গর্ভ হ'লে অনেক বাছা প্রসব কর্‌তেই মারা পড়ে।

সু। আচ্ছা, অল্প বয়সে বিবাহের দোষ তো এক রকম বুঝ্‌তে পার্‌লেম, কিন্তু অধিক বয়সে বিবাহে কোন অনিষ্ট আছে কি?

ধা। আছে বই কি? নিতান্ত অধিক বয়সে বিবাহ হ'লেও নানা রকম রোগ হ'তে পারে। এই সঙ্গে আর একটী কথাও তোমায় বলে রাখি। অল্প বয়সে কিম্বা নিতান্ত অধিক বয়সে বিবাহে যেমন দোষ, আবার নিতান্ত নিকট সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ হ'লেও বিস্তর অপকার হ'য়ে থাকে।

সু। সে আবার কি?

ধা। খুব আপনা আপনির মধ্যে বিবাহ হ'লে বংশ ক্রমে হীন-তেজ হ'য়ে শেষে লোপ পায়।

সু। এজন্যই বুঝি আমাদের শাস্ত্রে সগোত্রে বিবাহ নিষেধ?

ধা। তা নয় তো কি?

সু। আচ্ছা, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বয়সের কত কম বেশী হ'লে ভাল হয়?

ধা। স্ত্রী চাইতে পুরুষের বয়স চারি পাঁচ বৎসর অধিক হ'লেই ঠিক হয়।

সু। আমাদের দেশে এ বিষয়ে নানা রকম দোষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রায় তো দেখা যায় ছেলে মেয়ের অতি অল্প বয়-সেই বিবাহ হ'য়ে থাকে। এ ছাড়া আরোও দেখা যায়, নিতান্ত বালিকাকে একটা বুড় বর ধরে দেয়।

ধা। তার ফলও তো হাতে হাতে দেখা যাচ্ছে। আমাদের

দেশে যেমন হীন-বীর্য্য, দুর্ব্বল এবং অল্প পরমায়ু লোক, অন্য কোন দেশে প্রায় সে রকম দেখা যায় না।

সু। লোকে এই সব দেখে শুনেও যে, এ রকম সর্ব্বনাশ করে এই আশ্চর্য্য!

ধা। আরো জানা উচিত, উন্মাদগ্রস্ত অথবা রুগ্ন স্ত্রী কি পুরুষের আদৌ বিবাহ করা কর্ত্তব্য নয়।

সু। কেন, কোন দোষ আছে কি?

ধা। ও রকম লোকে বিবাহ না কর্‌লে তারাও সুস্থ থাকে আর সন্তানাদিরও সর্ব্বনাশ হয় না।

সু। আচ্ছা, আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীলোকদের কি কোন প্রকার লক্ষণাদির বিধান নাই?

ধা। থাক্‌বে না কেন? সে সকল কথা কেই বা জানে আর কেই বা শুনে বাছা?

সু। আপনি সেগুলি অনুগ্রহ করে বলুন না?

ধা। বাস্তবিক স্ত্রীই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ সাধনের এক মাত্র উপায়, এজন্য বিবাহের পূর্ব্বে বিশেষরূপ পরীক্ষা করে স্ত্রী গ্রহণ কর্‌বে। (১)

সু। তবে কি প্রকার স্ত্রী মনোনীত কর্‌বে?

ধা। যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল নয়; মনোহর নাম; হংস কিম্বা হস্তীর

(১) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দারাঃ সংপ্রাপ্তিহেতবঃ।
পরীক্ষন্তে প্রযত্নেন পূর্ব্বমেবকরগ্রহাৎ॥ স্মৃতিঃ

ন্যায় আস্তে আস্তে চলন, সূক্ষ্মলোম থাক্‌বে, উত্তম চুল, সুন্দর দন্ত এবং কোমল অঙ্গ সেই রকম মেয়ে বিবাহ করা ভাল। (১)

সু। তবে কি প্রকার কন্যা নিষিদ্ধ?

ধা। খুব মোটা, ধূমলবর্ণা, রুগ্না, লোমশূন্যা, অধিক লোম-বিশিষ্টা, বহুভাষিণী, পিঙ্গলবর্ণা, আর নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, অস্তাচল, পক্ষী, সর্প, দূতি এবং ভীষণ নাম যাদের সেরূপ কন্যা বিবাহে নিষিদ্ধ। (২)

সু। আচ্ছা, আর কোন লক্ষণ আছে কি?

ধা। থাক্‌বে না কেন? যার চোক ট্যারা, পিঙ্গলবর্ণ কিম্বা চঞ্চল, আর হাস্‌বার সময় যার গণ্ডদ্বয়ে গর্ত্ত অর্থাৎ কূপের ন্যায় চিহ্ন দেখা যায়, সেই স্ত্রী প্রায় বন্ধ্যা হয়। (৩)

---

(১) অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং॥ মনুঃ।

(২) নোদ্‌বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোম্নীং ন বাচালাং ন পিঙ্গলাং॥
নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাং।
ন পক্ষ্যহিপ্রৈষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনাম্নিকাং॥ মনুঃ।

(৩) নেত্রে যস্যাঃ কেকরে পিঙ্গলে বা।
স্যাঃদুঃশীলা শ্যাবলোলেক্ষণা চ।
কূপৌযস্যাগণ্ডয়োঃ সস্মিতায়াঃ।
নিঃসন্দিগ্ধাং বন্ধকীং তাং বদন্তি। কৃত্যচিন্তামণিঃ।

সু। যে কটী লক্ষণ বল্লেন, এ ছাড়া আরো কি কিছু লক্ষণের কথা আছে?

ধা। আছে বৈকি? তুমি কত শুনবে, শোন। যার লজ্জা নাই, বিশ্রী দাঁত, চোক কটা, গায়ে অত্যন্ত লোম, অঙ্গযষ্টি যার সমান, মধ্যদেশ যার স্থূল এরূপ কন্যা বিবাহ করবে না। এমন কি বড় বংশে কিম্বা রাজার কন্যা হ'লেও বিবাহ নিষেধ। (১)

সু। আচ্ছা, সুশ্রী কন্যার লক্ষণ কি?

ধা। কেন, শ্যামবর্ণ হ'বে, উত্তম চুল থাকবে, লোমাবলী সূক্ষ্ম হবে, ভ্রূদ্বয় খুব দেখতে সুন্দর হ'বে; আর যে কন্যা সুশীলা, হংস কিম্বা হস্তীর ন্যায় উত্তম গমন করে, সুন্দর সুন্দর দন্তপাতি, কটি-দেশ অর্থাৎ মাজা খুব সরু, পদ্মের ন্যায় চোক এরূপ কন্যা নীচ-বংশে জন্মালেও তাকে বিবাহ করবে। (২) আর হংসের স্বরের মত যে মেয়ের গলার স্বর, মেঘের ন্যায় শরীরের আভা, মধুর মত

(১) ধৃষ্টা কুদন্তা যদি পিঙ্গলাক্ষী
লোম্না সমাকীর্ণ সমাঙ্গযষ্টিঃ।
মধ্যে চ পুষ্টা যদি রাজকন্যা,
কুলেপি যোগ্যা ন বিবাহনীয়া॥ নন্দিকেশ্বরপুরাণং।

(২) শ্যামা সুকেশী তনুলোমরাজী।
শুভ্রূঃ সুশীলা সুগতিঃ সুদন্তা;
বেদিবিমধ্যা যদি পঙ্কজাক্ষী।
কুলেন হীনাপি বিবাহনীয়া॥ নন্দিকেশ্বরপুরাণং।

চোকের বর্ণ, এরূপ কন্যাকে যদি গৃহস্থ ইচ্ছা করেন, তবে বিবাহ করতেও পারেন। (১)

স্থ। আচ্ছা, এ তো মোটামুটি শুনলেম, কিন্তু এক একটী অঙ্গের কি কোন লক্ষণালক্ষণ শাস্ত্রে নাই?

ধা। তা থাক্‌বে না কেন গা? এই বলি শোন; যে স্ত্রীর চরণতল সম্পূর্ণরূপে মৃত্তিকা সংলগ্ন হয়, আর পা দুখানি রক্তপদ্মের ন্যায় লাল আভাযুক্ত, সেই চরণ অতি উত্তম, এমন কি এরূপ চরণ-বিশিষ্ট স্ত্রীলোক প্রায় ধনশালিনী হয়। (২)

স্থ। তবে তো রক্তবর্ণ পায়ের অনেক গুণ?

ধা। আবার শোন;—যদি স্ত্রীলোকের জঙ্ঘা অর্থাৎ জাঙে লোম ও শিরা না থাকে, সমান, স্নিগ্ধ, গোলাকার হয়, তবে সে রাজার রাণী হ'বে। অর্থাৎ সেরূপ সুলক্ষণা স্ত্রী প্রায়ই কষ্টভোগ করে না। (৩)

স্থ। এতোও আছে বাপু?

ধা। তা আর নাই? আবার শোন, যে স্ত্রীর নাভী গম্ভীর

(১) হংসস্বনাং মেঘবর্ণাং মধুপিঙ্গলোচনাং।
তাদৃশীং বরয়েৎ কন্যাং গৃহস্থঃ সুখমেধতে॥ শাতাতপঃ।

(২) প্রতিষ্ঠিততলাঃ সম্যক্ রক্তাম্ভোজ সমত্বিষঃ।
তাদৃশাশ্চরণাধন্যা যোষিতাং ভোগবর্দ্ধনাঃ।

(৩) লোমহীনে সমে স্নিগ্ধে জঙ্ঘে চ ক্রমবর্ত্তুলে।
সা রাজপত্নী ভবতি বিশিরে সুমনোহরে॥

ও দক্ষিণাবর্ত্ত সে প্রায় সম্পত্তিশালিনী হয় আর যার নাভি বামাবর্ত্ত, উন্নত কি গ্রন্থী দেখা যায় তার অদৃষ্টে চিরদিন কষ্ট। (১)

সু। আচ্ছা, পায়ের তো লক্ষণ শুন্‌লেম। নখের কি কোন একটা লক্ষণালক্ষণ নাই?

ধা। আছে বই কি? যে স্ত্রীর পায়ের নখ স্নিগ্ধ, উন্নত, তামার ন্যায় বর্ণ আর গোল এবং যে চরণের উপরিভাগ উন্নত সে স্ত্রী রাণীর ন্যায় সুখিনী হয়। (২)

সু। আচ্ছা, পদতলে যে রেখা দেখা যায়, তার বিষয় কিছু বলুন।

ধা। যার চরণতলে শুভচিহ্ন থাকে সে রাজরাণী হয়। যার মধ্যমাঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলির সঙ্গে যোগ থাকে, সে স্ত্রী চিরকাল সুখ ভোগ করে। (৩)

সু। আঙুলগুলির পর্য্যন্ত আবার এতোও লক্ষণ?

ধা। আবার বলি শোন, যদি স্ত্রীলোকের অঙ্গুষ্ঠ মাংসল, গোলাকার

---

(১) গম্ভীরা দক্ষিণাবর্ত্তা নাভিঃ স্যাৎ সুখসম্পদে।
বামাবর্ত্তা সমুত্তানা ব্যক্তগ্রন্থী ন শোভনা॥

(২) স্নিগ্ধাঃ সমুন্নতাস্তাম্রাবৃত্তাঃ পদনখাঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞীত্বসূচকং স্ত্রীণাং পাদপৃষ্ঠসমুন্নতিঃ॥

(৩) যস্যা পদতলে রেখা সা ভবেৎ ক্ষিতিপাঙ্গনা।
ভবেদখণ্ডভোগা চ যা মধ্যাঙ্গুলিসঙ্গতা॥

ও উন্নত হয়, তবে সেগুলি সৌভাগ্যের চিহ্ন। আর অঙ্গুষ্ঠ বক্র, ছোট ও চ্যাপ্‌টা হয় যদি সে ভুর্ভাগ্যের লক্ষণ। (১)

সু। আচ্ছা, অঙ্গুলি দীর্ঘ কিম্বা কৃশ অথবা খর্ব্ব হ'লে কি লক্ষণ?

ধা। আঙুল দীর্ঘ হ'লে বেশ্যা হয়, কৃশ হ'লে দরিদ্রা হয়। খর্ব্ব হ'লে পরমায়ু কম হয়; আর ভগ্নবৎ হ'লে ভগ্নদশাতে জীবন কাটায়। যার আঙুল চ্যাপ্‌টা সে দাস্যবৃত্তি করে, আর আঙুলগুলি পরস্পর ফাঁক ফাঁক হ'লে সে দুঃখী হয়। (২)

সু। যে স্ত্রীর অঙ্গুলিগুলি পরস্পরযুক্ত থাকে তার লক্ষণ কি?

ধা। অঙ্গুলি পরস্পর সংযুক্ত হ'লে সে বহুপতি নষ্ট করে দাসী হ'য়ে থাকে। (৩)

সু। তবে তো পরস্পর সংযুক্ত আঙুলের বড় দোষ? আচ্ছা, জানুর বিষয়ে কোন লক্ষণ নাই কি?

ধা। তা আর নাই কে বল্লে? যদি জানুদ্বয় গোলাকার ও

(১) উন্নতোমাংসলোঽঙ্গুষ্ঠোবর্ত্তুলোঽতুলভোগদঃ।
বক্রোহ্রস্বশ্চ চিপিটঃ সুখসৌভাগ্যভঞ্জকঃ॥

(২) দীর্ঘাঙ্গুলিভিঃ কুলটা কৃশাভিরতিনির্দ্ধনা।
হ্রস্বাভিঃ স্যাচ্চ হ্রস্বায়ুর্ভগ্নাভির্ভগ্নবর্ত্তিনী॥
চিপিটাভির্ভবেদ্দাসী বিরলাভির্দরিদ্রিণী।

(৩) পরস্পরং যদাঙ্গুল্যঃ সমারূঢ়াভবন্তি হি।
হত্বা বহূনপি সতীন্ পরপ্রেষ্য তদাভবেৎ॥

মাংসল হয়, তবে সৌভাগ্যের লক্ষণ আর যদি জানুদ্বয়ে মাংস না থাকে এবং শ্লথ হয়, তা দরিদ্র ও দুশ্চারিণীর লক্ষণ। (১)

সু। আচ্ছা, উরুদ্বয়ের আর কোন কি লক্ষণ আছে?

ধা। যদি উরুদ্বয় শিরাশূন্য, হস্তীশাবকের শুণ্ডের ন্যায় সুগোল, ঘন, মসৃণ এবং রোম-শূন্য হয়, তবে সে রকম উরুবিশিষ্টা স্ত্রীলোক রাজার প্রিয়পাত্রী হ'য়ে থাকে। (২)

সু। কোমরের কোন লক্ষণ আছে কি?

ধা। আছে বই কি? যে স্ত্রীর কটি অর্থাৎ কোমরের পরিধি (বেড়) এক হস্ত আর নিতম্ব উন্নত এবং মসৃণ সে স্ত্রী সুলক্ষণা। (৩) আরো কথিত আছে যে স্ত্রীর নিতম্ব উন্নত, মাংসল এবং স্থূল সে অত্যন্ত ধনশালিনী হ'য়ে থাকে; ইহার বিপরীত হ'লেই দুঃখ ভোগ হ'য়ে থাকে। (৪)

সু। আচ্ছা, উদরের কি কোন প্রকার লক্ষণ নাই?

(১) বৃত্তং পিশিতসংলগ্নং জানুযুগ্মং প্রশস্যতে।
নির্ম্মাংসং স্বৈরচারিণ্যাদরিদ্রায়াশ্চ বিশ্লথম্॥

(২) বিশিরৈঃ করভাকারৈরুরুভির্ম্মসৃণৈর্ঘনৈঃ।
সুবৃত্তৈরোমরহিতৈর্ভবেয়ুর্ভূপবল্লভাঃ॥

(৩) চতুর্ভিরঙ্গুলৈঃ শস্তা কটির্বিংশতিসংযুতৈঃ।
সমুন্নতনিতম্বাঢ্যা চতুরাস্রা মৃগীদৃশাম্॥

(৪) নিতম্ববিম্বো নারীণামুন্নতো মাংসলঃ পৃথুঃ।
মহাভোগায় সংপ্রোক্ত স্তদন্যোঽশর্ম্মদায়কঃ॥

ধা। থাক্‌বে না কেন? যে নারীর জঠরের চর্ম্ম মৃদু, উদর কৃশ এবং শিরাশূন্য সে অত্যন্ত সুখ-সম্ভোগ করে থাকে। (১) আরো শোন; যে রমণীর জঠর কুম্ভের ন্যায় কিম্বা মৃদঙ্গ তুল্য সে দরিদ্র হ'য়ে থাকে। (২)

সু। আচ্ছা, বক্ষ দেশের কি কোন প্রকার লক্ষণ নাই?

ধা। নাই কে বল্লে? যে শরীর বক্ষদেশ নিম্ন নয়। আর যার হৃদয় নির্লোম, ও সমতল সে অত্যন্ত ধনশালিনী হয়, সর্ব্বদা সুখে থাকে এবং বিধবা হয় না। (৩)

সু। স্তনের কি কোন প্রকার লক্ষণ নাই?

ধা। আছে বৈ কি। যে রমণীর স্তনদ্বয় বর্ত্তুলাকার, উচ্চ. কঠিন এবং স্থূল সেই স্ত্রী প্রশংসাযোগ্যা; স্তনদ্বয় বিরল ও সূক্ষ্মাগ্র হ'লে অশুভ হ'য়ে থাকে। (৪)

সু। স্তনেরও আবার এত লক্ষণ আছে?

ধা। আছে বৈ কি? আরো শোন;—যে স্ত্রীলোকের দক্ষিণ

---

(১) উদরেনাতি তুচ্ছেন বিশিরেণ মৃদুত্বচা।
যোষিদ্ভবতি ভোগাঢ্যা নিত্য মিষ্টান্নসেবিনী॥

(২) কুম্ভাকারং দরিদ্রায়া জঠরঞ্চ মৃদঙ্গবৎ।
কুষ্মাণ্ডাভং যবাভঞ্চ দুষ্পূরং জয়তে স্থিরাঃ॥

(৩) নির্লোম হৃদয়ং যস্যাঃ সমং নিম্নত্ব বর্জ্জিতম্।
ঐশ্বর্য্যঞ্চাপ্যবৈধব্যং প্রিয়প্রেমাচ সা ভবেৎ॥

(৪) ঘনৌ বৃত্তৌ পৃথুদৃঢ়ৌ পীনৌ শস্তৌ পয়োধরৌ।

স্তন উচ্চ সে পুত্রবতী ও গৃহের কর্ত্রী হ'য়ে পরম-সুখে কাল কাটায় আর যার বাম স্তন উচ্চ সে সৌভাগ্যবতী এবং সুন্দরী কন্যা প্রসব করে। (১) আরো শোন, স্তনদ্বয় স্থূল আর উপরিভাগ ক্রমে ক্রমে কৃশ হ'য়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হ'লে প্রথমে সুখভোগ হ'য়ে পরে অত্যন্ত কষ্ট হ'য়ে থাকে। (২)

সু। আচ্ছা, হস্তের কি কোন প্রকার চিহ্ন দ্বারা লক্ষণালক্ষণ জানা যায় না?

ধা। যাবে না কেন? যদি স্ত্রীর হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পদ্ম-কলিকার ন্যায় হয়, তবে অত্যন্ত সুখভোগ ঘটে। (৩) আবার শোন, স্ত্রীলোকের হস্ততল লালবর্ণ, ছিদ্র শূন্য, কোমল, অল্প রেখাযুক্ত ও শুভ-রেখাবিশিষ্ট এবং মধ্যস্থল উন্নত হ'লে সৌভাগ্যশালিনী হয়। (৪)

সু। তবে হাত দেখেও তো অনেক প্রকার সুখ দুঃখের লক্ষণ জানা যায়?

ধা। জানা যায় বৈ কি? যদি হস্ততলে বহু রেখা থাকে, তবে

---

(১) দক্ষিণোন্নতবক্ষোজা পুত্রিণী স্বগ্রণীর্ম্মতা।
বামোন্নতকুচা সূতে কন্যাং সৌভাগ্যসুন্দরীং॥

(২) মূলেস্থূলৌ ক্রমকৃশাবগ্রে তীক্ষ্ণৌপয়োধরৌ।
সুখদৌ বাল্যকালে তু পশ্চাদত্যন্তদুঃখদৌ॥

(৩) অম্ভোজমুকুলাকারমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিসম্মুখং।
হস্তদ্বয়ং মৃগাক্ষীণাং বহুভোগায় জায়তে॥

(৪) মৃদুমধ্যোন্নতং রক্তং তলং পাণ্যোররন্ধ্রকং॥
প্রশস্তং শস্তরেখাঢ্যা সল্পরেখং শুভপ্রদং॥

বিধবা হয়, নিয়মিত রেখা না থাক্‌লে দরিদ্রা হয় আর করতলে শিরা থাক্‌লে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে থাকে। (১) আরো শোন; স্ত্রীলোকের হস্তে মৎস্য রেখা থাক্‌লে সৌভাগ্যবতী হয়, স্বস্তিকাকার চিহ্ন থাক্‌লে উত্তম পুত্র হয় আর পদ্মাকার চিহ্ন থাক্‌লে রাজার রাণী হয় এবং সেই রমণীর পুত্র রাজা হ'য়ে থাকে। (২)

স্থ। স্ত্রীর এই সকল লক্ষণ জানা থাক্‌লে অনেক বিষয় স্থির কর্‌তে পারা যায়।

ধা। সে কথা আবার একবার করে?

স্থ। আপনি যে সকল উপদেশ দিচ্ছেন, সকলগুলিই কাজের কথা। এর মধ্যে বাজে কথা একটীও নাই। এই সঙ্গে দুই একটী নীতিশিক্ষা দিন না?

ধা। ঠিক কথা বলেছ, যে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে নীতিশিক্ষা নাই, তারা কথনই সুখে জীবন কাটাতে পারে না। এজন্য শাস্ত্রকারেরা বলেছেন স্বামী দুর্দ্দশাগ্রস্ত অথবা ক্লীব, রুগ্ন কিম্বা বৃদ্ধ বা দুঃখিত হউন সাধ্বী স্ত্রী কিছুতেই অশ্রদ্ধা কর্‌বে না। (৩)

---

(১) বিধবা বহুরেখেণ বিরেখেণ দরিদ্রিণী।
ভিক্ষুকী সুশিরাঢ্যেন নারীকরতলেন বৈ॥

(২) মৎস্যেন সুভগানারী স্বস্তিকেন তু সুপ্রজাঃ।
পদ্মেন ভূপতেঃ পত্নী জনয়েৎ ভূপতিং সুতম্॥

(৩) ক্লীবং বা দুরবস্থং বা ব্যাধিতং বৃদ্ধমেববা।
সুস্থিতং দুঃস্থিতং বাপি পতিমেকং ন লঙ্ঘয়েৎ॥

সু। পতিব্রতা স্ত্রীর লক্ষণই তো ঐরূপ।

ধা। স্বামীর সন্তোষে স্ত্রীর সন্তোষ, স্বামীর বিষাদে স্ত্রীর বিষাদ আর স্বামীর সম্পদ কিম্বা বিপদ সকল অবস্থাতেই ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত। (১)

সু। বাস্তবিক স্বামীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করাই স্ত্রীলোকের পক্ষে পরম ধর্ম্ম।

ধা। তা নয় তো কি? শাস্ত্রে বলে সতী স্ত্রীলোকের তীর্থ স্নানে ইচ্ছা হ'লে স্বামীর পাদোদক পান কর্‌বে, কেন না স্বামীই স্ত্রীলোকের পক্ষে মহাদেব বা বাসুদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (২)

সু। আহা! শাস্ত্রের এই সকল জ্ঞানের কথা শুন্‌লেও জ্ঞান জন্মে।

ধা। শাস্ত্রে লেখা আছে, এক মনে এক ধ্যানে স্বামীর চরন বন্দনা করে ভোজন কর্‌বে। (৩)

সু। এই সকল উপদেশ মেয়েদের জানা খুব আবশ্যক।

---

(১) হৃষ্টা হৃষ্টে বিষণ্ণাস্যা বিষণ্ণাস্যে প্রিয়ে সদা।
একরূপা ভবেৎ পুণ্যা সম্পৎসু চ বিপৎসু চ॥

(২) তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।
শঙ্করাদপি বিষ্ণোর্ব্বা পতিরেকোঽধিকঃ স্ত্রিয়াঃ॥

(৩) স্ত্রীণাং হি পরমশ্চৈকোনিয়মঃ সমুদাহৃতঃ।
অভ্যর্চ্চ চরণৌ ভর্ত্তুর্ভোক্তব্যং কৃতনিশ্চয়ঃ॥

ধা। তা নয় তো কি? পরনিন্দা, কলহ, গুরুলোকদের নিকট উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা বড় দোষ। (১)

স্থ। পরনিন্দা কিম্বা কলহাদি করা নীচ অন্তঃকরণের কাজ।

ধা। সে কথা আবার একবার করে? আবার শোন, বাপই বল, ভাই বল, পুত্রই বল, সকলেই পরিমিত মাত্র প্রদান করে; স্বামীই কেবল অপরিমিত দান করে থাকেন, এজন্য যথাসাধ্য স্বামীর পূজা করা উচিত। (২)

স্থ। স্বামী সেবাই একমাত্র স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, কেমন নয় কি?

ধা। এ কথা আবার বল্‌তে? স্বামীই স্ত্রীর দেবতা, স্বামীই গুরু, স্বামীই স্ত্রীলোকের সমুদায় ধর্ম্ম-তীর্থ-ব্রত। অতএব সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, স্বামীর অর্চ্চনা করা উচিত। (৩) আরো শোন। ছায়া যেমন দেহের, জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের, বিদ্যুৎ যেমন মেঘের অনুগমন করে, সেইরূপ স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হ'বে। (৪)

---

(১) অপবাদো ন বক্তব্যঃ কলহং দূরতস্ত্যজেৎ।
গুরুণাং সন্নিধৌ ক্বাপি নোচ্চৈর্ব্রূয়ান্ন বা হসেৎ॥

(২) মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য হি দাতারং ভর্ত্তারং পূজয়েৎ সদা॥

(৩) ভর্ত্তা দেবো গুরুর্ভর্ত্তা ধর্ম্ম-তীর্থ-ব্রতানি চ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পতিমেকং সমর্চ্চয়েৎ॥

(৪) ভর্ত্রা সহানুযাতব্যোদেহবচ্ছায়য়া স্ত্রিয়া।
চন্দ্রমা জ্যোৎস্নয়া যদ্বৎ বিদ্যুতান্ বিদ্যুতা যথা॥

সু। পতিব্রতা নারী সংসারের সাররত্ন, কেমন?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? যে গৃহে পতিব্রতা নারীর অবস্থান, সেই জননীই ধন্য! সেই জনকই ধন্য! আর সেই শ্রীমান্ পতিই ধন্য! (১)

সু। পতিব্রতা নারীর পুণ্যবল তো কম নয়?

ধা। কম আবার? পতিব্রতা নারীর পুণ্যবলে পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং শ্বশুরকুল এই তিন কুলের স্ত্রী পুরুষগণ স্বর্গ সৌখ্য উপভোগ করে। (২)

ধা। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পরস্পর ধর্ম্মভাব না থাক্‌লে কখনই সুখের সংসার হ'তে পারে না।

সু। তা বটে। ধর্ম্মহীন জীবন পশুর তুল্য।

ধা। সে যা হ'ক আজ কথায় কথায় অনেক বেলা হ'য়ে পড়েছে। তবে এখন আমি আসি, কাল আবার আর একটী বিষয় উপদেশ দিব।

(১) ধন্যা সা জননী লোকে ধন্যোঽসৌ জনকঃ পুনঃ।
ধন্য সচ পতিঃ শ্রীমান্ য়েষাং গেহেপতিব্রতা॥

(২) পিতৃবংশ্যামাতৃবংশ্যাঃ পতিবংশ্যাস্ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
পতিব্রতায়াঃ পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি ভুঞ্জতে॥

শুক্র—আর্ত্তব।

স্ব। আপনি যে একদিন বলেছিলেন, গর্ভ-সঞ্চারের কথা বলে দিবেন, সেইটী আজ বলুন না?

ধা। গর্ভ-সঞ্চারের পূর্ব্বে আগে তোমায় শুক্রের বিষয় বলে দিব; কারণ গর্ভের উৎপত্তির বিষয় বল্‌তে গেলেই আগে শুক্রের বিষয় জানা আবশ্যক।

স্ব। আচ্ছা, শুক্র ব্যতীত কি গর্ভ হ'তে পারে?

ধা। মনে কর বীজ ভিন্ন যেমন কোন রকম গাছ জন্মে না, সেইরূপ শুক্র ব্যতীত কখনই গর্ভ হয় না।

স্ব। তবে শুক্রই তো গর্ভ-সঞ্চারের একমাত্র কারণ?

ধা। সে কথা আবার একবার করে?

স্ব। আচ্ছা, শুক্র পদার্থটা কি?

ধা। রস, রক্ত, মেদ, মাংস প্রভৃতি যে সকল পদার্থ দিয়ে শরীর প্রস্তুত হ'য়েছে। শুক্র সে সকলের সার-পদার্থ। এই শুক্র গর্ভ-সঞ্চার বা জীবের একমাত্র বীজ স্বরূপ।

স্ব। আচ্ছা, শুক্র দেহের কোন্ স্থানে থাকে?

ধা। যেমন দুগ্ধে ঘৃত আর ইক্ষুতে গুড় থাকে, সেইরূপ সর্ব্ব শরীর ব্যাপে শুক্র অবস্থিতি করে। (১)

সু। আচ্ছা, ঘৃত ও ইক্ষুর সহিত তুলনা দিলেন কেন?

ধা। তার কারণ এই যেমন মথনে দুগ্ধ হ'তে ঘৃত প্রস্তুত হয়, সেইরূপ যাদের অধিক শুক্র অল্পমাত্র মৈথুনেই তাদের শুক্র ক্ষরণ হ'য়ে থাকে। আর ইক্ষুতে এই বুঝ্‌তে হ'বে যেমন অধিক পীড়নে ইক্ষু হ'তে রস নির্গত হয়। সেইরূপ যাদের শুক্র অল্প তাদের অধিক পরিশ্রমে সামান্য শুক্র লাভ হ'য়ে থাকে। (২)

সু। আচ্ছা, শুক্র ক্ষরণের পথ দেহের কোন্ স্থানে?

ধা। বস্তিদেশের (পেটের) দক্ষিণ পাশে দু আঙুল নীচে পুরুষের প্রস্রাব নির্গমের যে পথ সেই পথেই শুক্র নির্গত হ'য়ে থাকে। (৩)

(১) যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষৌ রসো যথা।
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম্॥

(২) অত্র সর্পির্দৃষ্টান্তোপ বহুশুক্রেঽল্পমথনেন সর্পিঃ শুক্রয়োর্লাভাৎ। ইক্ষুরসদৃষ্টান্তস্তু স্বল্পশুক্রে পুংসি অতিপীড়নে নেক্ষুরস শুক্রয়োর্লাভাৎ।

(৩) দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধঃ।
মূত্রস্রোতঃপথে শুক্রং পুরুষস্য প্রবর্ত্তিতে॥
সপ্তমী শুক্রধরা দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধো মূত্রমার্গ নাশ্রিতা সকল শরীর ব্যাপিনী শুক্রং প্রবর্ত্তয়ন্তীতি।
ইতি বাগভটঃ।

স্থ। আচ্ছা, শুক্র ক্ষরণ হয় কেন?

ধা। পুরুষ প্রসন্নমনে স্ত্রীতে রতি-ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হ'লে আহ্লাদে শুক্র ক্ষরণ হ'য়ে থাকে। (১) কারো কারো মতে কামপ্রযুক্ত স্ত্রী-লোককে দেখ্‌লে, স্পর্শ কল্লে, ধ্যান কল্লে, স্ত্রীলোকের শব্দ শ্রবণ কল্লে কিম্বা সহবাস কল্লে শুক্র ক্ষরণ হ'য়ে থাকে। (২)

স্থ। আচ্ছা, আপনি যে বল্লেন, শুক্র সকল শরীর ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে, তবে বালকের শুক্র দেখা যায় না কেন?

ধা। এর কারণ আছে, যেমন মুকুলে গন্ধ থাক্‌লে তা অনু-ভব হয় না, সেইরূপ বালকের শুক্র থাক্‌লেও সূক্ষ্মতা বশতঃ তা দেখা যায় না। আর পুষ্প প্রস্ফুটিত হ'লে যেমন তার সৌরভ পাওয়া যায়, সেইরূপ যৌবনকাল উপস্থিত হ'লে তখন শুক্র পুষ্ট হয়, এজন্য সে সময় শুক্র দেখা যায়। (৩)

স্থ। আচ্ছা, যুবক আর যুবতীদের যৌবনকালে পুরুষের

(১) কৃৎস্নদেহস্থিতং শুক্রং প্রসন্নমনসস্তথা।
স্ত্রীষু ব্যায়চ্ছতশ্চাপি হর্ষাত্তাৎ সম্প্রবর্ত্ততে॥

(২) অন্যচ্চ—শুক্রং কামেন কামিন্যা দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি
শব্দসংশ্রবণাৎ ধ্যানাৎ সংযোগাচ্চ প্রবর্ত্ততে॥

(৩) বালানাং শুক্রমস্তে কিন্তু সৌক্ষ্ম্যান্ন দৃশ্যতে।
পুষ্পাণাং মুকুলে গন্ধে যথা সন্নপি নাপ্যতে॥
তেষাং তদেব তারুণ্যে পুষ্টত্বাদ্ব্যক্তিমেতি হি।
কুসুমানাং প্রফুল্লানাং গন্ধঃ প্রাদুর্ভবেদ্‌যথা॥

দাড়ি গোঁপ আর স্ত্রীলোকদের স্তন্যাদি সঞ্চার হয় এর কারণ কি?

ধা। তার কারণ আর কিছুই নাই, শুক্র পুষ্ট হ'লে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের রোম সমূহ জন্মে। অর্থাৎ যৌবনে পুরুষের রোম দাড়ি প্রভৃতি জন্মে আর স্ত্রীলোকের রোমাবলী, স্তন্য এবং আর্ত্তব প্রভৃতি চিহ্ন দেখা যায়। (১)

স্থ। আচ্ছা, শুক্রের লক্ষণ কি?

ধা। শুক্র শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, বল ও পুষ্টিকারক; আর উহা গর্ভের বীজস্বরূপ, শরীরের সার এবং জীবনের প্রধান আশ্রয়। (২)

স্থ। আচ্ছা, এতো গেল শুক্রের সাধারণ লক্ষণ, কিন্তু যে শুক্রে গর্ভসঞ্চার হয় তার লক্ষণ কি প্রকার?

ধা। দ্রব অর্থাৎ তরল, স্নিগ্ধ, মধুর এবং মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত। কারো কারো মতে তৈলেরও ন্যায়। (৩)

স্থ। আচ্ছা, বিশুদ্ধ শুক্রের কি আর কোন লক্ষণ নাই?

ধা। যদিও থাকে, কিন্তু সে লক্ষণ স্বতন্ত্র নয়; পূর্ব্বে যেমন

---

(১) রোমরাজ্যাদয়ঃ পুংসাং নারীণামপি যৌবনে।
জায়তেত্রচ যো ভেদো জ্ঞেয়ো ব্যাখ্যানতঃ স চ॥

(২) শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ॥

(৩) স্ফটিকাভং দ্রবং স্নিগ্ধং মধুরং মধুগন্ধিচ।
শুক্র মিচ্ছন্তি কেচিত্তু তৈল ক্ষৌদ্র মিভঞ্চ তৎ॥

লক্ষণ বলেছি, প্রায় সেই রকম, অর্থাৎ স্নিগ্ধ, ঘন, পিচ্ছিল, মধুররস, অবিদাহী (যা নিঃসরণকালে জ্বালা বা বেদনা করে না) নির্ম্মল এবং স্ফটিকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

সু। এইরূপ শুক্রেই কি গর্ভ হ'য়ে থাকে?

ধা। পুরুষের ঐরূপ শুক্র আর স্ত্রীলোকের বিশুদ্ধ আর্ত্তব সংযুক্ত হ'য়ে গর্ভ হ'য়ে থাকে।

সু। বিশুদ্ধ আর্ত্তব আবার কি?

ধা। স্ত্রীলোকের যে রজঃ পিচ্ছিল নয়, যা নিঃসরণকালে জ্বালা বা বেদনা হয় না, যা তিন বা পঞ্চ রাত্র পর্য্যন্ত থাকে, এবং যার বর্ণ আল্‌তার রঙের ন্যায় স্ত্রীলোকদের মাসিক ঋতুকালে যে রক্ত নির্গত হয়, তাকেই বিশুদ্ধ আর্ত্তব বলে।

সু। তবে অবিশুদ্ধ শুক্র ও আর্ত্তব কাকে বলে?

ধা। যে লক্ষণ বলা গেল, এর বিপরীত হ'লেই তাকে অবিশুদ্ধ বা দূষিত শুক্র ও আর্ত্তব বলে।

সু। কি কারণে শুক্র দূষিত হয়?

ধা। অনেক রকম কারণে শুক্র দূষিত হ'য়ে থাকে। অত্যন্ত ইন্দ্রিয় চালনা দ্বারা অধিক শুক্রপাত, অস্বাভাবিক গমন, উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে সহবাস বা অন্য প্রকারে রেতঃপাত, পারদাদি ব্যবহার, উপদংশ (গরমি) প্রভৃতি রোগ, এবং অনিয়মিত বেশ্যা গমন, এই সকল কারণে শুক্র দূষিত হ'য়ে থাকে।

সু। তবে তো ঐ সকল অত্যাচার বড় দোষ?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? ঐ সকল কারণের মধ্যে

কোন কোন কারণে পুরুষ ও স্ত্রীদের বন্ধ্যাত্ব দোষ পর্য্যন্ত ঘটে থাকে।

স্থ। অবোধ লোকে না বুঝে সামান্য সুখের আশ্রয়ে দারুণ হলাহল পান করে।

ধা। তা আর নয় কি করে বল্‌ব? যাতে দেহ-নাশ এবং পুত্র উৎপাদন শক্তি নষ্ট করে সে তো আর সামান্য বিষ নয়।

সু। তবে অনিয়মিত শুক্রপাত না করাই ভাল।

ধা। তার সন্দেহ কি? অযথা ইন্দ্রিয় চালনা কল্লে, অতিরিক্ত রেতঃপাত দ্বারা শরীর ভেঙে যায়, চেহারা খারাপ হয়, অসময়ে বুড় হ'য়ে পড়ে, সৌন্দর্য্য যায়, আর শুক্রের নানা দোষ ঘটে।

সু। কি রকম দোষ?

ধা। কেন, পূর্ব্বে যে তত দোষের কথা বল্লেম, সেগুলি কি দোষ নয়? শুক্র তরল অর্থাৎ পাতলা হয়, সামান্য বেগে শুক্র নিঃসরণ হ'য়ে থাকে, স্বপ্নদোষ হয়; আর জ্বর প্রভৃতি পীড়ায় শুক্রপাত কল্লে নানা রকম উৎকট পীড়া উপস্থিত হ'য়ে পরমায়ু হ্রাস করে তুলে।

সু। হ্যাঁ, এখন বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম, শুক্রই যখন জীবনের সার, তখন অতিরিক্ত রেতঃপাত যে জীবন ধ্বংসের কারণ সে কথা কি আবার বুঝ্‌তে বাকী থাকে?

ধা। মোটের উপর ঐটী মনে রাখ্‌লেই সকল কথা বুঝা হ'ল। যা হ'ক শুক্র ও আর্ত্তবের বিষয় আবার গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে উপ-

দেশ দেওয়ার সময় ভাল করে বুঝিয়ে দিব। এখন যা যা বল্লেম বেশ করে মনে রেখ।

স্ত্র। মনে তো রাখ্‌বই, তবে এখন আর একটী বিষয় উপদেশ দিন।

ধা। কাল আবার তোমায় গর্ভসঞ্চারের কথা বলে দিব। একদিনে আর বেশী বল্‌ব না। কাল আবার বল্‌ব।

গর্ভসঞ্চার।

সু। আজ অন্য কথা রেখে গর্ভসঞ্চারের বিষয়টী বেশ করে বুঝিয়ে দি'ন।

ধা। পূর্ব্বেই তো বলেছি, পুরুষের বিশুদ্ধ শুক্র আর স্ত্রীর বিশুদ্ধ আর্ত্তব সংযুক্ত হ'য়েই গর্ভ উৎপাদন করে।

সু। হ্যাঁ, সে কথা তো মনে আছে। কিন্তু কিরূপ নিয়মে এবং কত দিনের মধ্যে সংযোগ হ'লে গর্ভসঞ্চার হ'য়ে থাকে, সেইগুলি বলে দি'ন।

ধা। এই কথা? স্ত্রী পুরুষের সহবাসে পরস্পরের জননেন্দ্রিয়ে ঘর্ষণে শরীরের উষ্ণতায় পুরুষের শুক্র দ্রবীভূত হয়। পরে পুরুষের জননেন্দ্রিয় দ্বারা স্ত্রী জননেন্দ্রিয় পথ দিয়ে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে।

সু। আচ্ছা, কেবল কি পুরুষের শুক্র গর্ভাশয়ে পতিত হয়?

ধা। না—পুরুষের শুক্র সঙ্গে আর্ত্তবও গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। যেমন ঘৃতপিণ্ড অগ্নি-সংযোগে গলে যায়, সেইরূপ ঋতুকালে আর্ত্তব পুরুষ সংসর্গে গর্ভাশয়ে গমন করে।

সু। তার পর কি হয়?

ধা। পরে পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তব শোণিতরূপে মিলিত হ'য়ে গর্ভসঞ্চারের বীজরূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

সু। আচ্ছা, পুরুষের শুক্রের ন্যায় স্ত্রীজাতির কি শুক্র নাই?

ধা। থাকবে না কেন? কিন্তু অনেক পণ্ডিতের মতে স্ত্রীশুক্রের গর্ভ জন্মাবার শক্তি নাই।

স্থ। তবে কি স্ত্রী শুক্রের আর কি কোন প্রকার গুণ নাই?

ধা। নাই আবার তোমায় কে বল্লে? স্ত্রী শুক্র দ্বারা স্ত্রী-জাতির বল, বর্ণ ও পুষ্টিসাধন হ'য়ে থাকে।

স্থ। আচ্ছা, পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীজাতির আর্ত্তব মিলিত হ'য়ে গর্ভাশয়ে পতিত হ'লেই তো গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু তাতে জীবের উৎপত্তি কি রকমে হয়?

ধা। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা ঐ সঞ্চিত শুক্র আর্ত্তবে চেতনার সঞ্চার হয়। একেই গর্ভ বলে।

স্থ। আচ্ছা, শুক্র ও আর্ত্তব দূষিত হ'লে গর্ভের কি কোন অনিষ্ট ঘটে?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? বিশুদ্ধ শুক্র ও আর্ত্তব সংযোগে যে গর্ভসঞ্চাব হয়, সেই গর্ভের সন্তান পরিপুষ্ট অর্থাৎ সম্পূর্ণাঙ্গ ও রোগ-শূন্য হয়। আর দূষিত হ'লে গর্ভস্থ সন্তান বিকৃত অঙ্গ ও রোগাক্রান্ত হ'য়ে থাকে।

স্থ। তবে তো যে পিতা-মাতা ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা শুক্র ও আর্ত্তব দূষিত করে, তারা মহাপাপগ্রস্ত আর সন্তানের পরম শত্রু?

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে? দেখ নাই কি, কুষ্ঠ, উপ-দংশ অথবা পারদে আক্রান্ত ব্যক্তির দূষিত শুক্রাদিজাত সন্তানও ঐ সকল রোগাক্রান্ত হ'য়ে থাকে?

সু। আহা! অবোধ মানুষ বুঝে না যে, তারা সংসারের কি ভয়ানক অত্যাচার করে থাকে। আচ্ছা ঐ সকল কারণে যাদের শুক্র অথবা আর্ত্তব দূষিত হয়, তাদের কি সন্তান উৎপাদন করা উচিত?

ধা। কখনই নয়। যদি বংশ ভাল রাখ্‌তে ইচ্ছে হয়, তবে যাদের শুক্র ও আর্ত্তব দূষিত তাদের বিবাহ না করাই ভাল।

সু। সে কথা ঠিক। সন্তানের শরীর, মন, সৌন্দর্য্য এবং পরমায়ু সকলই তবে পিতা মাতার উপর নির্ভর করে?

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে? পিতা মাতার স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার উপরই সন্তানের স্বাস্থ্য ও সদ্‌গুণ নির্ভর করে।

সু। আচ্ছা, ঋতুর সময় হ'তে কতদিন পর্য্যন্ত গর্ভসঞ্চার হ'তে পারে?

ধা। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভাশয়ে বীজ অবস্থিতি হয়। আর সূর্য্য অস্তগত হ'লে পদ্ম যেমন ক্রমে ক্রমে মুকুলিত হয়, সেইরূপ জরায়ু সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। (১)

---

(১) ঋতৌ বিকাশোভবতি যোনিঃ কমলপত্রবৎ।
গর্ভাশয়ে ততঃ শুক্রং ধাতুনা চ সমন্বিতং॥
এবং যোনিষু শুদ্ধাসু গর্ভং বিন্দন্তি যোষিতঃ।
অন্যকালে মুকুলা যোনির্ভবতি যোষিতাং॥
শুক্রং সৃজ্যমতোযোনৌ নেতি গর্ভাশয়ং শনৈঃ।
পরং সঙ্কোচ মাপ্নোতি দীনেঽতীতে যথাম্বুজং॥

স্থু। আচ্ছা, ডাক্তারিমতে গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে শুক্রের বিষয় কি রকম মত?

ধা। সে মতে আর এ মতে বড় প্রভেদ নাই। ডাক্তারিমতে শুক্র আঠার ন্যায় আর ডিমের ভিতর যেমন শাদা পিচ্ছিলবৎ পদার্থ থাকে, শুক্রও সেইরূপ পদার্থ।

স্থু। আচ্ছা, শুক্র তো ঐ রকম পদার্থ, তবে তাতে সন্তান জন্মে কি রকমে?

ধা। তার কারণ এই শুক্রের ভিতর এক প্রকার কীটাণু* আছে। তা হ'তেই জীবের সঞ্চার হয়।

স্থু। সে আবার কি?

ধা। তাও কি জান না? অনুবীক্ষণ নামে এক প্রকার যন্ত্র আছে, তাতে দেখ্‌লে শুক্রের ভিতর বেঙাচির মত এক প্রকার কীটাণু দেখা যায়। সেই কীটাণুর লেজ ও মাথা আছে।

স্থু। আচ্ছা, সেই কীটাণু কি নড়্‌তে চড়্‌তে পারে?

ধা। পারে বৈ কি? জলে যেমন বেঙাচি সাঁতার দেয়, তারাও আবার সেইরূপ শুক্রের ভিতর লেজ নেড়ে নেড়ে বেড়ায়।

স্থু। এই সঙ্গে আবার একটী কথা জেনে রাখি। যে কীটাণুর কথা বল্লেন, তারা কতক্ষণ বেঁচে থাকে?

ধা। শুক্র নির্গত হ'লে সেই কীটাণু চব্বিশ ঘণ্টা বাইরে বেঁচে

* ইংরাজীতে তাহাকে স্পারমেটোজোয়া কহে

থাকে, আর স্ত্রীলোকের যোনি ও জরায়ুতে থাক্‌লে সাত আট দিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে।

সু। তারা কি কি কারণে মরে?

ধা। শুক্রে জল লাগ্‌লে, অম্ল দ্রব্য কিম্বা কষায় জিনিস স্পর্শ হ'লেই মরে যায়।

সু। তবে তো সহবাসের পরই ঠাণ্ডা জল কোন রকমে শুক্রে লাগা বড় দোষ?

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে? আর দেখ নাই কি, প্রদর প্রভৃতি রোগে যোনি হ'তে এক প্রকার অম্ল রস নির্গত হ'য়ে থাকে, তাতেও ঐ সকল কীটাণু মারা পড়ে। এজন্যই প্রায় দেখা যায় ঐ সকল রোগাক্রান্তা স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, ঐ সকল কীটাণুগুলির কি প্রাণ আছে?

ধা। যদিও এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু সেই কীটাণু হ'তেই যে, জীবের উৎপত্তি হয়, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

সু। আচ্ছা, পুরুষের শুক্রে যদি কোন কারণে ঐ কীটাণু নষ্ট হয় তবে কি সেই শুক্রে গর্ভ হ'তে পারে?

ধা। তা কেমন করে হ'বে। পরীক্ষাতে প্রমাণ হ'য়েছে, শুক্র হ'তে ঐ সকল কীটাণু ছেঁকে ফেলে, সেই শুক্র জরায়ুতে প্রবেশ করান হ'য়েছে বটে কিন্তু তদ্দারা গর্ভ জন্মে নাই।

সু। তবে এখন স্পষ্ট বুঝা গেল, পুরুষের শুক্রস্থ ঐ সকল কীটাণুই গর্ভসঞ্চারের একমাত্র কারণ।

ধা। ঠিক বলেছ।

সু। আচ্ছা, আপনি যে পূর্ব্বে বল্লেন পুরুষের শুক্র আর স্ত্রীর আর্ত্তব জরায়ুতে মিশে গর্ভসঞ্চার হয়, কোন কারণে কি এর ব্যাঘাত হ'তে পারে?

ধা। হয় বৈ কি? জরায়ুতে যদি কোন দোষ না থাকে আর শুক্রাদি নির্দ্দোষ হয় তবেই তো আর্ত্তবের সহিত মিশ্রিত হ'বে, নতুবা অন্যথা হয়। (১)

সু। ভাল কথা, সকল ঋতুতেই সহবাসে গর্ভসঞ্চার হয় না কেন?

ধা। তার কারণ আছে, ঋতুকালে জরায়ু, বাত, পিত্ত ও কফ দ্বারা আবৃত থাক্‌লে ভালরূপ বিকাশ হয় না, কাজেকাজেই গর্ভাশয়ে বীজ প্রবেশ কর্‌তে পারে না। এই কারণে সকল ঋতুতে গর্ভসঞ্চার হ'তে ব্যাঘাত হয়। (২)

সু। আচ্ছা, শুক্র ও আর্ত্তব মিশ্রিত হ'য়ে যেন গর্ভবীজ বা গর্ভসঞ্চার হ'ল, কিন্তু তা আবার হস্তপদাদি ধারণ করে বৃদ্ধি পায় কি প্রকারে?

ধা। গর্ভাশয়স্থ সেই বীজ শরীররূপে পরিণত হয়। যেমন সোণা কিম্বা রূপা প্রভৃতি কোন ধাতু অগ্নিসন্তাপে গলিত হ'লে

---

(১) ঋতুকালে সদা শুক্রং নির্দ্দোষং যোনিসংস্থিতং।
তদা তদ্বায়ুনা স্পৃষ্টং স্ত্রীরক্তেনৈকতাং ব্রজেৎ॥

(২) ঋতাবপি চ যোনিশ্চেৎ বাতপিত্তকফাবৃতা।
নৈব তস্যা বিকাশিত্বং নৈব তস্যাং প্রজায়তে॥

যেরূপ আকারের পাত্রে স্থাপন করবে, সেইরূপ আকার ধারণ করে, গর্ভাশয়স্থ বীজও তদ্রূপ আকারবিশিষ্ট হয়। এবং জননীর ভুক্ত দ্রব্যের রস দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। (১)

সু। আর একটী কথা, গর্ভাশয়ে শুক্র ও শোণিত মিশ্রিত হ'লে প্রথমে কিরূপ আকার থাকে?

ধা। এই কথা? প্রথম দিনে বুদ্‌বুদাকার ধারণ করে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত সেইরূপ অবস্থায় থাকে, পরে অর্ব্বুদাকার ধারণ করে। (২)

সু। এরূপ অবস্থায় কতদিন থাকে?

ধা। এক সপ্তাহ এইরূপ অবস্থায় থেকে দুই সপ্তাহে মাংস ও রক্ত সঞ্চার হয়, পরে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়। (৩)

সু। আচ্ছা, কতদিনে গর্ভে সন্তানের হস্ত পদাদি সঞ্চার হয়?

ধা। তার পর পঁচিশ দিনে সেই মাংসপিণ্ড হ'তে মাষকলাই পরিমাণ মস্তক, দুই পদ, দুই হস্ত এবং কটী অঙ্গ সঞ্চার হয়। (৪)

(১) বীজাত্মকৈর্ম্মহাভূতৈঃ সূক্ষ্মাঃ সত্বানুগৈশ্চ সঃ।
মাতুরাহারজরসৈঃ ক্রমাৎ কুক্ষৌ বিবর্দ্ধতে॥

(২) ততঃ শুক্রাসৃগেকত্বমেকাহাৎ কলনং ভবেৎ।
পঞ্চরাত্রেণ কলনমর্ব্বুদাকারতাং ব্রজেৎ॥

(৩) অর্ব্বুদং সপ্ত রাত্রেণ মাংসপেশী ভবেত্ততঃ।
দ্বিসপ্তাহে ততঃ পেশী রক্তমাংসোদৃঢ়ো ভবেৎ॥

(৪) বীজস্যেবাঙ্কুরাঃ পেশ্যাঃ পঞ্চবিংশতি রাত্রিতঃ।
ভবন্তি মাষমাত্রেণ পঞ্চধা জায়তে পুনঃ॥

সু। কত দিনে আর আর অঙ্গের অনুষ্ঠান হয়?

ধা। তার পর ক্রমে ক্রমে মস্তক, ঘাড়, গলা, পিঠ, বুক, পেট, হাত, পা ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষ চিহ্ন, কটিদেশ, প্রভৃতি দুই মাসে বিভক্ত হয়, আর তিন মাসে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। (১)

সু। আচ্ছা, সুখ দুঃখ বোধ সম্বন্ধ ও অঙ্গুলি প্রভৃতি কত দিনে সঞ্চার হয়?

ধা। চারি মাসে সুখ দুঃখ সম্বন্ধ আর পাঁচ মাসে হাত পায়ের আঙুল সকল হ'য়ে থাকে। (২)

সু। শরীরের বর্ণ ও হাত পায়ের নখ কত দিনে হয়?

ধা। ছয় মাসে পদদ্বয়, শরীরের বর্ণ আর হস্ত পদের নখ এবং শরীরে অস্থি সঞ্চার হ'য়ে থাকে। (৩)

সু। ঈশ্বরের কি চমৎকার কৌশল! এই সকল ভাব্‌তে গেলে অবাক হ'য়ে থাক্‌তে হয়। আচ্ছা, জিহ্বা, নাভি প্রভৃতি কতদিনে হয়?

---

(১) গ্রীবা শিরশ্চ স্কন্ধশ্চ পৃষ্ঠোবক্ষ স্তথোদরং।
পাণিপাদং তথামেঢ্রং কটিপার্শ্বং তথৈব চ।
মাসদ্বয়েন সর্ব্বাণি ক্রমশশ্চ ভবন্তি হি।
ত্রিভির্ম্মাসৈঃ প্রজায়ন্তে সর্ব্বাঙ্গাঙ্কুরসন্ধয়ঃ॥

(২) আত্মভূতগুণস্যেতি চতুর্থে স্পার্শনং ভবেৎ।
মাসৈঃ পঞ্চভিরঙ্গুল্যঃ প্রজায়ন্তে যথাক্রমং॥

(৩) মুখং নাসা চ কর্ণে চ জায়ন্তে চাপি চক্ষুষী।
'ষষ্ঠে চরণবর্ণস্তু নখাস্থাঞ্চাপি সম্ভবঃ॥

ধা। ছয় মাসের মধ্যেই দন্ত, নাভি, জিহ্বা আর কর্ণদ্বয়ের ছিদ্রগুলি হ'য়ে থাকে। (১)

সু। এ তো গেল ষষ্ঠ মাসের কথা। সপ্তম মাসে তবে কি কি সঞ্চার হয়?

ধা। মন, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, নাড়ী, স্নায়ু, চিত্ত, চৈতন্য এই সকল, আর অষ্টম মাসে স্মরণশক্তি জন্মে। (২)

সু। আচ্ছা, অষ্টম মাস পূর্ণ হ'লে কি কি সঞ্চার হয়, এখন সেইগুলি বলে দিন।

ধা। এ সময় সন্তানের হস্ত পদাদি অঙ্গ সকল ও নখাদি সুস্পষ্ট হয়। এবং মস্তকে চুল জন্মে। ফলকথা এই সময় গর্ভ পূর্ণতা পায়; গর্ভস্থ সন্তান মাতা হ'তে আর মাতা সন্তান হ'তে ধমনী সমূহ দ্বারা পরস্পর রস গ্রহণ করে থাকে। এই সময় সর্ব্বদা গর্ভবতীকে কষ্ট ও গ্লানিযুক্ত দেখা যায়। (৩)

---

(১) দন্তশ্রেণিস্তথা নাড়ীরসনা চ প্রবর্ত্ততে।
কর্ণয়োশ্চ ভবেচ্ছিদ্রং ষণ্মাসাভ্যন্তরেঽপিচ॥

(২) মনসা চেতসা যুক্তং নাড়ীস্নায়ু শিরাং ততঃ।
সপ্তমে চাষ্টমে মাসি তথা সম্মৃতিমানপি॥

(৩) অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পূর্ণং শিরঃ কেশাসমন্বিতং।
বিভক্তাবয়বস্পষ্টঃ পূর্ণমাসাষ্টমেন তু॥
কলেবরস্য পূর্ণাত্বাদষ্টমে মাসি বৈ পুনঃ।
রসবাহিধমনীভিঃ গর্ভমাত্রোঃ পরস্পরঃ॥

সু। বাস্তবিকই কি অষ্টম মাসে গর্ভস্থ শিশু পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়?

ধা। হ্যাঁ, এইমাত্র তো সে কথা তোমায় বলে দিলেম। তবে কোন কোন মতে সাত মাসেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দেখ নাই কি সাতাশে ছেলে বেঁচে থাকে? *

সু। ভাল কথা আর একটী বিষয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভুলে গ্যাছি।

ধা। কোন্ বিষয় ভুল হ'য়েছে?

সু। কেন, গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে ও গর্ভ হ'লে সহবাস কি নিয়ম করা উচিত সে বিষয়ে তো কিছুই বল্লেন না।

ধা। ঠিক কথা। আমিও ভুলে যাচ্ছিলেম। যা হ'ক বেশ মনে করেছ, বলি শোন;—

(ক) যখন কোন কারণ বশতঃ সহবাসে ইচ্ছা থাকে না, সে সময় বন্ধ করা উচিত।

(খ) স্বামী মাতাল অবস্থায় থাক্‌লে সহবাস অবিধি।

(গ) গর্ভে সন্তান থাক্‌লে সহবাস নিষেধ।

ওজঃ সংগৃহ্যতে শশ্বদত্রাপি চ মুহুর্মুহুঃ।
গর্ভিণী হৃষ্টযুক্তাপি গ্লানিযুক্তা ভবেত্তদা॥

ইতি চরকঃ।

* সর্ব্বসর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবৈঃ পুষ্যতি সপ্তমে।
অতএব হি স্বাতন্ত্রস্তত্র জীবতি বালকঃ॥

(ঘ) স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা বা অন্য কোন শারীরিক পীড়ায় অথবা ঋতুকালে সহবাস নিষিদ্ধ।

(ঙ) কোন পীড়া হ'তে আরোগ্য লাভ কচ্ছে এমন সময় সহবাস অকর্ত্তব্য।

সু। আচ্ছা, এই সকল অবস্থায় সহবাস নিষেধ কেন?

ধা। ঐ সকল সময় সহবাসে সন্তান জন্ম গ্রহণ কল্লে, সন্তানের সেই সেই রোগের কিছু অংশ পাবার সম্ভব।

সু। তবে তো এ রকম সহবাসে বড় ভয়ের কথা? আচ্ছা, স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় সুস্থ থাক্‌লে কি কি উপকার?

ধা। স্বাস্থ্য ভাল থাক্‌লে গর্ভকালীন মারিভয় অথবা অন্যান্য কোন পীড়া আক্রমণ করতে পারে না। এমন কি গর্ভ-রোগ পর্য্যন্ত ঘটে না।

সু। আপনার কথায় বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম, একমাত্র সহবাসেই নানা প্রকার অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে? স্ত্রীলোকের যদিও গর্ভ না হয়, তবুও অসুস্থ অবস্থায় সহবাস সম্পূর্ণ নিষেধ। কারণ অসুস্থ অবস্থায় সহবাস কর্‌লে গর্ভবতী ও সন্তান উভয়েরই অনিষ্ট হ'বার কথা। গর্ভাবস্থায় স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক শয্যায় শয়ন করা ভাল। আর এও মনে রেখ যদি কোন কারণে গর্ভস্রাব হয়, তবে গর্ভ-স্রাব হওয়ার এক মাস পরে সহবাস করা উচিত।

সু। মোটের উপর এই তবে বুঝ্‌লেম্ গর্ভাবস্থায় খুব সতর্ক থাকা আবশ্যক।

ধা। তা নয় তো কি? যখন গর্ভবতী সুস্থ থাক্‌লে গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে আর গর্ভবতীর অসুখে শিশু অসুস্থ হয়, তখন যতদূর সম্ভব সাবধান হওয়া আবশ্যক। আর এও যেন মনে থাকে, গর্ভবতী স্ত্রীলোক কখনই স্বাধীন নয়, তাকে ছেলের মায়ের ন্যায় ব্যবহার কর্‌তে হয়।

সু। তবে ছেলের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য কামনা কর্‌তে হ'লে গর্ভবতীকে স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়।

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে? কোন্ ছেলের মা ইচ্ছা করে যে, তার দুর্ব্বল ছেলে হ'ক। সুস্থ হৃষ্ট পুষ্ট ছেলে যে, মায়ের স্বাস্থ্য ও সাবধানতার উপর নির্ভর করে গর্ভবতী এইটী যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন।

সু। গর্ভাবস্থায় যেরূপ সাবধান হ'তে হয়, এখন সে সব বুঝ্‌লেম, তবে আর একটী বিষয় উপদেশ দিয়ে আমার কৌতূহল ভঞ্জন করুন।

ধা। আজ এই পর্য্যন্ত থাক, কাল অন্য বিষয় বলে দিব। আমার আজ অধিক সময় নাই, তবে এখন আসি।

কি কারণে বন্ধ্যাত্ব দোষ ঘটে।

ধা। বাছা সুকুমারি! আজ তোমায় এত বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন গা? আজ যেন সে ফুর্ত্তি নাই, সে আমোদ আহ্লাদ নাই, বসে বসে যেন কি ভাব্‌ছ?

সু। আজ আমার মনে একটী বড় কষ্ট হ'য়েছে।

ধা। কি কষ্ট বাছা?

সু। আমার একটী সই আছে, এ পর্য্যন্ত তার ছেলে হয় নাই, তাই বাড়ীর লোকে তার স্বামীর পুনর্ব্বার বিয়ে দেবে। বন্ধ্যা বলে সকলেই তাকে ঘৃণা করে থাকে।

ধা। আমাদের দেশের ইটী বড় ভুল, কারণ স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কার বন্ধ্যাত্ব দোষ ঘটে, তা না জেনে পোড়া দেশে মেয়েদের ঘাড়ে বন্ধ্যাত্ব দোষ দিয়ে থাকে।

সু। সে আবার কি কথা হ'ল? মেয়েরাই তো বাঁজা হ'য়ে থাকে, পুরুষ আবার কোন্ কালে বাঁজা হয়?

ধা। সেই জন্যই তো বল্‌ছি, অনেক সময় পুরুষের দোষে স্ত্রীলোক বাঁজা হয়, পুরুষের দোষ ধরে না, শেষে বেঁড়ে চিল ধরা পড়ে।

সু। আপনার কথার তো কোন ভাবই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। পুরুষের আবার বন্ধ্যাত্ব দোষ জন্মে কেমন করে?

ধা। আচ্ছা, তোমাকে বলে দিচ্ছি। স্ত্রীলোকের সন্তান না হ'লেই তাকে তো বন্ধ্যা অর্থাৎ বাঁজা বলে থাকে?

সু। তা নয় তো আবার কি?

ধা। বেশ কথা! মনে কর যদি পুরুষের দোষে সন্তান না জন্মে, তবে সে দোষটা কার ঘাড়ে পড়্‌বে?

সু। এ রকম হ'লে পুরুষেরই দোষ বল্‌তে হ'বে।

ধা। মনে কর উর্ব্বরা ক্ষেতে বীজ বুনেছ, কিন্তু সকলগুলিতেই কি চারা জন্মে?

সু। তা কি কখন হয়?

ধা। কেন হয় না?

সু। সে স্থলে মনে ক র্‌তে হবে বীজের কোন দোষ আছে, অর্থাৎ যাতে চারা জন্মাবে, সে শক্তি নাই?

ধা। এখন বাছা, পথে এস! সেইরূপ যে সকল পুরুষের শুক্রে সন্তান জন্মান শক্তি নষ্ট হ'য়েছে, সে স্থলে কি হ'বে?

সু। তেমন স্থলে সন্তান হ'বে না।

ধা। ভাল কথা, এখন স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কাকে বন্ধ্যা বল্‌বে?

সু। এ রকম হ'লে পুরুষকেই বল্‌তে হ'বে।

ধা। এখন মনে রাখ, যে সকল পুরুষের সন্তান উৎপাদন শক্তি নাই, তাদের স্ত্রী বিনা দোষে বন্ধ্যাত্ব অপবাদ পায় কি না?

সু। এ রকম হ'লে একের দোষে অন্যে দোষী বটে।

ধা। অনেক স্থলে বেচারিরা এই রকম দোষী হ'য়ে থাকে।

সু। তবে কি স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হয় না?

ধা। তা কেন, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই বন্ধ্যা হ'তে পারে।

সু। আপনার যদি সময় থাকে, তবে আজ বন্ধ্যার বিষয়টী আমাকে বেশ করে বুঝিয়ে দি'ন। আপনার কাছে যে, কতই জ্ঞানের কথা শুন্‌ছি তা আর বল্‌ব কি?

ধা। আচ্ছা, আজ তোমাকে বন্ধ্যার বিষয় বেশ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সু। আগে মেয়েদের কথা বলুন, পরে পুরুষের বন্ধ্যার কথা শুন্‌ব।

ধা। তোমাকে আগেই তো বলেছি, ক্ষেত্রের দোষ থাক্‌লে অর্থাৎ উৎপন্ন কর্‌বার শক্তি যদি স্বাভাবিক না থাকে, তবে সে রকম স্ত্রী স্বাভাবিক বন্ধ্যা বল্‌তে হ'বে।

সু। আচ্ছা, এমন কি কোন উপায় নাই যাতে বন্ধ্যা স্ত্রীর সন্তান হ'তে পারে?

ধা। এর মধ্যে একটা কথা আছে, যারা স্বাভাবিক বন্ধ্যা তাদের সন্তান হয় না।

সু। স্বাভাবিক বন্ধ্যা কি রকম?

ধা। যাদের সন্তান জন্মাবার স্থান এক্‌কালে নষ্ট হ'য়ে যায়, তাদের সন্তান হয় না।

সু। তবে অন্য কারণেও কি বন্ধ্যাত্ব ঘট্‌তে পারে?

ধা। ঘটে বই কি?

সু। অনুগ্রহ করে সে কারণগুলি বলুন না?

ধা। মনে কর যাদের প্রসব দ্বার খুব সংকীর্ণ, জরায়ুর অব-রোধ বা সংকীর্ণতা, যাতে রিপুর উত্তেজনা হয় এ রকম দ্রব্য অতিরিক্ত সেবন, জরায়ু শিথিল কিম্বা স্থানান্তরিত হওয়া, প্রদর, বাধক, অত্যন্ত কামাশক্ত হ'য়ে আত্ম মৈথুন অথবা জরায়ুতে ক্ষত হ'লেও স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হ'য়ে থাকে।

সু। আর কোন কারণে কি স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হয় না?

ধা। হ'বে না কেন? শরীরের দুর্ব্বলতা, পুরাতন রোগ প্রভৃতি কারণেও বাঁজা হ'য়ে থাকে? এ ছাড়া খুব সুখীভাবে থাকা, সহবাসের পরই ঠাণ্ডা-জল ব্যবহার করাতেও বন্ধ্যাত্ব ঘটে।

সু। এখন আপনার কথায় বেশ বুঝা গেল বন্ধ্যাত্ব দোষটা কেবলমাত্র স্ত্রী বেচারাদের উপর না দিয়ে পুরুষদেরও উপর দেওয়া উচিত?

ধা। সে কথা ঠিক। মনে কর পুরুষে ঋতুর সময় সহবাস করে, হয় তো স্ত্রীর আর্ত্তব দূষিত করে দিয়েছে, শেষে দোষটা স্ত্রীর স্কন্ধে পড়্‌ল। কখন বা অতিশয় সহবাসে, অতিশয় রক্তস্রাব বা কষ্ট রজঃ অথবা প্রদর পীড়াতে বন্ধ্যাত্ব ঘটে গ্যাছে। কখন কখন এমনও দেখা যায় নানা প্রকার রোগে পুরুষে শুক্র দূষিত করে বসেছেন, সন্তান না হ'লে শেষে দোষের ভাগটা স্ত্রীর কপালে।

সু। তবে তো পুরুষেরও অনেক দোষ?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? অতি মৈথুন, হস্ত মৈথুন, শুক্রের অল্পতা কিম্বা শুক্র খুব পাতলা হ'লেও বন্ধ্যাত্ব

ঘটে থাকে। আর পুরুষাঙ্গ ক্ষুদ্র হ'লেও শুক্র গর্ভাশয়ে প্রবেশ কর্‌তে পারে না তাতেও গর্ভ হয় না।

সু। তবে তো অনেক রকম কারণেই বন্ধ্যাত্ব ঘটে থাকে?

ধা। থাকে বৈ কি? সহবাস সময়ে স্ত্রীর শয়নের দোষে গর্ভাশয়ে শুক্র প্রবেশ কর্‌তে না পারাতেও গর্ভ হয় না। আর মনে কর বেশ্যা-গমনও একটা ভয়ানক অনিষ্টের মূল।

সু। বেশ্যা-গমনের সঙ্গে আবার বন্ধ্যাত্বের সম্বন্ধ কি?

ধা। না থাক্‌লে বল্‌ব কেন? যারা অতিরিক্ত বেশ্যা-গমন করে, তাদের শুক্র দূষিত হয়; শুধু শুক্র দূষিত কেন, গরমি, শ্বেতের পীড়া, পারদ প্রভৃতির বীজ দ্বারা কুলকামিনীগণের পবিত্র রক্ত, শুক্র প্রভৃতি এমন দূষিত করে দেয়, আর শরীর এমন ভেঙে যায় যে, তাদের গর্ভ জন্মাবার পথে কাঁটা পড়ে।

সু। আচ্ছা, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দোষে বন্ধ্যাত্ব ঘট্‌তে পারে। কিন্তু বন্ধ্যার কি কখন সন্তান হয় না?

ধা। তোমাকে পূর্ব্বেই তো বলেছি, যারা স্বাভাবিক বন্ধ্যা, তাদের সন্তান হওয়ার কোন আশা নাই। তবে দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি কারণে বন্ধ্যা হ'লে জল বায়ু পরিবর্ত্তনেও কখন কখন গর্ভ হ'তে দেখা গ্যাছে।

সু। আহা! সাধারণ লোকে এ সকল কি জানে যে তারা বন্ধ্যাত্ব নিবারণ পক্ষে চেষ্টা কর্‌বে?

ধা। তা বটে। স্ত্রীলোকদের যেমন সাবধান হ'য়ে চলা

আবশ্যক, সেইরূপ পুরুষ গুণধরেরাও যেন ইন্দ্রিয় সংযম করেন, নতুবা স্ত্রীলোক সাবধান হ'লে কি হ'বে?

সু। সে কথা যথার্থ; যখন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই অত্যাচারে বন্ধ্যাত্ব ঘটে, তখন উভয়কেই সাবধান হওয়া আবশ্যক। যা হ'ক আপনার কাছে যে, কত উপদেশ লাভ কল্লেম তা আর বল্‌ব কি?

ধা। তোমাকে কাল আবার আর একটী খুব দরকারী বিষয় বলে দিব। এখন তুমি বন্ধ্যাত্বের কথাগুলি বেশ করে মন দিয়ে বুঝে রাখ।

গর্ভাবস্থায় সাবধানতা।

আহার, স্নান, পরিচ্ছদ, অঙ্গচালনা, মানসিক-উত্তেজনা, সহবাস, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

স্থু। আচ্ছা, গর্ভ-সঞ্চারের কথা তো শুনেছি। কিন্তু কি নিয়মে গর্ভিণীর চলা উচিত, সে বিষয় তো কিছুই বলেন নাই?

ধা। বল্‌বার সময়ও তো যায় নাই। আজ বল্‌ব বেশ মন দিয়ে শোন। গর্ভ-সঞ্চার হ'তে প্রসব পর্য্যন্ত সময়কে গর্ভকাল বলে। গর্ভকালে বিশেষরূপ সাবধান থাকা আবশ্যক।

স্থু। কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধান হ'বে?

ধা। মোটামুটি এই মনে রেখ, শারীরিক ও মানসিক বিষয়ে সাবধান হ'তে হ'বে। কারণ এই সময় কোন রকম দুর্ঘটনা হ'লে তদ্দ্বারা গর্ভিণী ও গর্ভস্থ সন্তান উভয়েরই অনিষ্ট হ'বার কথা।

স্থু। সে কথা ঠিক বটে। গর্ভ-সঞ্চার হ'তেই গর্ভিণীকে সন্তানের মাতা বিবেচনা করে চলা উচিত, কেমন?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? এজন্যই তো ঋষিগণ গর্ভাবস্থায় বিস্তর উপদেশ দিয়ে গ্যাছেন।

স্থু। সে উপদেশগুলি কি?

ধা। গর্ভাবস্থায় নারীগণ সর্ব্বদা উত্তম অর্থাৎ পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি পরিধান কর্‌বে, শুদ্ধচারিণী হ'বে, প্রফুল্ল থাক্‌বে, পুষ্টিকর, লঘু এবং স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন কর্‌বে, ব্যায়াম কিম্বা মন্দ কাজে মন দিবে না, সহবাস, অতিরিক্ত আমোদ, রাত্রি জাগরণ, শোক, রক্তমোক্ষণ, বেগ ধারণ কর্‌বে না। আঘাতাদি দ্বারা গর্ভিণীর যে যে অঙ্গে আঘাত লাগে, গর্ভস্থ সন্তানের সেই সেই অঙ্গ পীড়িত হ'বার সম্ভব। মলিনা, বিকৃত শরীর, কিম্বা হীনাঙ্গী স্ত্রীলোক স্পর্শ কর্‌বে না। দুর্গন্ধ আঘ্রাণ, অথবা অপ্রীতিকর দ্রব্যাদি দর্শন কর্‌বে না। শুষ্ক, পর্য্যুসিত কিম্বা অপক্ক অন্নাদি আহার কর্‌বে না। উচ্চৈস্বরে কথা কিম্বা যে সকল কার্য্যে গর্ভনাশের সম্ভব সে সকল কাজ কর্‌বে না।

স্থু। আচ্ছা, গর্ভাবস্থায় প্রধান আশঙ্কা কি?

ধা। গর্ভস্রাবই প্রধান আশঙ্কা।

স্থু। আচ্ছা, সুস্থ ও অসুস্থ গর্ত্তবতীর কি একরূপ নিয়মে চলা উচিত?

ধা। সে কি? যে স্বভাবতঃ সুস্থ সেও যদি গর্ভাবস্থায় কোন রকম অনিয়ম করে, তবে নানা প্রকার অনিষ্টের কথা। কিন্তু অসুস্থা অথবা দুর্ব্বলা হ'লে যে গর্ত্তবতীকে বিশেষরূপ সাবধানে থাক্‌তে হয়, সে কথা আবার কি বল্‌তে হয়।

স্থু। হ্যাঁ, এখন বুঝ্‌লেম। আচ্ছা, গর্ত্তাবস্থায় সুনিয়মে চল্লে কি উপকার হ'য়ে থাকে?

ধা। গর্ভাবস্থায় যেমন নিয়মে চল্‌বে, প্রসব কালেও সেইরূপ সাহায্য পাওয়া যায়।

স্থ। আচ্ছা, গর্ভাবস্থায় কি গর্ভবতীর কোন রকম পরিশ্রম করা উচিত?

ধা। উচিত বৈ কি? নিয়মিত পরিশ্রম কল্লে সহজে প্রসব হ'য়ে থাকে।

স্থ। তবে তো একেবারে পরিশ্রম না করা বড় দোষ?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? দেখ নাই কি বড় মানুষ্যের মেয়েরা গর্ভ হ'লে একেবারে অঙ্গ ঢেলে থাকে, আদৌ পরিশ্রম করে না।

স্থ। হ্যাঁ, তা দেখেছি বৈ কি? কিন্তু তাতে দোষ কি?

ধা। দোষ এই প্রসবের সময় প্রায় তারা কষ্ট পেয়ে থাকে। আর গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা গর্ভাবস্থায় পরিশ্রম করে থাকে বলে প্রসবে প্রায় কষ্ট পায় না। কিন্তু এই সময় আর একটী কথা বলে রাখি, তাই বলে অতিরিক্ত পরিশ্রম করা কখনই উচিত নয়। যেরূপ শ্রমজনক কাজে গর্ভের অনিষ্ট হ'বার কথা, সেরূপ উৎকট শ্রমজনক কাজ করা সম্পূর্ণ অবিধি।

স্থ। আপনি যে সকল কথা বল্লেন যদিও তা এক রকম বুঝ্‌লেম, কিন্তু আমি এক একটী করে জেনে নেব।

ধা। বেশ তো? যে যে বিষয় সন্দেহ থাকে, যতক্ষণ ভাল করে বুঝ্‌তে না পার, আমায় জিজ্ঞাসা করবে।

স্থ। আচ্ছা, গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত আহারে কি অনিষ্ট হ'য়ে থাকে?

ধা। মনে কর সুস্থশরীরে যখন অতিরিক্ত আহারে কষ্ট হয়, তখন গর্ভাবস্থায় যে, বেশী অনিষ্ট হ'বে সে কথা কি আবার বল্‌তে হয়? গর্ভের প্রথম অবস্থায় প্রায়ই দেখা যায়, গর্ভিণীর বমি হ'য়ে থাকে। সে সময় যখন পাকস্থলী নিয়মিত আহার ধারণ কর্‌তে পারে না, তখন অতিরিক্ত আহারে নিশ্চয়ই বিষময় ফল হয়ে উঠে।

সু। তবে তো বড় দোষ?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? আর একটী দোষ এই, এই অবস্থায় অজীর্ণ রোগ হ'লে খুব অনিষ্টের কথা।

সু। আচ্ছা, সকল মেয়েরাই তো বলে থাকে, গর্ভের সময় অধিক আহার কর্‌লে গর্ভবতীর বল বৃদ্ধি ও সন্তানের পুষ্টিসাধন হ'য়ে থাকে, সেটী কি তবে ভুল?

ধা। ভুল আবার একবার করে? তোমাকে তো পূর্ব্বেই বলেছি; গর্ভ হ'লে স্ত্রীলোকদের ঋতু বন্ধ হয়। সেই রজঃ দ্বারা সন্তানের দেহ পুষ্ট হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, গর্ভসঞ্চারের প্রথম অবস্থায় কিরূপ ক্ষুধা থাকে?

ধা। প্রথম চারি মাস পর্য্যন্ত অনেকেরই বমন ও ক্ষুধা-মান্দ্য হ'য়ে থাকে। সুতরাং এ সময় অতিরিক্ত আহারে অনিষ্টেরই কথা।

সু। আচ্ছা, গর্ভের প্রথম অবস্থায় অধিক আহারের দোষ বুঝ্‌লেম। কিন্তু প্রসবের পূর্ব্বে অধিক আহারে কোন দোষ আছে কি?

ধা। আছে বৈ কি? প্রসবের তুই এক মাস পূর্ব্বে অধিক আহারে উদরে অধিক মল সঞ্চয় হ'য়ে 'থাকে, তদ্দারা প্রসবের সময় অধিক কষ্ট হ'বারই সম্ভব।

সু। আচ্ছা, আপনি এইমাত্র বল্লেন গর্ভের প্রথম অবস্থায় অনেকেরই বমি কিম্বা বমির ভাব হ'য়ে থাকে, তা নিবারণের কোন উপায় নাই কি?

ধা। থাক্‌বে না কেন? প্রাতে ঘুম হ'তে উঠ্‌বার সময় অল্প পরিমাণে বল্‌কা তুধ অথবা সোডাওয়াটার পান কর্‌লে সহজেই নিবারণ হ'য়ে থাকে।

সু। তবে তো এ বেশ সহজ উপায়?

ধা। তা নয় তো কি? এ সময় আর একটী কথা মনে রেখ। অর্থাৎ কোন উত্তেজক দ্রব্য আহার করা উচিত নয়। আর অতিরিক্ত আহার যেমন অপকারী, সেইরূপ আবার প্রয়োজনের কম আহার হ'লেও অত্যন্ত অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, গর্ভাবস্থায় অনেকেই অম্ল ও পোড়া মাটী খেয়ে থাকে, তাতে কি কোন দোষ আছে?

ধা। অল্প পরিমাণে খেলে কোন অপকার না হ'বার কথা। পোড়া-মাটী অধিক খেলে পেটের পীড়া হওয়ার সম্ভব।

সু। আহারের বিষয় এক রকম বুঝ্‌লেম।

ধা। তবে আবার কোন্ বিষয় বাকী থাক্‌ল?

সু। কেন, স্নানের বিষয় তো কোন কথাই বলেন নাই?

ধা। ঠিক বটে। কোন অসুখ ভিন্ন নিত্য স্নান করাই ব্যবস্থা।

সু। আচ্ছা, স্নানে উপকার কি?

ধা। স্নানে শরীরের জড়তা ঘুচে যায়, গাত্র-চর্ম্ম পরিষ্কার হয়, এবং অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, কি রকম জলে স্নান করা উচিত?

ধা। বার মাস যে জলে স্নান অভ্যাস সেই জলে স্নান কল্লেই চল্‌তে পারে। তবে কারো কারো মতে শীতকালে ঈষ-দুষ্ণ জলে স্নান কল্লে ভাল হয়।

সু। শীতের জন্যই বুঝি এ রকম ব্যবস্থা?

ধা। গর্ভাবস্থায় শীতল বাতাস কিম্বা শীতল জলে গর্ভস্রাবের সম্ভব।

সু। তবে তো ঠাণ্ডা লাগা বড় দোষ?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? আর একটী কথাও মনে রেখ, স্নানের পরই শুষ্ক কাপড়ে বেশ করে গা পুঁচে ফেলা আবশ্যক। ভিজে কাপড় শীঘ্রই ত্যাগ করা উচিত।

সু। আচ্ছা, গর্ভাবস্থায় বেশ করে গাত্রমার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য, কেমন?

ধা। তা ঠিক, এ স্থলে আর একটী কথা মনে রেখ, গর্ভের প্রথম অবস্থায় গর্ভবতীরা নিজেই অঙ্গ-মার্জ্জনা করতে সমর্থ হয়, কিন্তু গর্ভের শেষ অবস্থায় তারা প্রায় অঙ্গ-মার্জ্জনা করতে পারে না, এজন্য অন্য স্ত্রীলোক দ্বারা অঙ্গ-মার্জ্জনা করান আবশ্যক। আর এও জেন আসন্না গর্ভবতীকে নদী বা পুষ্করিণীতে অবগাহন করতে দেওয়া উচিত নয়।

স্থু। আচ্ছা, আপনি যে বল্লেন গর্ভিণী পরিষ্কার বস্ত্র ব্যবহার কর্‌বে, তা ছাড়া আর কি কোন প্রকার নিয়ম নাই?

ধা। থাক্‌বে না কেন? পরিষ্কার বস্ত্র তো ব্যবহার কর্‌বেই, তা ছাড়া কাপড় খুব কসে পর্‌বে না। আর শীতকালে যাতে শরীর গরম থাকে, এরূপ কাপড় ব্যবহার কর্‌বে। গর্ভাবস্থায় ঠাণ্ডা বাতাস কিম্বা ঠাণ্ডা লাগ্‌লে কি রকম অপকার হয়, তা কি মনে নাই?

স্থু। আছে বৈ কি? অত্যন্ত শীতল হাওয়া লেগে গর্ভস্রাব হ'তে পারে। ভাল কথা আর একটী খটকা ভেঙে নিই। গর্ভা-বস্থায় কি রকম অঙ্গচালনা করা উচিত?

ধা। এই কথা? আচ্ছা, আমি এক এক করে বলি মনে রেখ।

(ক) গর্ভের প্রথম তিন চারি মাস সিঁড়ি ভেঙে উপর নীচে কর্‌বে না।

(খ) খুব জোর করে কোন জিনিস তুল্‌বে না।

(গ) গাড়ী বা পাল্কী প্রভৃতি আরোহণ করে দূর দেশে যাতা-য়াত কর্‌বে না।

(ঘ) একেবারে অঙ্গচালনা বন্ধ বা অতিরিক্ত শ্রম কর্‌বে না। নিয়মিত অঙ্গচালনা দ্বারা পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি এবং প্রসব সময় কষ্ট অল্প হ'য়ে থাকে।

স্থু। তবে তো নিয়মিতরূপ অঙ্গচালনায় খুব উপকার?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? একবারে অঙ্গচালনা

বন্ধ করলে কেবল যে, গর্ভবতীর অপকার হয় এরূপ নয়, কখন কখন গর্ভস্থ শিশুকে মারা পড়্তে দেখা যায়।

সু। ওঃ কি সর্ব্বনাশ! এমনও বিপদ হ'তে পারে? আচ্ছা, এই সময় আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করে নিই। এই যে লোকে বলে থাকে গর্ভাবস্থায় গর্ভবতীকে কোন রকম ঔষধ সেবন করতে দিবে না, এ কথা কি ঠিক?

ধা। সেটী বড় ভুল। মনে কর যদি গর্ভবতীর কোন রোগ হয় তবে কি ঔষধ দিয়ে আরাম করবে না? তবে কথা হচ্ছে এই খুব বিবেচনা করে ঔষধ দিতে হয়। অত্যন্ত উত্তেজক কিম্বা বিরেচক ঔষধ দিবে না। আর বহুদর্শী সুচিকিৎসক দিয়ে গর্ভবতীর চিকিৎসা করা উচিত।

সু। আচ্ছা, উত্তেজক আর বিরেচক ঔষধ সেবনে দোষ কি?

ধা। তদ্দ্বারা গর্ভস্রাব হওয়ার সম্ভব।

সু। তবে তো খুব বিবেচনা করে গর্ভবতীর চিকিৎসা করতে হয়?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? গর্ভাবস্থায় যাতে কোষ্ট পরিষ্কার থাকে, তার ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ কোষ্ট পরিষ্কার না হ'লে অনেক রকম রোগ হওয়ার সম্ভব।

সু। তবে কোষ্ট বদ্ধ হ'লে কি করা উচিত?

ধা। কেন, মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবহার কল্লেই তো সে আশঙ্কা ঘুচ্‌তে পারে?

সু। আচ্ছা, কি রকম নিয়মে চল্লে গর্ভবতী নিরাপদ থাক্‌তে পারে?

ধা। উপযুক্ত আহার, পরিমিত পরিশ্রম, নিয়মিত অঙ্গচালনা, আবশ্যক মত নিদ্রা, প্রত্যূষে নিদ্রা হ'তে উত্থান এই সকল নিয়ম পালন কল্লে প্রায় কোন রকম রোগ ভোগ কর্‌তে হয় না।

স্থ। গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা সুস্থ মনে থাকা উচিত, কেমন নয় কি?

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে? শরীরের সঙ্গে মনের এরূপ নিকট সম্বন্ধ যে, মন অসুস্থ হ'লে শরীরও অসুস্থ হয়, তখন মন সুস্থ না থাক্‌লে শরীর সুস্থ থাক্‌বে কেমন করে? গর্ভাবস্থায় রাগ, দ্বেষ, শোক কিম্বা দুঃখে আক্রান্ত হ'লে শুধু গর্ভবতী কেন, গর্ভস্থ শিশুর পর্য্যন্ত অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।

স্থ। তবে গান বাজনা প্রভৃতি আমোদে লিপ্ত থাকা ভাল, কেমন?

ধা। না—না—নৃত্য-গীতাদি দর্শন কিম্বা শ্রবণে মন উত্তেজিত হ'য়ে উঠে। যাতে মনের উত্তেজনা হ'য়ে উঠে, সে কাজ করা বড় দোষ। এজন্য কোন ভয়ানক ঘটনা দর্শন কিম্বা অন্ধকার ঘরে একাকিনী থাকা উচিত নয়। কারণ তাতে ভয় পাওয়ার সম্ভব। ফলকথা যাতে শরীর ও মনের কোন রকম অনিয়ম বা অত্যাচার ঘটে সেরূপ কাজ কর্‌তে দেওয়া অনুচিত।

স্থ। হ্যাঁ, এখন বেশ বুঝ্‌লেম।—এ রকম করে যদি প্রত্যেক স্ত্রীলোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তবে কি আর কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটে?

ধা। তুমি এই সকল শিখে আবার পাড়ার মেয়েদের শিখিয়ে দিবে, তা হ'লেও তো বিস্তর উপকার হ'তে পারে।

স্ব। সে কথা আবার একবার করে? আর কি সময় বৃথা নষ্ট করব? এ সব শিক্ষা যা'তে দেশময় লোকে জান্‌তে পারে তার চেষ্টা পাব।

ধা। তবে আজ এই সব বিষয় বেশ মন দিয়ে অভ্যাস কর, কা'ল আবার আর একটী বিষয় বলে দিব।

গর্ভ-লক্ষণ

ধা। আজ কোন্ বিষয় জান্‌বার ইচ্ছা করেছ?

স্থ। গর্ভ হ'লে কি কি লক্ষণ দেখে গর্ভ্ভ-সঞ্চার হয়েছে বলে জানা যায়?

ধা। এই কথা? গর্ভ হ'লে এত লক্ষণ আছে যে, যে নিতান্ত নির্ব্বোধ সেও বুঝ্‌তে পারে।

স্থ। অনুগ্রহ করে সেগুলি বলুন না?

ধা। কেন, ঋতু বন্ধ হ'লে গর্ভ হয়েছে বলে জান্‌বে?

স্থ। আর কোন কারণে কি ঋতু বন্ধ হয় না?

ধা। হয় বৈ কি? এমনও দেখা যায়, কারো কারো আত্ম ঋতু হ'য়ে আবার দুই তিন মাস মাসিক ঋতু বন্ধ হয়। এরূপ অবস্থায় গর্ভ্ভ বলা যায় না।

স্থ। তবে ঋতু বন্ধ হওয়া তো গর্ভ্ভ লক্ষণ বলা যায় না?

ধা। যাবেনা কেন? মনে কর যার মাসে মাসে ঋতু হচ্ছে, তার পর একেবারে দুই তিন মাস বন্ধ হ'য়ে গেল, তখন জান্‌বে গর্ভ হ'য়েছে।

স্থ। আচ্ছা, আর কোন রোগে কি মাসিক ঋতু বন্ধ হয় না?

ধা। হ'বে না কেন? কিন্তু কথা হ'চ্ছে এই ঋতু বন্ধ

হওয়া ভিন্ন আরও অনেক লক্ষণ আছে, সেগুলিতে গর্ভ লক্ষণ জানা যায়। আর এও মনে রেখ অন্য কোন রোগে ঋতু বন্ধ হ'লে সেই রোগের লক্ষণও প্রকাশ পায়।

সু। তবে বলুন আর কি লক্ষণ দেখে গর্ভসঞ্চার জানা যায়?

ধা। উটি হ'ল প্রথম চিহ্ন; তার দ্বিতীয় লক্ষণ গর্ভ হ'লে প্রায় বমির ভাব, অরুচি, আহারে অনিচ্ছা হ'য়ে থাকে।

সু। এই সকল লক্ষণ কি রোগের মধ্যে ধরা যায়?

ধা। না, গর্ভ হয় নাই, অথচ যদি ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তবে তাকে রোগের মধ্যে ধরা যায়। আর এও জেন গর্ভবতীর ঐ সকল লক্ষণ মঙ্গলজনক ভিন্ন কখন অমঙ্গল বলা যায় না। যাদের ঐ সকল অসুখের চিহ্ন দেখা দেয় না, তাদের গর্ভস্রাব হওয়ার সম্ভব।

সু। তবে তো অসুখ কখন কখন মঙ্গলের কারণ হ'য়ে উঠে?

ধা। উঠে বৈ কি? গর্ভবতী স্ত্রীলোকের অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হ'লে চিকিৎসার কোন আবশ্যক নাই।

সু। এই তো দুটী লক্ষণ বল্লেন, আর লক্ষণ আছে কি?

ধা। আছে বৈ কি? স্তন দেখে গর্ভ জানা যায়।

সু। সে আবার কি?

ধা। কেন, দেখ নাই কি, গর্ভ হ'লে স্তন দ্বয়ের পরিবর্দ্ধন হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ বড় ও দৃঢ় হয়, বোঁটা উঁচু হ'য়ে ফুলে উঠে, আর বেদনা হয়।

সু। তবে ঐ সকল লক্ষণ দেখ্‌লে গর্ত্ত হ'য়েছে, মনে কর্‌তে হ'বে?

ধা। হ'বে বৈ কি? তা ছাড়া স্তনের শিরগুলি নীলবর্ণ হ'তে দেখা দেয়। আর স্তন বোঁটার স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্ত্তন হ'য়ে কালবর্ণ হয়।

সু। আচ্ছা, এই সকল পরিবর্ত্তন কত দিনে হ'য়ে থাকে?

ধা। প্রায় দুই তিন সপ্তাহেই পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তবে দৃঢ়কায় স্ত্রীলোকদের প্রায় দুই তিন মাস মধ্যে পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, স্তনের কি আর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না?

ধা। হয় বৈ কি? স্তনে দুধ দেখা দেয়; আর যা পরিবর্ত্তন হয়, তা সন্তান হওয়ার পর আঁতুড় ঘরে দেখা যায়।

সু। আর কোন লক্ষণে গর্ভ জানা যায় কি?

ধা। যায় বৈ কি? তলপেট উঁচু হ'য়ে উঠে। দ্বিতীয় মাস হ'তেই ক্রমে উঁচু হ'তে থাকে।

সু। আর কোন কারণে কি তলপেট উঁচু হয় না?

ধা। হয় বৈ কি? যদিও উদরী কিম্বা গুল্ম প্রভৃতি রোগে উঁচু হয় কিন্তু তার লক্ষণ দেখে বুঝা যায়।

সু। গর্ভাবস্থায় তলপেট উঁচু হয় কেন?

ধা। তার কারণ এই, অধিক পরিমাণে রক্ত জরায়ুর দিকে যাওয়াতে জরায়ুর ভার ও পূর্ণতা বোধ হয়।

সু। আচ্ছা, আর কোন লক্ষণে কি গর্ভ জানা যায়?

ধা। যায়; ছেলে নড়া চড়া দেখে স্পষ্ট বুঝা যায় গর্ভ হ'য়েছে। গর্ভের প্রথমেই শিশুর সামান্য অবয়ব হ'য়ে যখন জীবিত হয়, তখন তাকে ভ্রূণ বলে। এই ভ্রূণ গর্ভের ভিতর নড়ে। ফলকথা এই সময় গর্ভবতীকে খুব সাবধানে থাক্‌তে হয়।

সু। সাবধান না হ'লে কি হয়?

ধা। ও সর্ব্বনাশ! সাবধান না হ'লে গর্ভপাত হ'তে পারে। শিশুর যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাড়্‌তে থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তার নড়া চড়াও বাড়ে।

সু। আচ্ছা, সকল গর্ভে কি একরূপ নিয়মে শিশু নড়ে চড়ে?

ধা। তা কি কখন হয়? গর্ভের মধ্যের সময় অর্থাৎ সাড়ে চারি মাস নড়্‌বার উপযুক্ত সময়। কোন কোন গর্ভবতী স্ত্রী-লোক তিন মাসে শিশুর নড়া চড়া বুঝ্‌তে পারে। কতকগুলি স্ত্রীলোক ছয় মাসে নড়া চড়া অনুভব কর্‌তে পারে। কেউ কেউ আবার আট নয় মাসে অনুভব করে থাকে। আবার কোন কোন শিশু আদৌ নড়ে চড়ে না।

সু। তবে তো সকলের পক্ষে একরূপ নিয়ম নয়, একথা ঠিক।

ধা। এই সঙ্গে আর একটী কথা জেনে রাখ। প্রায় দেখা যায়, পেটে শিশু নড়া চড়া কল্লে সেই সময়ের পর ন্যূনাধিক চারি মাস কুড়ি দিনে সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'য়ে থাকে।

সু। আপনি যে এইমাত্র বল্লেন, কোন শিশু পেটে আদৌ নড়ে না এরং কারণ কি?

ধা। শিশু দুর্ব্বল হ'লে কিম্বা গর্ভাশয়ের পাশের মাংস তেজো-হীন হ'লেও রকম হতে থাকে। আবার কতকগুলি স্ত্রীলোকের তলপেটের মাংসপেশী এরূপভাবে নড়্‌তে থাকে যে, ঠিক বোধ হয় গর্ভ হ'য়েছে। কিন্তু বাস্তবিক সে গর্ভ নয়।

সু। আচ্ছা, পূর্ব্বে যে বল্লেন পেট উঁচু হ'য়ে উঠে সে কি রকম?

ধা। স্বাভাবিক পেট অপেক্ষা উঁচু হ'তে থাকে, তলপেটের আকৃতি প্রশস্ত হয়, নাভি কিছু উঁচু হ'য়ে চিতিয়ে পড়ে।

সু। ক মাসে পেট বাড়্‌তে সুরু হয়?

ধা। প্রায় দুমাস হ'লে বাড়্‌তে থাকে। তিন মাসে অনেকটা উঁচু হয়। চারি মাসে অপেক্ষাকৃত বেড়ে উঠে।

সু। আচ্ছা, আর কোন লক্ষণ দেখে কি গর্ভ ঠিক করতে পারা যায়?

ধা। যায় বৈ কি? যে সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত সুশ্রী, তাদের বর্ণ আরো উজ্জ্বল হয়, যারা কাল তাদেরও পর্য্যন্ত চেহারা ভাল দেখায়। মুখের রং ফেকাশে হয়।

সু। আচ্ছা, এই বর্ণ ও সৌন্দর্য্য কতদিন থাকে?

ধা। সে কি থাকে? প্রসব হ'লেই আবার পূর্ব্বের ন্যায় চেহারা হয়। আবার এরূপও দেখা যায়, কোন কোন গর্ভ-বতীর দাড়িতে অতি সূক্ষ্ম রোঁয়া ব'ার হয়, প্রসবের পর তাও থাকে না।

সু। গর্ভের কি আরো লক্ষণ আছে? আছে বৈ কি? যে

সকল স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা ঘাম হ'য়ে থাকে, গর্ভাবস্থায় তাদের চর্ম্ম কিছু শুষ্ক বোধ হয়। আর যাদের সহজ অবস্থায় চর্ম্ম শুষ্ক তাদের গর্ভাবস্থায় ঘর্ম্ম হয়। গাত্র-চর্ম্মের উপর এক প্রকার তামাটে দাগ হয় আর চোকের ভিতর যে গোলাকৃতি দাগ আছে, তা কিছু বৃদ্ধি হয়।

স্থ। আচ্ছা, এই যে লক্ষণগুলি বল্লেন এগুলি সকল গর্ভ-বতীরই হ'য়ে থাকে কি?

ধা। না, তবে যে সকল লক্ষণের কথা বল্লেম, এর মধ্যে প্রায় অনেকগুলি লক্ষণ হ'য়ে থাকে।

স্থ। যে সব লক্ষণের কথা শুন্‌লেম, এ ছাড়া কি আর কোন লক্ষণ আছে?

ধা। আছে বৈ কি? গর্ভ হ'লে স্ত্রীলোকদের সামান্য দ্রব্য খেতে ক্ষুধা হয়, অম্ল ও পোড়ামাটী খেতে ইচ্ছা হয়, মুখে লালা পড়ে, খুব তেজাল ক্ষুধা হয় না, বুক জ্বালা করে, এই সকল লক্ষণ প্রথম ও দ্বিতীয় মাসে হ'য়ে থাকে।

স্থ। এ ছাড়া কি আর কোন লক্ষণ আছে?

ধা। থাক্‌বে না কেন? সর্ব্বদা আলস্য বোধ, শয়নে ইচ্ছা, হাই উঠা এবং দাঁতকড়া হ'য়ে থাকে।

স্থ। এইবার বুঝি সব লক্ষণ বলা শেষ হ'ল?

ধা। না আরো আছে। কেউ কেউ গর্ভাবস্থায় খুব রাগী ও খিট্‌খিটে হ'য়ে উঠে।

স্থ। তবে তো গর্ভের অনেক লক্ষণ?

ধা। সে কথা আবার একবার করে? প্রস্রাব পরীক্ষা করেও গর্ভ জানা যায়?

সু। সে আবার কি?

ধা। এই বলি শোন, এক মাসের গর্ভ হওয়ার পর প্রসব হওয়া পর্য্যন্ত গর্ভবতীর প্রস্রাব কোন পাত্রে ধরে রাখ্‌লে তার উপর শাদা গঁদের মত এক প্রকার সর পড়ে। কিছু দিন পরে ঐ পদার্থটা আবার মিশে যায় এবং পনিরের মত দুর্গন্ধ হয়।

সু। তবে তো প্রস্রাব পরীক্ষা ভাল?

ধা। তা নয় তো কি? প্রস্রাবের আরো লক্ষণ আছে, তাতেও গর্ভচিহ্ন প্রকাশ পায়।

সু। অনুগ্রহ করে তবে বলুন না? মূত্রাধার অর্থাৎ যে যন্ত্রে মূত্র সঞ্চিত হয়, সেই যন্ত্রের উত্তেজনা হয়। রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে; অর্থাৎ ভাল ঘুম হয় না, সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগ কর্‌তে হয়, আর ফোটা ফোটা প্রস্রাব হয়।

সু। তবে তো এ বড় কষ্ট? আচ্ছা, ও নিবারণের কি কোন উপায় নাই?

ধা। থাক্‌বে না কেন বাছা? যাদের ও রকম অসুখ হ'বে, তারা দিবসে বার্লির জলের সঙ্গে মিছ্‌রি কিম্বা চিনি ভিজিয়ে পান কর্‌বে, সহজেই সেরে যাবে।

সু। ভাল কথা, এই যে, আপনি বল্লেন, গর্ভাবস্থায় কারো কারো দাঁতকড়া হ'য়ে থাকে, কিন্তু কিসে যে ভাল হয় সে কথাটা জিজ্ঞাসা করি নাই। এই সঙ্গে তার দুই একটী ঔষধ বলে দি'ন।

ধা। যদি দাঁতের গোড়া ফুলে কষ্ট-কর হয়, তবে পোস্তঢেঁড়ী জলে গরম করে, সেই গরম জল ফুলো স্থানে অর্থাৎ ভিতরে যেখানে ফুলে তার ব'ার দিকে সেই স্থানে সেক দিবে। এতে উপকার না হ'লে গরম দুধে পাঁউরুটি ভিজিয়ে ভিতরে ফুলা স্থানে সেক দিবে। এতে না সারে গোলমরিচ বেটে গালের উপরে প্রলেপ লাগাইবে। কিন্তু এতে জ্বালা কর্‌তে পারে।

সু। তবে কি আর কোন উপায় নাই?

ধা। আছে বৈ কি? আদাবাটা জলে গুলে গরম কর্‌বে এবং গাঢ় হ'লে কুস্থম কুস্থম গরম থাক্‌তে ব'ার পীঠে লেপ দিবে, আরাম হ'য়ে যাবে।

সু। এমন সব সহজ উপায় থাক্‌তে আবার ভাবনা কি? সে যা হ'ক গর্ভ লক্ষণ কি সব বলা হল?

ধা। এখনও অনেক বল্‌তে বাকী আছে। গর্ভবতী শিশুর বুকের ভিতর অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের শব্দ পরীক্ষায় গর্ভ জানা যায়।

সু। অনুগ্রহ করে সে পরীক্ষাটী বলুন না?

ধা। এক রকম যন্ত্র* আছে, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের নাভিদেশের ডাইনে কিম্বা বাঁয়ে ঐ যন্ত্র বসিয়ে তাতে কাণ পাতলে শিশুর হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এই শব্দ বাঁ দিকেই ভাল শুনা যায়। ছোট ঘড়ির শব্দের ন্যায় প্রতি মিনিটে একশ পঁচিশ হ'তে

---

* ষ্টেথস্‌কোপ।

একশ পঞ্চাশ পর্য্যন্ত শুনা যায়। পাঁচ মাস গর্ভের সময়ই এই শব্দ বেশ বুঝা যায়।

স্থ। আচ্ছা, পাঁচ মাস পরে যদি শব্দ শুনা না যায়?

ধা। তবে জান্‌তে হ'বে পেটে ছেলে মারা গ্যাছে।

স্থ। ভাল কথা গর্ভবতীর হৃৎপিণ্ডের শব্দের সহিত ঐ শব্দের কি কোন গোল ঘটে না?

ধা। শিশুর কি গর্ভবতীর হৃৎপিণ্ডের শব্দ তা ঠিক কর্‌বার একটী সহজ কৌশল আছে; অর্থাৎ গণনা দ্বারা সে প্রভেদ জানা যায়।

স্থ। তবে তো ভাল। আচ্ছা, ঐ শব্দে আর কি কিছু নির্ণয় হয়?

ধা। হয় বৈ কি? গর্ভে পুত্র কি কন্যা জন্মেছে, ঐ শব্দে তাও বল্‌তে পারা যায়।

স্থ। অনুগ্রহ করে এ কৌশলটী বলুন না?

ধা। মনে কর প্রতি মিনিটে যদি ন্যূনাধিক একশ পঁচিশ বার শব্দ শুনা যায়, তবে পুত্র আর তদপেক্ষা কুড়ি বাইশ বার বেশী শব্দ শুন্‌লে কন্যা বুঝ্‌তে হ'বে। প্রসবের সময় যত নিকট হ'তে থাকে, ততই এই গণনা ঠিক হয়।

স্থ। গর্ভ লক্ষণ আর কি কোন উপায়ে জানা যায়?

ধা। যায় বৈ কি? গর্ভবতীর জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি পরীক্ষা কর্‌তে হয়। কিন্তু সে সব আর দরকার করে না, যে সকল উপায় বল্লেম, এতেই প্রায় গর্ভ স্থির জানা যা'বে।

স্ু। তা ঠিক বটে, যে সকল বুঝিয়ে দিলেন, এসব লক্ষণ দেখে আবার কোন্-কাঁচা খুকি গর্ভ লক্ষণ আর বুঝ্তে না পারবে?

ধা। এই রকম করে বুঝিয়ে নিলে অল্প দিন মধ্যে তুমি একজন পাকা গৃহিণী হ'বে। যে সব লক্ষণের কথা বল্লেম, সে-গুলি বেশ মন দিয়ে বুঝ্বে। কাল আবার আর একটী দরকারী বিষয় শিখিয়ে দিব।

গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত

স্ু। আজ আপনার কাছে গর্ভস্রাব সম্বন্ধে কথাগুলি জেনে নেব।

ধা। বেশ কথা, ইটী জানাও খুব আবশ্যক।

স্ু। আচ্ছা, গর্ভাবস্থার মধ্যে কতদিনে গর্ভস্রাব হওয়ার সম্ভব?

ধা। মোটামুটি এই হিসাব দেখা যায়, ত্রিশ দিনে মাসের দুই শত আশি অর্থাৎ নয় মাস দশদিনের মধ্যেই প্রায় শিশু ভূমিষ্ট হ'য়ে থাকে। যে সকল কারণে গর্ভস্রাব ঘটে, ঐ সময়ের মধ্যে সকল সময়েই ঘট্‌তে পারে। এজন্য গর্ভসঞ্চার হ'তে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত সাবধানে থাক্‌তে হয়। স্বাভাবিক সময়ের পূর্ব্বে প্রসব হ'লে অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার হ'তে চারি মাসের মধ্যে প্রসব হ'লেই তাকে গর্ভস্রাব বলে।

স্ু। আচ্ছা, যে সময়ের কথা বল্লেন, এর মধ্যে কোন্ সময়ে গর্ভস্রাবের অধিক সম্ভব?

ধা। প্রায় দেখা যায় প্রথম তিন মাসের মধ্যেই অধিকাংশ গর্ভস্রাব ঘটে থাকে।

স্ু। এ সময় গর্ভস্রাব হয় কেন?

ধা। তখন ভ্রূণ বা গর্ভস্থ বীজ দৃঢ় হয় না, সুতরাং সামান্য

অত্যাচারেই নির্গত হ'য়ে থাকে। আবার এমনও দেখা যায়, এই সময়ের মধ্যে অনেকের ঋতু হওয়ার নিয়মিত সময় উপস্থিত হ'লেও গর্ভস্রাব হ'য়ে থাকে।

সু। একবার গর্ভস্রাব হ'লে দ্বিতীয় বারও যদি গর্ভাবস্থায় ঐরূপ ঘটে, তবেই তো বড় ভয়ের বিষয়?

ধা। তার কিছু মানে নাই, কোন কারণে একবার গর্ভস্রাব ঘট্‌লে যে, বারবারই ঐরূপ হবে তার কোন কারণ নাই। তবে অধিকবার গর্ভস্রাব হ'লে এক প্রকার উৎকট রোগ হওয়ার সম্ভব। তবে একবার গর্ভস্রাব হইলে বিশেষরূপ সাবধান হওয়া উচিত।

সু। আচ্ছা, কোন লক্ষণ দেখে কি গর্ভস্রাব জান্‌বার উপায় নাই?

ধা। নাই আবার কে বল্লে, সে লক্ষণগুলি এক এক করে বলি শোন;—যখন দেখ্‌বে, কোমর হ'তে প্রসব বেদনার ন্যায় ব্যাথা পেটের উপরিভাগে, উরুতে উপস্থিত হচ্ছে, দাঁড়ালে মাথা ঘুরে পড়্‌ছে, মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হচ্ছে, কোন প্রকার রোগ নাই অথচ শরীর দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে, এই সকল লক্ষণ মধ্যে দুই একটী লক্ষণ দেখ্‌লেই গর্ভস্রাবের পূর্ব্ব লক্ষণ জান্‌বে।

সু। আর কি কোন লক্ষণ নাই?

ধা। আছে বৈ কি? গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত তিনটী অবস্থায় বিভক্ত করা যায়। সেই তিনটী অবস্থা মনে রাখ্‌লে বুঝবার পক্ষে অতি সহজ হয়।

সু। অনুগ্রহ করে সেগুলি বলুন না?

ধা। আগে প্রথম অবস্থার কথা শোন;—এই অবস্থায় গর্ভিণীর অতিশয় দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়; ভাল রকম ক্ষুধা বোধ হয় না; কখন কখন বা সামান্য জ্বর দেখা দেয়; কারো কারো মাথা দপ্ দপ্, শিরঃপীড়া, চর্ম্ম উষ্ণ, পিপাসা প্রভৃতি ভাব উপস্থিত হয়। কটিদেশ ও উরুতে সামান্য বেদনা, পরে বৃদ্ধি হ'তে থাকে। এই হ'ল প্রথম অবস্থা।

সু। গর্ভবতীর এরূপ অবস্থা হ'লে কি করা উচিত?

ধা। এ রকম ঘট্‌লে কোন রকম শ্রমের কাজ কর্‌তে দেওয়া উচিত নয়। গর্ভিণীকে শীতল স্থানে শয়ন করাবে; লঘু দ্রব্য অর্থাৎ বল্‌কা দুধ, সাগু এবং সরবত আহার দিবে; আর নিকটে যদি সুচিকিৎসক থাকেন, আনাইয়া চিকিৎসা করাবে।

সু। এখন গর্ভস্রাবের দ্বিতীয় অবস্থাটী বলুন।

ধা। প্রথম অবস্থায় ভাল রকম চিকিৎসা হ'লে আর দ্বিতীয় অবস্থা প্রায় উপস্থিত হয় না। এই অবস্থায় পরিষ্কার অথবা চাপ চাপ রক্ত ভাঙে, প্রসবের পূর্ব্ব ভাব দেখা দেয়। প্রথম অবস্থার ন্যায় এই অবস্থায় গর্ভবতীকে শয়ন করাবে এবং পিপাসা হ'লে শীতল জল পান কর্‌তে দিবে। আর ভাল চিকিৎসক এনে চিকিৎসা করাবে।

সু। এই অবস্থার পরই বুঝি তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়?

ধা। ঠিক বলেছ? দ্বিতীয় অবস্থার উপযুক্ত চিকিৎসা করেও যদি এই অবস্থা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ ঘন ঘন প্রসব বেদনা ও ক্লেদাদি নির্গত হ'তে থাকে, তবে নিবারণ চেষ্টা করা বৃথা।

সু। তৃতীয় অবস্থায় তবে বুঝি নিশ্চয়ই গর্ভস্রাব হ'য়ে থাকে? আচ্ছা, গর্ভস্রাব হ'লে কি করা উচিত?

ধা। গর্ভস্রাব হ'লে প্রসবের পর যেরূপ নিয়ম পালন কর্‌তে হয় সেইরূপ কর্‌বে?

সু। আচ্ছা, যে সকল স্ত্রীলোকের বার বার গর্ভস্রাব হয়. তাদের কি করা উচিত?

ধা। প্রথম বারে যে সময়ে গর্ভস্রাব হয়, ঠিক সেইরূপ সময় উপস্থিত হ'লে গর্ভবতীকে কোন রকম শ্রমজনক কাজ কর্‌তে দেওয়া উচিত নয়। কোমল শয্যায় শয়ন কর্‌তে দিবে। কোন কোন চিকিৎসকের মতে কোমল শয্যাই একমাত্র ঔষধ।

সু। আর কি রকম নিয়ম পালন কর্‌বে?

ধা। স্বামী সহবাস এক্‌বারেই ত্যাগ কর্‌বে। শীতল জলাশয়ে অবগাহন করে স্নান কর্‌বে, ভাল করে গাত্র মার্জ্জনা কর্‌বে এই সকলে বিশেষ উপকার হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, যদি ঘন ঘন গর্ভপাত হয়, তবে কি করা উচিত?

ধা। তা হ'লে দীর্ঘকাল স্ত্রী পুরুষের স্বতন্ত্র থাকা আবশ্যক। গর্ভ-সঞ্চার হ'তে প্রসব সময় পর্য্যন্ত স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক থাকা উচিত। দিবা নিদ্রা পরিত্যাগ কর্‌বে, নিয়মিত পরিশ্রম, প্রত্যুষে গাত্রোত্থান এবং বল-কর অথচ লঘু দ্রব্য আহার কর্‌বে। যাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তার ব্যবস্থা কর্‌বে।

সু। তবে কি জোলাপ দিবে?

ধা। কেন, প্রাতে ঘুম থেকে উঠে, কুসুম কুসুম গরম জল

পান কর্‌বে, বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হ'বে। এতেও যদি না হয়, তবে সুচিকিৎসকের দ্বারা মৃদু বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা কর্‌বে।

সু। আচ্ছা, কবিরাজিমতে গর্ভস্রাব সম্বন্ধে কি কোন ব্যবস্থা নাই?

ধা। থাক্‌বে না কেন? গর্ভসঞ্চার হ'তে সন্তানের স্তনপান ত্যাগ পর্য্যন্ত বিশেষ উপদেশ আছে। (১)

সু। তবে অনুগ্রহ করে এই সঙ্গে সেগুলি বলুন না?

ধা। এক মাস হ'তে তিন মাসের মধ্যে যদি গর্ভিণীর আহার, বিহার দ্বারা গর্ভের ব্যাঘাত জন্মে, তবে গর্ভ রক্ষার উপায় অত্যন্ত কঠিন।

সু। তবে তো গর্ভাবস্থায় সাবধান থাকা উচিত?

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে? শুধু গর্ভস্রাব কেন, আর একটী বিপদও হ'তে পারে।

সু। সে বিপদটী কি?

ধা। গর্ভে সন্তান মৃত অবস্থায় থাকে।

সু। আচ্ছা, গর্ভে যে, সন্তান মৃত অবস্থায় থাকে, কি উপায়ে জানা যায়?

ধা। যখন দেখ্‌বে, গর্ভিণীর স্তনদ্বয় সঙ্কুচিত হ'য়েছে, বমির ভাব, পেট নামাচ্ছে, আর এক রকম দুর্গন্ধ ক্লেদ নির্গত হ'তে থাকে।

(১) আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে যে ভাগে এই বিষয় লিখিত আছে, তাহাকে "কৌমার ভৃত্য" কহে।

স্থ। এরূপ ঘটলে মরা সন্তান কি উপায়ে নির্গত হয়?

ধা। ঈশ্বরের কেমন কৌশল সন্তান পেটে মারা গেলে আপনা হ'তেই প্রায় নির্গত হ'য়ে থাকে।

স্থ। ভাল কথা, কোন কোন পাপিয়সী যে গর্ভস্রাব করে থাকে, সেটা তো বড় দোষ?

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে? একটা জীব নষ্ট করা কি সহজ পাপ? শুধু কি তাই, তাতে শরীর একেবারে ভেঙে যায়। আর কত কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়।

স্থ। সে যা হ'ক গর্ব্ভাবস্থায় বিশেষরূপ সাবধান থাকলে বোধ হয় গর্ভস্রাব হ'তে পারে না।

ধা। সে কথা ঠিক। আর একটী কথা, গর্ভাবস্থায় দামাল বা দুরন্ত ছেলে গর্ভবতীর নিকট রাখা উচিত নয়। কারণ অনেক সময় দুরন্ত ছেলের হাত পায়ের আঘাতে বা ঝাঁপ দিয়ে পড়ায় গর্ব্ভ-স্রাব হ'তে দেখা গ্যাছে।

স্থ। তবে তো খুব সাবধান হ'য়ে ছেলে কোলে করা আবশ্যক।

ধা। সে কথা আর বল্‌তে? গর্ব্ভাবস্থায় দুই রকম সাবধান থাকতে হয়।

স্থ। কি কি দুই রকম?

ধা। এক গর্ব্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে আর গর্ভসঞ্চার হ'লে।

স্থ। আচ্ছা, গর্ব্ভের চতুর্থ প্রভৃতি মাসে অপচার কিম্বা গর্ব্ভাশয়ে বেদনা হ'লে কি করা উচিত?

ধা। কোমল শয্যায় শয়ন করিয়ে অধোভাগ কিঞ্চিৎ উঁচু করে আর উর্দ্ধভাগ কিছু অবনত ভাবে রাখ্‌বার ব্যবস্থা কর্‌বে। আর খুব শীতল জল অথবা বরফে যষ্টিমধু চূর্ণ ও উত্তম গাওয়া ঘৃত ভিজিয়ে সেই জলে কাপাসতূলা ভিজিয়ে প্রসব দ্বারের কিছু ভিতরে ঢুকিয়ে রাখ্‌বে। আর ঐ জলের সেক দিলেও উপকার হ'তে পারে।

সু। এ ছাড়া আর কি কোন ঔষধ নাই?

ধা। আছে বৈ কি? গাওয়া ঘৃত শত বা সহস্রবার ধুয়ে নাভির অধোভাগে পুরু করে প্রলেপ দিবে।

সু। যদি গাওয়া ঘৃত হটাৎ না পাওয়া যায়, তবে কি কর্‌বে?

ধা। তার আর ভাবনা কি? বট গাছের ছাল জলে সিদ্ধ করে, সেই জলে কোমল অর্থাৎ নরম কাপড় ভিজিয়ে নাভিতে ও অধোভাগে সেক দিবে। এ ছাড়া গাওয়া ঘৃত অথবা যষ্টিমধুর জল নাভির মধ্যভাগে সেক দিলেও উপকার হয়।

সু। আচ্ছা, কত বয়সে গর্ব্ভস্রাব হওয়ায় সম্ভব?

ধা। তার কিছু একটা বিশেষ নিয়ম নাই। তবে দেখা যায় স্ত্রীলোকদের ত্রিশ বৎসর বয়স হওয়ার পূর্ব্বে প্রায় একশত গর্ব্ভবতীর মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনের গর্ব্ভস্রাব ঘটে থাকে। সন্তান হওয়ার যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সময়ের অর্দ্ধেক বয়সেই অধিক পরিমাণে গর্ব্ভস্রাব হ'তে দেখা যায়।

সু। আচ্ছা, কোন্ গর্ভে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা অধিক?

ধা। প্রথম গর্ভেই অধিক আশঙ্কা। শেষ গর্ভে প্রায় আশঙ্কা থাকে না। আর গর্ভবতী যদি দুর্ব্বলা হয়, তা হ'লেও খুব আশঙ্কার কথা।

সু। আচ্ছা, স্বাভাবিক প্রসবের ন্যায় গর্ভস্রাবের বেদনাদি হ'য়ে থাকে পূর্ব্বে শুনেছি, কিন্তু প্রসবকালে যেমন জননেন্দ্রিয়াদি চিরে যায়, ফেটে ক্ষত হয় কিন্তু গর্ভস্রাবে কি সে রকম হয়?

ধা। গর্ভস্রাবে সেরূপ ঘটে না; আর প্রসবের পর যেমন অধিক দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের পৃথক শয্যায় থাকা আবশ্যক, গর্ভস্রাবের পর সেরূপ না চল্লেও কোন বিশেষ ক্ষতি নাই।

সু। গর্ভস্রাবের পর কি শীঘ্র ঋতু হ'য়ে থাকে?

ধা। কেমন আশ্চর্য্য নিয়ম যে, গর্ভস্রাবের পর শীঘ্রই ঋতু হ'য়ে থাকে আর সত্বর গর্ভসঞ্চার হয়।

সু। আচ্ছা, এরূপ শীঘ্র গর্ভ হ'লে কি কোন দোষ ঘটে?

ধা। যদি পূর্ব্ব গর্ভস্রাব সম্বন্ধে কোন রোগাদি থাকে, তবে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা বটে। আর অর্শরোগের উত্তেজনায়, আমাশয়ের বেগ, বসিবার দোষ অথবা অন্য কোন রকম আঘাতাদিতেও গর্ভস্রাব ঘট্‌বার সম্ভব।

সু। আচ্ছা, কোন্ প্রকার স্ত্রী পুরুষের মধ্যে অধিক গর্ভস্রাব ঘটে থাকে?

ধা। নববিবাহিতা স্ত্রী পুরুষের মধ্যেই প্রায় অধিক গর্ভস্রাবের সম্ভব।

সু। কারণ কি?

ধা। অধিক সহবাস।

সু। এ ছাড়া কি অন্য কারণে গর্ভস্রাব ঘটে না?

ধা। ঘট্‌বে না কেন? গর্ভাবস্থায় যদি অন্য সন্তানকে মাই-দেয়, তা হ'লেও গর্ভস্রাব ঘট্‌বার সম্ভব।

সু। গর্ভবতী অন্য সন্তানকে স্তনপান করালে গর্ভস্রাব হয়, কিন্তু নিজের ছেলেকে মাই দিলে কি গর্ভস্রাব হয় না?

ধা। হ'বে না কেন? পরীক্ষায় দেখা গ্যাছে, গর্ভাবস্থায় ছেলেকে মাই দিলে একশ জনের মধ্যে সতের জনের গর্ভস্রাব হ'য়ে থাকে। আর অন্যান্য কারণে শতকরা দশজনের গর্ভস্রাব ঘটে।

সু। তবে গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ হ'লেই ছেলেকে মাই দেওয়া বড় দোষ?

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে? সে যা হ'ক গর্ভস্রাব কিসে হয় তা তো এখন বুঝ্‌লে?

সু। এমন করে বলে দিলে আবার কি বুঝ্‌তে বাকী থাকে?

ধা। তবে আজ এই পর্য্যন্ত থাক, কাল আবার আর একটী নুতন বিষয় বুঝিয়ে দিব।

গর্ভস্থ সন্তানের লক্ষণ।

অর্থাৎ

পুত্র, কন্যা, নপুংসক এবং যমজ-সন্তান

জন্মে কেন ?

ধা। আজ কোন্ বিষয় জান্‌তে ইচ্ছা করেছ ?

সু। আজ একটী গুরুতর বিষয় আপনার নিকট জেনে নেব ?

ধা। কোন্ বিষয় ?

সু। ইতিপূর্ব্বে আপনি গর্ভের লক্ষণ বলে দিলেন, কিন্তু গর্ভে যদি পুত্র, কন্যা কিম্বা নপুংসক জন্মে তার তো কোন লক্ষণ বলে দেন নাই ?

ধা। কেন বাছা! আমার তো এখনও বলা শেষ হয় নাই যে, তুমি ব্যস্ত হ'চ্ছ ? যে যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে, একে একে জিজ্ঞাসা কর, সবগুলিই বেশ করে বুঝিয়ে দিব।

সু। আচ্ছা, গর্ভে যদি পুত্র জন্মে, তবে কি উপায়ে তা জানা যাবে ?

ধা। যে গর্ভে পুত্র জন্মে, সেই গর্ভের গঠন পিণ্ডাকার অর্থাৎ

অর্থাৎ বর্ত্তুলাকার হয়। দ্বিতীয় মাস হ'তেই ঐরূপ আকার হ'তে দেখা যায়। (১)

স্থু। এ ছাড়া কি আর কোন প্রকার লক্ষণ আছে?

ধা। আছে বৈ কি? গর্ভবতীর বাঁ চোক অপেক্ষা ডান চোক কিছু বড় হয়; আগে ডান মাইতে দুধ হয়; ডান উরু সুন্দর পুষ্ট হয় এবং মুখের বর্ণ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। আর স্বপ্নে পুত্রাভিলাষ জন্মে এবং স্বপ্নে আম্র ও পদ্ম প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। (২)

স্থু। আচ্ছা, গর্ভসঞ্চারে কি পুত্র হওয়ার কোন বিষয় জানা যায় না?

ধা। যাবে না কেন? ঋতুর চতুর্থ দিবসে সহবাসে গর্ভ হ'লে যে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র প্রায় ক্ষীণজীবী, নির্গুণ, মূর্খ, দরিদ্র এবং ক্লেশভোগী হয়। (৩)

স্থু। আচ্ছা, আর কোন সময় সহবাসে গর্ভসঞ্চার হ'লে মন্দ পুত্র জন্মে কি?

ধা। ঋতুর ষষ্ঠ দিবসে যে গর্ত্ত হয়, তাতে যে পুত্র জন্মে,

(১) পুত্রগর্ভযুতায়াস্তু নার্য্যা মাসি দ্বিতীয়কে।
গর্ভো গর্ত্তাশয়ে লক্ষ্যঃ পিণ্ডাকারোঽপরং শৃণু॥

(২) দক্ষিণাক্ষিমহত্ত্বং স্যাৎ প্রাক্ক্ষীরং দক্ষিণে স্তনে।
দক্ষিণোরুঃ সুপুষ্টঃ স্যাৎ প্রসন্নমুখবর্ণতা॥

(৩) চতুর্থে জায়তে পুত্রঃ স্বল্পায়ুর্গুণ বর্জ্জিতঃ।
বিদ্যাগুণ পরিভ্রষ্টোদরিদ্রঃ ক্লেশভাজনঃ॥

সেই পুত্র মূর্খ হয়, দোষ গুণ বর্জ্জিত, দুঃখী, কদাকার এবং ধনও সন্তানাদি বিহীন হ'য়ে থাকে। (১)

স্থ। অষ্টম দিবসে সহবাস কল্লে কিরূপ পুত্র হ'য়ে থাকে?

ধা। ঐ দিবসে সহবাসে গর্ভ হ'লে সেই গর্ভে যে পুত্র হয়, সে পিতৃ সম্পত্তি নাশ করে এবং চিররুগ্ন, দুর্ম্মুখ ও নিষ্ঠুর হয়। (২)

স্থ। দশম দিবসে গর্ভ সঞ্চার হ'লে কিরূপ ফল হয়?

ধা। দশম দিবসে গর্ভসঞ্চার হ'লে সেই গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র ধন ধান্যের অধিপতি, অদৃষ্টশালী, বিদ্বান, মেধাবী দীর্ঘজীবী এবং রূপবান হয়। (৩)

স্থ। দ্বাদশ দিনে কিরূপ ফল হয়?

ধা। ঐ দিবস গর্ভ সঞ্চারে যে পুত্র জন্মে সেই পুত্র যশস্বী, বিদ্বান, দয়াশীল, ধনী, পুত্রবান্, বুদ্ধিবান্, আশ্রিত প্রতিপালক হয়। (৪)

---

(১) ষষ্ঠে চ জায়তে পুত্রোন দোষী ন গুণী তথা।
মূর্খোদুঃখী কুরূপশ্চ ধনসন্ততি বর্জ্জিতঃ॥

(২) অষ্টমে জায়তে পুত্রঃ পিতুর্ব্বিত্তনাশকঃ।
স্থরোগী দুর্ম্মুখশ্চৈব প্রায়োনিষ্ঠুরমানসঃ॥

(৩) দশমে জায়তে পুত্রোধনধান্যমহেশ্বরঃ।
ভাগ্যবান্ বহুবিদ্যশ্চ মেধায়ুঃপুত্রসংযুতঃ॥

(৪) দ্বাদশে জায়তে পুত্রোযশোবিদ্যাদয়ান্বিতঃ।
ধনপুত্রাদিসংযুক্তোমতিমাঁল্লোকপালকঃ॥

সু। চতুর্দ্দশ দিবসে গর্ভ হ'লে কি ফল হয়?

ধা। সেই গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র বলবান্, রাজার সদৃশ, শূর, বীর্য্যবান্, যশস্বী, ধার্ম্মিক, প্রিয়ভাষী হয়। (১)

সু। ষোড়শ দিবসে সহবাসে যে পুত্র জন্মে, তার কি প্রকার ফল হয়?

ধা। সেই পুত্র ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং পৃথিবীর অধিপতি হয়। (২)

সু। আচ্ছা, ঋতুস্নানের পর ষোড়শ দিবসের মধ্যে যে যে দিবস সহবাসে গর্ভসঞ্চার হ'লে যে যে ফল হয়, তাই তো বল্লেন, কিন্তু যে সব দিনের কথা উল্লেখ করেন নাই, সেই সব দিনে যদি সহবাসে গর্ভ হয়, তবে সেই গর্ভে পুত্র না কন্যা জন্মে?

ধা। কন্যা জন্মে। অর্থাৎ পঞ্চম দিবসে সহবাসে যদি গর্ভ হয়, তবে সেই গর্ভ-জাতা কন্যা দুর্ভাগা, দুঃখিনী, অল্প পরমায়ু, অসতী হয় আর সেই কন্যা বিবাহের পরই বিধবা হয়। (৩)

---

(১) চতুর্দ্দশে জায়তে পুত্রোবলিনোনৃপসন্নিভঃ।
শৌর্য্যবীর্য্যযশোরাশির্ধার্ম্মিকপ্রিয়ভাষকঃ॥

(২) ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সময়জ্ঞোমহীপতিঃ।
ষোড়শে জায়তে পুত্রঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

(৩) পঞ্চমে জায়তে কন্যা দুর্ভগা চৈব দুঃখিতা।
স্বল্পায়ুরসতী বেশ্যা কুরূপা বিধবা স্মৃতা॥

স্ব। সপ্তম দিবসে গর্ভ হ'লে সেই গর্ভে যে কন্যা জন্মে তার লক্ষণ কি?

ধ্বা। সেই কন্যা সুখ কিম্বা দুঃখ কিছুই অনুভব করতে পারে না, জীবন্মৃতার ন্যায় কাল কাটায় আর ধন ধান্য বিহীনা হয়। (১)

স্ব। নবম দিবসে গর্ভসঞ্চার হ'লে কি প্রকার কন্যা জন্মে?

ধ্বা। ঐ কন্যা বুদ্ধিমতী, দীর্ঘজীবনী, পুত্রবতী, শ্রীমতী আর স্বামীর হিতকারিণী হয়। (২)

স্ব। একাদশ দিবসে সহবাসে যে গর্ভ হয় তার ফলাফল কি বলুন?

ধ্বা। ঐ দিবসে যে গর্ভ হয়, সেই গর্ভজাতা কন্যা পতি ও পিতৃকুলের আনন্দ-দায়িনী, সতী, পুত্রবতী, সদাচারযুক্তা, ধর্ম্মজ্ঞা এবং প্রিয়ভাষিণী হয়। (৩)

স্ব। ত্রয়োদশ দিবসে যদি গর্ভ হয়, তবে সেই গর্ভের ফল কি প্রকার?

---

(১) সপ্তমে জায়তে কন্যা সুখ দুঃখস্য নাশিকা।
জীবতী সা মৃতা লোকে ধনধান্যবিবর্জ্জিতা ॥

(২) নবমে জায়তে কন্যা মেধায়ুঃ পুত্রসংযুতা।
লক্ষ্মীসমা ভবেন্নারী স্বামিনোহিতকারিণী ॥

(৩) রুদ্রে চ জায়তে কন্যা কুলদ্বয়মনোহরা।
সতী পুত্রবতী সাধ্বী ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়ভাষিণী ॥

ধা। সেই গর্ভে যে কন্যা জন্মে, ঐ কন্যা উভয় কুলের আনন্দ-বৰ্দ্ধিনী, সাধ্বী, পুত্রবতী এবং ধৰ্ম্মত্রয়ের হিতসাধিনী হয়। (১)

সু। আচ্ছা, পঞ্চদশ দিবসে সহবাসে যদি গর্ভ হয়, তবে সেই গর্ভে কিরূপ কন্যা জন্মে?

ধা। সেই কন্যা রাজপত্নী, পতি প্রিয়তমা, সতী ও ধৰ্ম্মপরায়ণা হয়। (২)

সু। ভাল কথা গর্ভে কন্যা জন্মিলে তার কি কোন একটা লক্ষণ দেখা যায়?

ধা। যায় বৈ কি? কন্যাবতীর গর্ভে দ্বিতীয় মাসে পেশী দীর্ঘাকৃতি হয়। (৩)

সু। আচ্ছা, গর্ভে পুত্র কি কন্যা অবস্থিত কচ্চে, কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা তা কি জানা যায়?

ধা। যদি স্ত্রীলোক ঠিক বল্‌তে পারে, ঋতুর কোন সময় গর্ভ হয়, তবে কতক বল্‌তে পারা যায়।

সু। ঠিক বল্লে কি রকমে জানা যায়?

(১) ত্রয়োদশে জায়তে কন্যা কুলদ্বয়মনোহরা।
সাধ্বী পুত্রবতী চৈব ধৰ্ম্মত্রয়হিতৈষিণী ॥

(২) পঞ্চদশে জায়তে কন্যা ভূপালকণ্ঠধারিণী।
অৰ্দ্ধ প্রাণহরা পত্যুঃ সতী ধৰ্ম্মপরায়ণা ॥

(৩) কন্যা গর্ভবতী গর্ভে পেশী মাসি দ্বিতীয়কে

ধা। যদি ঋতুর ঠিক পরই গর্ব্ভসঞ্চার হয়, তা হ'লে প্রায় কন্যা জন্মে। আর ঋতুর কিছু দিন বিলম্বে গর্ব্ভ হ'লে পুত্র হ'ওয়ার সম্ভব।

স্থু। আর কি কোন লক্ষণ দ্বারা জানা যায়?

ধা। যায়। যদি কোন গর্ব্ভবতী ঠিক গর্ভ সময় মনে রাখ্‌তে না পারে আর যদি প্রসবের নিয়মিত সময় অতীত হ'য়েছে অথচ প্রসব হচ্ছে না তবে নিশ্চয় জান্‌তে হ'বে সেই গর্ভে পুত্র আছে।

স্থু। আর কি কোন প্রকার লক্ষণে জান্‌বার উপায় আছে?

ধা। আর একটী উপায় আছে বটে কিন্তু তাতে ঠিক করা বড় কঠিন।

স্থু। সেটী কি অনুগ্রহ করে বলুন না?

ধা। কারো কারো মতে পুত্র ও কন্যার নড়া চড়ার প্রভেদ আছে, কারণ পুরুষ জাতির নড়া চড়া স্ত্রী জাতির নড়া চড়া অপেক্ষা সম্পূর্ণ প্রভেদ।

স্থু। আচ্ছা, এ ছাড়া কি আর কোন উপায়ে পুত্র কন্যার জন্ম জানা যায় না?

ধা। পূর্ব্বেই তো তোমাকে বুঝিয়ে দিইচি, গর্ভস্থ সন্তানের হৃৎপিণ্ড পরীক্ষায় পুত্র কন্যা জানা যায়।

স্থু। হ্যাঁ ঠিক বটে, এখন সে কথা মনে হ'ল। আচ্ছা, পুত্র ও কন্যা জন্মে তার কারণ কি?

ধা। তার কারণ আর কিছুই নয়, শুক্রের আধিক্য হ'লেই

পুত্র, আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা আর এই উভয়ের অর্থাৎ শুক্র ও শোণিতের সমতায় নপুংসক জন্মে। (১).

স্থ। তবে মোট কথা গর্ব্ভাশয়স্থ শুক্র ও শোণিতের ন্যূনাধিক্য অনুসারেই পুত্র কন্যা জন্মে?

ধা। হাঁ, ঠিক বলেছ।

স্থ। এই তো গেল পুত্র কন্যার কথা কিন্তু গর্ভে নপুংসক জন্মিলে কি উপায়ে তা জানা যায়?

ধা। এই কথা? কেন, যদি দেখ গর্ব্ভবতীর উদরে দুই পাশ উঁচু আর সম্মুখ ভাগ বৃহৎ হয় তা হ'লেই জানবে পেটে নপুংসক জন্মেছে। নপুংসক জন্মিলে উদর অর্ব্বুদাকার অর্থাৎ গোলাকার ফলের অর্দ্ধাংশের ন্যায় হয়। (২)

স্থ। আচ্ছা, নপুংসক কি ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয় না সকল গুলিই এক প্রকার?

ধা। আসেক্য, সৌগন্ধিক, কুম্ভীক, ঈর্ষক এবং ষণ্ডক এই কয়েক প্রকারের। (৩)

(১) আধিক্যে রেতসঃ পুত্রঃ কন্যা স্যাদার্ত্তবেঽধিকে।
নপুংসকং তয়োমধ্যে যথেচ্ছাপরমেশ্বরী ॥

(২) নপুংসকং যদা গর্ভে ভবেৎগর্ভোঽর্বুদাকৃতিঃ।
উন্নতে ভবতঃ পার্শ্বে পুরস্তাদুদরং মহৎ ॥

(৩) আসেক্যশ্চ স্থগন্ধী চ কুম্ভীকশ্চের্ষ্যকস্তথা।
অমী সশুক্রা বোদ্ধব্যা অশুক্রঃ ষণ্ডসংজ্ঞকঃ ॥

স্থ। কি কারণে আসেক্য নপুংসক জন্মে আর তার লক্ষণই বা কি প্রকার?

ধা। পিতা মাতার বীর্য্যের অল্পতা প্রযুক্ত আসেক্য নপুংসক জন্মে। ঐ পুরুষ অন্য পুরুষের শুক্র পান করে আপনার লিঙ্গ উত্থান করে থাকে। (১)

স্থ। সে আবার কি? এমন পিশাচও কি আবার আছে?

ধা। আছে বৈ কি? আসেক্যের আর একটী নাম মুখ-যোনি এই জাতীয় নপুংসক অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক মৈথুন করিয়ে তার শুক্র উদরস্থ করে স্বীয় লিঙ্গ উত্থান করিয়ে থাকে। (২)

স্থ। সৌগন্ধিকের উৎপত্তি ও লক্ষণ কি প্রকার?

ধা। পবিত্র যোনি হ'তে সৌগন্ধিকের উৎপত্তি। যোনির ও লিঙ্গের সুগন্ধ আঘ্রাণ করে স্বয়ং মৈথুনে বল লাভ করে। সৌগন্ধিকে নাসাযোনিও বলে থাকে। আর যে নপুংসকের স্বীয় যোনি মৈথুনযোগ্য হ'লেও পুরুষের ন্যায় অন্য স্ত্রীর সহিত মৈথুন করে তাকে কুম্ভীক বলে। (৩)

---

(১) পিত্রোস্তু স্বল্পবীর্য্যত্বাদাসেক্যঃ পুরুষো ভবেৎ।
স শুক্রং প্রাশ্য লভতে ধ্বজোন্নতিমসংশয়ম্ ॥

(২) আসেক্যনামা মুখযোনীতি নামান্তরঃ।
স শুক্রং প্রাশ্যেতি। স পুরুষোঽন্যপুরুষেণ স্বমুখে মৈথুনং কারয়িত্বা তস্য শুক্রং প্রাশ্য মেহনোত্থানং লভত ইত্যর্থঃ।

(৩) যঃ পূতিযোনৌ জায়েত স হি সৌগন্ধিকো ভবেৎ।

স্ব। ঈর্ষক নপুংসক কাকে বলে?

ধা। অন্যের মৈথুন দেখে যে ব্যক্তি মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, তাকে ঈর্ষক বা দৃষ্টি-যোনি বলে। *

স্ব। এখন ষণ্ড নামক নপুংসকের বৃত্তান্ত বলুন।

ধা। যদি কোন ব্যক্তি ঋতুকালে সহবাসের সময় স্বয়ং স্ত্রীর উপরে না উঠে, স্ত্রীকে নিজের উপরে তুলে সম্ভোগ করে আর সেই সহবাসে যদি গর্ভ হয়, তবে সেই গর্ভস্থ সন্তান ষণ্ডক নপুংসক হয়। †

স্ব। এই যে ষণ্ডক-জাতীয় নপুংসকের কথা বল্লেন, তাদের আকার প্রকার কি রকম?

ধা। ষণ্ডের স্ত্রীর ন্যায় আকার, অর্থাৎ দাড়ি গোঁপ থাকে না পুরুষের ন্যায় মৈথুনে আশক্ত। কিন্তু স্ত্রীলোকের ন্যায় অধঃপতিত হ'য়ে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক মৈথুন করায়।

স্ব। কি কারণে ষণ্ড-জাতীয় নপুংসকের জন্ম হয়?

ধা। স্ত্রী যদি প্রতি ঋতুতে পুরুষের উপর উঠে মৈথুন-ক্রিয়া

স যোনিশেফসৌগন্ধমাঘ্রায় লভতে বলম্ ।।
"সৌগন্ধিকঃ" সৌগন্ধিকনামা নাসাযোনীতি নামান্তরং
দৃষ্ট্বা ব্যবায়মন্যেষাং ব্যবায়ে যঃ প্রবর্ত্ততে।
ঈর্ষাকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো দৃষ্টিযোনিস্তু স স্মৃতঃ ।।
যো ভার্য্যায়া মৃতৌ মোহাদঙ্গনেব প্রবর্ত্ততে।
তত্র স্ত্রীচেষ্টিতাকারো জায়তে ষণ্ডসংজ্ঞকঃ ।।

করে, আর যদি সেই সহবাসে গর্ভ জন্মে এবং তাতে যদি কন্যা হয়, তবে সেই কন্যা পুরুষের মত স্ত্রীর উপর উঠে যোনিতে স্বীয় যোনি ঘর্ষণ করে। (১)

সু। সহবাসের ইতর-বিশেষে যখন এরূপ বিপদের সম্ভব, তখন অতি সাবধানে সহবাস করা কর্ত্তব্য?

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে? যে পুরুষ কিম্বা স্ত্রী আত্ম-সুখের জন্য ঐরূপ জঘন্য করে, তারা অত্যন্ত পাপী। ফলকথা পিতা মাতার প্রত্যেক কার্য্যের উপর যখন সন্তানের মঙ্গলা-মঙ্গল নির্ভর করে, তখন অতি সতর্কের সহিত গর্ভসঞ্চার করা কর্ত্তব্য।

সু। আপনার উপদেশে অনেক বিষয় শিখ্‌তে পাল্লেম। সকল লোক যদি এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় শিখে চলে, তবে আর ভাবনা কি?

ধা। মানুষ নিজ কর্ম্মদোষে নানা প্রকার দুঃখ-ভোগ করে থাকে। নতুবা ঈশ্বরের নিয়ম পালন কল্লে, সংসারে কোন প্রকার অমঙ্গল ঘট্‌তে পারে না।

সু। ভাল কথা, এই সঙ্গে আর একটী কথা জেনে নিই।

---

(১) ঋতৌ ঋতৌ পুরুষবৎ প্রবর্ত্তেতাঙ্গনা যদি।
তত্র কন্যা যদি ভবেৎ সা ভবেন্নরচেষ্টিতা॥
পুরুষবৎ স্ত্রিয়মারুহ্য সা তস্যা যোনৌ স্বযোনিঘর্ষণং
করোতি॥—ইতি সুশ্রুতঃ।

ধা। কি কথা?

সু। এই যে যমজ সন্তান হ'তে দেখা যায়, তার কারণ কি?

ধা। সহবাসকালে যদি বীজ বা শুক্র অন্তর্ব্বায়ু দ্বারা বিভক্ত হ'য়ে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে, তবে যমজ সন্তান হয়।

সু। তবে যমজ সন্তান একবারেই জন্মে থাকে?

ধা। তা বৈ কি? স্বাভাবিক নিয়মে স্ত্রীলোকের একটী সন্তান হওয়া উচিত।

সু আচ্ছা, স্বাভাবিক সন্তান অপেক্ষা যমজ সন্তান কি দুর্ব্বল হয়?

ধা। যমজ সন্তান কিছু দুর্ব্বল এবং শীর্ণ-কায় হ'য়ে থাকে। ফলকথা পিতা মাতার শারীরিক গুণানুসারে যমজ সন্তান হয়।

সু। আচ্ছা, মাতার বয়স অনুসারে কি যমজ সন্তান হওয়ার কোন নিয়ম আছে?

ধা। সন্তান হওয়ার উপযুক্ত সময় পনর হ'তে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত। কিন্তু কুড়ি হ'তে ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে যমজ সন্তান কম জন্মে। ত্রিশের পর অধিক পরিমাণে যমজ সন্তান হওয়ার সম্ভব।

সু। তবে কি স্ত্রীলোকদের অধিক বয়সেই অধিক যমজ সন্তান হ'য়ে থাকে?

ধা। প্রায় ঐ রকমেই হয়। স্ত্রীলোকের যত সন্তান হয়, তার প্রায় পাঁচ ভাগের তিন ভাগ ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই হ'য়ে

থাকে। আর ত্রিশের পর বাকী তুই ভাগ হ'তে দেখা যায়।

স্থু। তবে কোন্ রকম বয়সে কত যমজ সন্তান হওয়ার নিয়ম?

ধা। স্ত্রীলোকের যত যমজ সন্তান হয়, তার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ সন্তান ত্রিশ বৎসর বয়সের পর জন্মে। যে সকল স্ত্রীলোকের বেশী বয়সে গর্ভ হয় অর্থাৎ স্বামী সহবাস ঘটে, তাদের প্রথম গর্ভে যমজ সন্তান হওয়ার সম্ভব। পনর বৎসর বয়স হ'তে উনিশ বৎসর বয়সের মধ্যে যত যমজ সন্তান হয়, এরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা একশত আশি জনের মধ্যে একটী।

স্থু। আচ্ছা, যে সকল স্ত্রীলোক পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স হ'তে উনচল্লিশ বৎসর বয়স মধ্যে যমজ সন্তান প্রসব করে তাদের সংখ্যা কিরূপ?

ধা। পঁয়তাল্লিশ জনের মধ্যে একজন।

স্থু। যাদের বাল্যকালে বিবাহ হয়, তাদের পক্ষে কি নিয়মে যমজ সন্তান হয়?

ধা। তাদের প্রায় ত্রিশ বৎসরের নীচে যমজ সন্তান হয় না।

স্থু। আচ্ছা, যমজ সন্তান হওয়া কি কোন্ জাতির উপর নির্ভর করে?

ধা। করে বৈ কি? ইংরাজ অপেক্ষা আইরিস জাতির অধিক যমজ সন্তান হ'য়ে থাকে।

স্থু। আবার কেউ কেউ যে, তুইটী অপেক্ষা বেশী সন্তান প্রসব করে থাকে, তাদের সংখ্যা কি রকম?

ধা। যমজ সন্তান প্রসবকারিণী অপেক্ষা তাদের সংখ্যা অনেক কম*। ত্রিশ বৎসরের উপর বয়সেই প্রায় ঐরূপ সন্তান হ'তে দেখা যায়। ফলকথা যাদের দুইটী অপেক্ষা বেশী সন্তান হয়, তারা অত্যন্ত হতভাগ্য আর তারা প্রায় চিররুগ্ন।

স্ব। ওরূপ অধিক সন্তান প্রসব হ'লে সন্তানও বাঁচে না আর গর্ভবতীর প্রাণেও আশঙ্কা, কেমন?

ধা। তা নয় তো আর কি? সে যা হ'ক এখন যা যা বল্লেম, সেগুলি তো বেশ করে বুঝ্‌তে পাল্লে? যদি সন্দেহ থাকে, তবে এই সময় জেনে নেও।

স্ব। যে রকম জলের মত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাতে আবার কি সন্দেহ থাকে?

ধা। তবে এখন আমি আসি।

* পারিস সহরে ছত্রিশহাজার সন্তান প্রসবের মধ্যে চারিটী স্ত্রীলোক তিনটী করিয়া সন্তান প্রসব করিয়াছিল। লণ্ডননগরে আটচল্লিশ হাজারের মধ্যে তিনজন স্ত্রীলোকের তিনটী সন্তান হইয়াছিল।

কি উপায়ে সন্তান সুশ্রী হয় ?

সু। আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব বলে অনেক দিন হ'তে মনে কচ্ছি কিন্তু সময় না থাকাতে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি নাই।

ধা। কি কথা বলনা? আজ তো আমার সময় আছে।

সু। আচ্ছা, ছেলে সুশ্রী হয় এর কি কোন উপায় আছে?

ধা। থাক্‌বে না কেন? মনে কর ভাল ফুল ফল পেতে ইচ্ছা কর্‌তে যেমন ভাল জাতীয় তেজাল গাছ রোপণ করে পালন কর্‌তে হয়, সেইরূপ সুশ্রী সন্তান পেতে ইচ্ছা কর্‌লে পিতা মাতার স্বাস্থ্য, চেহারা আর মনের ভাব ভাল হওয়া আবশ্যক।

সু। সে তো বুঝ্‌লেম, কিন্তু যে স্ত্রীপুরুষের চেহারা ভাল নয়, তাদের সন্তান সুশ্রী হ'বার কি কোন উপায় নাই?

ধা। এ বিষয়ে তোমাকে একটী গল্প বলি শোন,—একজন বিচারপতির অতি কদর্য্য চেহারা ছিল। তিনি দেখ্‌তে খর্ব্বাকার, কদাকার এবং কোলকুঁজ ছিলেন, কিছুদিন পরে তাঁর একটী পুত্র জন্মায়, সেও পিতার মত কদাকার হয়।

সু। তার পর কি হ'ল?

ধা। বিচারপতি খুব দুঃখিত হ'য়ে একজন বিজ্ঞ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, মহাশয়! কি উপায়ে সুশ্রী সন্তান উৎপন্ন হয়।

সু। ডাক্তার কি উপদেশ দিলেন?

ধা। ডাক্তার বল্লেন আপনি তিনখানি অতি সুশ্রী ছবি এনে শয়ন ঘরে রেখে দিবেন।

সু। কিরূপ ভাবে রাখ্‌তে হ'বে তার কি কোন ব্যবস্থা বলেন নাই?

ধা। বল্‌বেন না কেন? যেখানে শুতে হয়, তার দুই পাশে দুখানি আর পায়ের নীচে একখানি।

সু। আচ্ছা, এরূপ ভাবে রাখার তাৎপর্য্য কি?

ধা। তা হ'লে স্ত্রীপুরুষের দৃষ্টি সর্ব্বদাই সেই সুশ্রী ছবির উপর পড়ে।

সু। সে যা হ'ক বিচারপতির শেষ কি হ'ল?

ধা। কিছুদিন পরে তাঁর একটী পুত্র জন্মে, সেটী পিতা মাতার চেহারার মত না হ'য়ে উত্তম সুশ্রী হয়।

সু। তবে তো এ উপায়টী মন্দ নয়।

ধা। কেন, তোমার কি মনে নাই, আমাদের শাস্ত্রে গর্ভাবস্থায় মলিনা এবং কদাকার স্ত্রীর নিকট গর্ভবতীর যে যেতে নিষেধ তার মানেও এই।

সু। তা বটে, পিতা মাতার মনের ভাবের উপর সন্তানের অনেকটা আকৃতি ও স্বভাব নির্ভর করে।

সু। তবে গর্ভসঞ্চারের সময় হ'তে পিতা মাতার খুব সাবধানে থাকা আবশ্যক।

ধা। স্ত্রী পুরুষ যখন এক শয্যায় শয়ন করে থাকে, সে সময়

উভয়েরই খুব প্রফুল্ল মনে থাকা চায়। উভয়ের মধ্যে যদি এক জনের মনে দুঃখ থাকে, তবে সন্তান সুশ্রী হয় না।

সু। তবে সহবাসকালে এবং সন্তান যতদিন গর্ভে থাকে, ততদিন সর্ব্বদা আহ্লাদিত, প্রফুল্ল থাকা আর সুশ্রী ছবি প্রভৃতি দেখা খুব ভাল।

ধা। ভাল কথা তুমি কি মহাভারত পড় নাই?

সু। পড়্‌ব না কেন?

ধা। এই যে পাণ্ডু-রাজার জন্ম সময় তাঁর মাতা ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়েছিলেন, সেজন্য পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হয়। আর ধৃতরাষ্ট্রের জন্মকালে তাঁর মাতা ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন বলেই তো ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ।

সু। পোড়া লোকে এ সব না বুঝে কেবল সুশ্রী সন্তান হয় না বলে দুঃখিত হয়।

ধা। স্ত্রীলোক অন্তঃসত্ত্বা হ'লেই মনে মনে সুন্দর আকৃতি চিন্তা করবে। কদাকার চেহারা আদৌ মনে আন্‌বে না। খুব প্রফুল্ল মনে থাক্‌বে, আর খুব যত্ন করে স্বাস্থ্য ভাল রাখ্‌বে।

সু। আপনার কথার ভাবে বোধ হ'চ্ছে, সন্তান পিতা মাতার গুণ অনুকরণ করে।

ধা। তা বৈ কি? সন্তান একটী অনুকরণকারী জীব। এজন্য দেখা যায়, কোন কোন সন্তান পিতা মাতা, কোন কোন সন্তান খুড় বা খুড়ির, কোন কোন সন্তান পিতামহ বা পিতামহীর, কোন কোন সন্তান মাতামহ বা মাতামহীর অনুকরণ করে থাকে। আবার

কোন কোন সন্তানকে দূরবর্ত্তী পূর্ব্ব-পুরুষদের গুণ অনুকরণ করতে দেখা যায়।

সু। আচ্ছা, সন্তান কি আর কোন বংশের অনুকরণ করে না?

ধা। করে বৈ কি? মাতুল বংশেরও অনুকরণ করতে দেখা যায়।

সু। কি কারণে মাতুল বংশের গুণ পায়?

ধা। তার কারণ পিতার শুক্রে যেমন সন্তান জন্মে, সেইরূপ মাতৃ রক্ত হ'তেও মাতুল বংশের গুণ প্রাপ্ত হয়।

সু। আচ্ছা, আপনি যে, পূর্ব্বে বল্লেন, সন্তান গর্ভাবস্থা হ'তেই অনুকরণ করতে থাকে। সেই অনুকরণ কোন্ সময় হ'তে সুরু হয়?

ধা। সন্তান জন্মাবার পূর্ব্বে অর্থাৎ শুক্র ও আর্ত্তব মিলিত হ'য়েই পিতৃ ও মাতৃ বংশের অবয়ব অনুকরণ করতে থাকে?

সু। তাতেই বুঝি লোকে সুন্দর পুরুষ ও সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে বিবাহ করে?

ধা। সে কথা ঠিক। স্ত্রী পুরুষ সুশ্রী হ'লে সন্তানও সুন্দর হওয়ার কথা। কাল কিম্বা কদাকার স্ত্রী পুরুষ হ'লেই সন্তান কদাকার হয়।

সু। তবে বংশ সুশ্রী করতে হ'লে বুঝি স্ত্রী পুরুষ সুচেহারা হওয়া চায়?

ধা। তা নয় তো কি? দেখ নাই কি কাফ্রি-জাতির স্ত্রী-পুরুষের যেরূপ চেহারা, তাদের সন্তানও সেইরূপ চেহারা হ'য়ে

থাকে। যে জাতির নাক চেপ্টা, তাদের সন্তানেরও চেপ্টা নাক হয়।

স্থ। তবে কি সন্তান স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও অনুকরণ করে থাকে?

ধা। করে বৈ কি? বাপ মা লম্বা হ'লে ছেলেও প্রায় লম্বা হ'য়ে থাকে। আর যদি বাপ মা খর্ব্বাকার হয়, তবে ছেলেও ক্ষুদ্রকায় হ'য়ে থাকে। একটী গল্প বলি শোন;—এক জন রাজার একটী দাস ছিল। সে লোকটী খুব লম্বা। রাজা আদেশ দিলেন, একটী লম্বা স্ত্রীলোকের সহিত যেন এর বিবাহ হয়। সুতরাং বিবাহ হ'ল। কিছু দিন পরে তাদের লম্বা ছেলে হয়। পরে সেই বংশাবলী ক্রমে লম্বা চেহারার হ'য়ে উঠ্‌ল।

স্থ। আচ্ছা, সুন্দর স্ত্রীপুরুষের তো সুন্দর ছেলে হ'য়ে থাকে, শুন্‌লেম। আর শ্যামবর্ণ পুরুষের শ্যামবর্ণ ছেলে হয়। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যদি গৌরবর্ণ পুরুষ আর কৃষ্ণবর্ণ স্ত্রী হয়, তবে তাদের ছেলে কি রকম হ'বে?

ধা। তা হ'লে পিতা মাতার মাঝামাঝি বর্ণের সন্তান হ'য়ে থাকে।

স্থ। আচ্ছা, যদি পিতা কৃষ্ণবর্ণ আর মাতা সুন্দর হয়, তবে তাদের কি রকম ছেলে হ'বে?

ধা। তা হ'লে সন্তানও কৃষ্ণবর্ণের হ'য়ে থাকে।

স্থ। এর কারণ কি?

ধা। কারণ এই মাতা সর্ব্বদাই স্বামীর রং দেখে থাকে,

নিজের রং অধিক পরিমাণে দেখ্‌তে পায় না। সর্ব্বদা স্বামীর চেহারা মনে জাগে, সুতরাং সন্তান গর্ভাবস্থায় মাতৃ ভাবের অনুকরণ করে থাকে।

সু। ভাল কথা সন্তান পিতা ও মাতার নিকট কি গুণ লাভ করে থাকে?

ধা। সন্তান পিতা মাতার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, বুদ্ধি পেয়ে থাকে। সন্তানের স্বাস্থ্য, আকৃতি মাতার ন্যায় হয়। তার একটী প্রমাণ বলি শোন;—পুরুষ জাতীয় গাধা আর ঘোটকীর যে বাচ্ছা হয়, তার আকৃতি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি রকম হয় দেখ নাই কি?

সু। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আচ্ছা: পিতা মাতার ন্যায় যে সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়, তার কি আর কোন প্রমাণ নাই?

ধা। থাক্‌বে না কেন? কোন দেশে* দুই তিনটী বংশে দেখা গিয়েছিল যে, সেই বংশের পূর্ব্ব-পুরুষদের একটী বেশী আঙুল ছিল, সেই অবধি সেই বংশের সন্তানদের একটী করে আঙুল বেশী হ'য়ে আস্‌ছে।

সু। হ্যাঁ, এখন বুঝ্‌লেম, পিতার ধরণ অনেকটা সন্তানের হ'য়ে থাকে।

ধা। ঠিক বলেছ। লক্ষ্য করে দেখ নাই কি? সন্তানের চলন, অঙ্গ-ভঙ্গী প্রায় পিতার ন্যায় হয়। এমনও দেখা যায়, পিতা যদি

* জর্ম্মানিতে।

চিৎ হ'য়ে ডা'ন বা বাঁ দিকে কা'ত হ'য়ে নিদ্রা যান, তবে সন্তানও প্রায় ঠিক সেইরূপ ভাবে নিদ্রা যায়।

স্ব। হ্যাঁ, এখন বেশ বুঝ্‌লেম, সন্তানের সৌন্দর্য্য, মানসিক ভাব এবং পরমায়ু সকলগুলিই পিতা মাতার উপর নির্ভর করে।

ধা। ঠিক বলেছ? মানুষ যদি ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করে চ'লে, তবে সকলই ভাল হয়।

স্ব। সে যা হ'ক কাল সকাল করে এসে আবার আর একটী বিষয় উপদেশ দিবেন। আজ যা যা শুন্‌লেম, বেশ করে মনে রাখি।

আসন্ন প্রসবা।

স্থ। আপনার অনুগ্রহে অনেক বিষয়ে উপদেশ পেলেম। কিন্তু যাদের প্রসব কাল নিকট হ'য়ে এসেছে, তাদের বিষয় তো কিছু বল্লেন না?

ধা। এখনো তো বল্‌বার সময় যায় নাই বাছা! আজ সে বিষয় বল্‌ব।

স্থ। আচ্ছা, প্রসবের সময় নিকট হ'য়ে এলে অনেক গর্ভবতীকেই ভীত হ'তে দেখা যায়, সে ভয়টা কি?

ধা। ঐ সময় গর্ব্ভবতীরা দুই প্রকার ভয়ে ভীত হয়, প্রথম নিজের জীবন রক্ষা, দ্বিতীয়তঃ সন্তানের মঙ্গল কামনা জন্য।

স্থ। বাস্তবিক কি গর্ব্ভাবস্থায় ভীত হওয়া উচিত?

ধা। ঈশ্বরের কেমন কৌশল, কেমন দয়া যে, তদ্দারা গর্ভে সন্তান জন্মে, বৃদ্ধি পায় এবং সময় পূর্ণ হ'য়ে এলেই আপনা হ'তেই ভূমিষ্ঠ হ'য়ে থাকে।

স্থ। তবে গর্ভাবস্থায় খুব সাহস করা উচিত, কেমন, নয় কি?

ধা। সে কথা আবার একবার করে?

স্থ। আচ্ছা, সকল গর্ভবতীই কি এক রকম নিয়মে প্রসব হয়ে থাকে?

ধা। তা কি কখন হয়? এমন দেখা গ্যাছে, একই স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন গর্ব্ভে ভিন্ন ভিন্ন রকম কষ্ট ভোগ করে থাকে।

সু। এই তো আপনি বল্লেন প্রসবে কোন আশঙ্কা করা উচিত নয়। তবে আবার কষ্ট হ'বে কেন?

ধা। তার কারণ আছে, স্বাভাবিক প্রসবে কোন কষ্ট বা আশঙ্কা নাই, কিন্তু অস্বাভাবিক প্রসব বড় ভয়ের কথা।

সু। অস্বাভাবিক প্রসব আবার কি?

ধা। যে প্রসব সহজে হয় না, ছেলের যে অঙ্গ নির্গত হওয়া উচিত তা না হ'য়ে যদি অন্য অঙ্গ নির্গত হয়, তবে তাকেই অস্বাভাবিক প্রসব বলে।

সু। ভাল কথা কোন কোন গর্ব্ভবতীর পেট নেমে পড়ে এরূপ নেমে পড়ার কি কোন নিয়ম আছে?

ধা। বিশেষ কোন নিয়ম নাই। প্রসব কাল নিকট হ'য়ে এলেই এরূপ ঘটে থাকে। কারো কারো এক রাত্রের মধ্যে নেমে আসে, আবার কারো কারো দেখা যায়, প্রসবের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে পেট নেমে পড়ে।

সু। আচ্ছা, এরূপ নেমে পড়াতে কি কোন অসুবিধা হয়?

ধা। যে সকল গর্ব্ভবতীর পেট বড় হ'য়ে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় আর পাকস্থলীতে চাপ পড়ায় আহারে অনিচ্ছা ঘটে থাকে, পেট নেমে পড়াতে তাদের পক্ষে সুবিধাই হয়।

সু। তবে অসুবিধা হয় কার পক্ষে।

ধা। যাঁদের পেট নীচের দিকে নেমে পড়াতে মূত্রাশয় প্রভৃতি

চাপ পড়াতে প্রস্রাব ত্যাগে কষ্ট হয় ভালরূপ কোষ্ট পরিষ্কার হয় না। সর্ব্বদা ঘন ঘন প্রস্রাব হ'য়ে থাকে, তাদেরই কষ্ট।

সু। প্রসবকাল নিকট হ'য়ে এলে আর কি কোন কষ্ট হ'য়ে থাকে?

ধা। হয় বৈ কি? এমন দেখা যায়, প্রকৃত প্রসব বেদনা না হ'য়ে এক প্রকার কৃত্রিম বেদনা উপস্থিত হ'য়ে বড় কষ্ট দিয়ে থাকে।

সু। কি কারণে কৃত্রিম বেদনা হয়?

ধা। যদিও অনেক প্রকার কারণে কৃত্রিম বেদনা ঘটে থাকে, কিন্তু তার মধ্যে এই কটী প্রধান, অর্থাৎ পেট ফাঁপা, উদরাময়, দেহের দুর্ব্বলতা এবং দুর্ভাবনা।

সু। তবে এরূপ বেদনা হ'লে কি করা উচিত?

ধা। কেন, উপযুক্ত চিকিৎসক এনে চিকিৎসা করাবে।

সু। আচ্ছা, কৃত্রিম প্রসব বেদনা কাকে বলে?

ধা। যে বেদনায় সন্তান প্রসব হয় না, তাকে কৃত্রিম বেদনা বলে। অর্থাৎ প্রসব বেদনা হ'বার দশ পনর দিন পূর্ব্বে কখন কখন পীঠ ও অন্ত্র হ'তে যে এক রকম বেদনা উপস্থিত হ'য়ে কটি ও উরুতে নামে; কখন কখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল বলে বোধ হয়; এরূপ বেদনাকে কৃত্রিম বেদনা মনে করতে হয়।

সু। তবে যে কেউ কেউ দশ পনর দিন ধরে প্রসব বেদনায় কষ্টভোগ করে থাকে, সেটা কি?

ধা। কৃত্রিম বেদনাকে প্রকৃত বেদনা মনে করে পোয়াতিকে

ঐ রকম কষ্ট দেয়। নতুবা প্রকৃত বেদনা এতদিন ধরে কষ্ট দেয় না। তবে কৃত্রিম বেদনার সহিত প্রকৃত বেদনা যোগ হ'লেই অধিক-ক্ষণ বেদনা হ'তে দেখা যায়।

স্থ। সে আবার কি রকম?

ধা। মনে কর, কৃত্রিম বেদনায় পোয়াতি দুই তিন দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছে, সেই বেদনার পরই প্রকৃত বেদনা উপস্থিত হ'য়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল, এরূপ স্থলেই লোকে মনে করে অধিক দিন ধরে প্রসব বেদনা।

স্থ। আচ্ছা, প্রসবকাল নিকট হ'য়ে এলে কি করা উচিত?

ধা। প্রসবের সময় যে সকল দ্রব্য প্রয়োজন হয়। সেই সব জিনিস ঘরে ঠিক করে রাখা আবশ্যক। নতুবা এমনও দেখা যায় একটী সামান্য দ্রব্যের অভাবে বিস্তর অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।

স্থ। হঁ্যা, এখন বুঝ্‌লেম, তবে পূর্ব্ব হ'তেই সব জোগাড় করে রাখা আবশ্যক।

ধা। আর একটী কথা, প্রসব সময় নিকট হ'লে ধাত্রীকে ঘরে রাখা উচিত। মনে কর গভীর রাত্রে অথবা কোন দুর্য্যোগ সময়ে পোয়াতির প্রসব বেদনা উপস্থিত হ'য়েছে, এরূপ স্থলে ধাত্রীকে ঘরে রাখ্‌লে কোন অসুবিধায় পড়্‌তে হয় না। অভাব পক্ষে ধাত্রীর বাড়ী গৃহস্থদিগের দেখে রাখাও উচিত।

স্থ। প্রসব কার্য্যে কিরূপ ধাত্রী নিযুক্ত করা আবশ্যক?

ধা। রাতকাণা, কালা, স্ত্রীলোক কখনই ধাত্রীর কাজে নিযুক্ত করা নয়। আর প্রসব কার্য্যে অশক্ত, দুর্ব্বলা এবং বৃদ্ধা ধাত্রী

পরিত্যাগ কর্‌বে। যে ধাত্রীর সন্তান হ'য়েছে, প্রসব বেদনা ও প্রসূ-তির অবস্থা বেশ বুঝ্‌তে পারে, এরূপ ধাত্রী নিযুক্ত করা উচিত।

সু। এ ছাড়া আর কি কোন স্ত্রীলোক ঠিক করে রাখা আবশ্যক?

ধা। প্রসব কার্য্যের সাহায্য কর্‌বার জন্য কয়েকজন আত্মীয় স্ত্রীলোক ঠিক করে রাখ্‌তে হয়। আর যে সব স্ত্রীলোক প্রসব-কালে কষ্ট দেখ্‌লে অস্থির হ'য়ে উঠে, সেরূপ স্ত্রীলোক পোয়াতির নিকট রাখ্‌বে না। কেমন বাছা! এখন তো সব বুঝ্‌তে পাল্লে?

সু। বুঝেছি বটে, কিন্তু তুই একটী কথা জেনে নিতে হ'বে।

ধা। কোন্ কোন্ বিষয়ে সন্দেহ আছে, এক এক করে বল।

সু। প্রকৃত বেদনা আর কৃত্রিম বেদনা যাতে ভাল করে বুঝ্‌তে পারা যায়, বলে দি'ন।

ধা। প্রকৃত বেদনা ঠিক অন্তর অন্তর উপস্থিত হয়। আর এই বেদনায় যেমন কষ্ট হয়, বেদনা অন্তর হ'লে আবার সেইরূপ আরাম বোধ হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, কৃত্রিম বেদনা হ'লে পোয়াতিকে সূতিকা ঘরে নিয়ে যাওয়া উচিত কি?

ধা। ও সর্ব্বনাশ! পোয়াতিকে আদৌ নড়া চড়া কর্‌তে দিবে না। এক স্থানে শয়ন করিয়ে বিশ্রাম করাবে। আর কোন রকম মৃদু বিরেচক দ্রব্য সেবন করিয়ে কোষ্ট পরিষ্কার করালে ভাল হয়। কারণ অনেক স্থলে দেখা যায়, কোষ্ট পরিষ্কার না হ'য়েও ঐরূপ বেদনা হ'য়ে থাকে।

স্থ। আর একটী কথা, এই যে পূর্ব্বে বল্লেন, পোয়াতির পেট ঝুলে পড়ে কষ্ট-কর হ'য়ে উঠে, সেরূপ অবস্থায় কি করা উচিত?

ধা। এক খণ্ড পরিষ্কার কাপড়ে খুব ঢিলে করে পেট বেঁধে দিলে কষ্ট নিবারণ হ'বে।

স্থ। ভাল কথা, কি কারণে প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়?

ধা। শিশুর আকৃতি ও দৃঢ়তা দ্বারা প্রসব বেদনা হ'য়ে থাকে।

স্থ। আচ্ছা, শিশু কি আপনিই গর্ত্ত হ'তে নির্গত হ'য়ে থাকে?

ধা। এ বিষয়ে নানা রকম মতভেদ আছে।

স্থ। অনুগ্রহ করে, সেই মতগুলি বলুন না?

ধা। কেউ কেউ বলেন, শিশু সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হ'লে নিজেই বা'র হ'তে চেষ্টা করে।

স্থ। আচ্ছা, আর কি কোন কারণে সন্তান নির্গত হ'য়ে থাকে?

ধা। কারো কারো মত সন্তান ক্ষুধায় উৎপীড়িত হ'লে গর্ভ হ'তে বা'র চেষ্টা পায়। কারো কারো মতে শিশুর নিশ্বাস প্রশ্বাসের অভাব হ'লেই নির্গত হয়।

স্থ। আচ্ছা, যদি কোন কারণে নির্গত হ'তে ব্যাঘাত হয়, তবে কি হয়?

ধা। উপযুক্ত সময়ে নির্গত হ'তে ব্যাঘাত ঘট্‌লে শিশু মারা পড়ে।

স্থ। কি কারণে নির্গত হ'তে ব্যাঘাত জন্মে?

ধা। প্রসব দ্বার অপ্রশস্ত হ'লে সহজে নির্গত হ'তে পারে না। তাতেই প্রসব বেদনা অধিকক্ষণ কষ্ট-কর হ'য়ে থাকে।

সু। আর কি কোন কারণে প্রসব বেদনা অধিক কষ্ট-কর হয়?

ধা। হয় বৈ কি? অস্বাভাবিক প্রসব হ'লে বড় কষ্ট-কর হয়। এমন কি তাতে শিশু ও গর্ভবতী উভয়েরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে।

সু। তবে আপনি অনুগ্রহ করে প্রসব বেদনার কথাটা ভাল করে বলে দি'ন।

ধা। আজ অনেক বেলা হ'য়েছে, আর এক দিন প্রসব বেদনার কথা বেশ করে বুঝিয়ে দিব।

প্রসব বেদনা।

অর্থাৎ

কি কারণে প্রসব বেদনা অল্পক্ষণ বা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়?

কোন দেশে কিরূপ নিয়মে প্রসব হয়?

সু। আজ আপনার নিকট প্রসব বেদনার কথাটা ভাল করে জেনে নেব।

ধা। বেশ তো?

সু। আচ্ছা, প্রসব বেদনা কতক্ষণ হ'তে কতক্ষণ থাকে?

ধা। সচরাচর দুই ঘণ্টা হ'তে আঠার ঘণ্টা পর্য্যন্ত হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, প্রথম সন্তান প্রসব সময় যেমন বেদনা হয়, তারপর অন্যান্য সন্তান প্রসবেও কি তত কষ্ট হয়?

ধা। মোটামুটি এইটী জেন স্ত্রীলোকদের যত সন্তান হ'তে থাকে, ততই বেদনা অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়।

সু। আচ্ছা, ছেলে আর মেয়ে প্রসবে কি কোন রকম বেদনার কম বেশী হ'য়ে থাকে?

ধা। কেউ কেউ বলেন, প্রভেদ আছে; অর্থাৎ ছেলে প্রসব সময় যে বেদনা হয়, মেয়ে প্রসব অপেক্ষা প্রায় ঐ বেদনা এক ঘণ্টা চারি মিনিট বেশী হ'য়ে থাকে।

স্ব। আর কি কোন কারণে বেদনা কম বেশী হয়?

ধা। হয় বৈ কি? সন্তানের গঠন অনুসারে বেদনা কম বেশী হ'য়ে থাকে।

স্ব। সে কি রকম?

ধা। যে সকল ছেলে চারি সের অপেক্ষা কম, আর যারা চারি সের চাইতে অধিক ভারী, সেই সকল সন্তান প্রসব হ'তে চারি ঘণ্টা আট মিনিট অধিক সময় লাগে।

স্ব। তবে তো ছেলের ওজনের উপর প্রসব সময় নির্ভর করে?

ধা। করে বৈ কি? কোন কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পাঁচ পোয়া বেশী অর্থাৎ সাড়ে চব্বিশ ইঞ্চি লম্বা হ'য়ে থাকে।

স্ব। আচ্ছা, ঐ সকল সন্তানের জননীর ওজন কত হ'তে পারে?

ধা। প্রসবের সময় ওজন করে দেখা হ'য়েছে, এক মণ ছয় সের হ'য়ে থাকে।

স্ব। ভাল কথা প্রসব বেদনা উপস্থিত হ'বার পূর্ব্বে কোন লক্ষণ দেখে কি তা বুঝা যায়?

ধা। যায় বৈ কি? প্রসব বেদনা আরম্ভ হ'বার দুই এক দিন পূর্ব্বে হ'তে পোয়াতির চেহারা কিছু সুশ্রী দেখায়, বর্ণ উজ্জ্বল হয়, অধিক নিশ্বাস ত্যাগ করে।

সু। আর কি কোন লক্ষণ দেখা যায়?

ধা। যায়, প্রসব বেদনা আরম্ভ হওয়ার এক দিবস অথবা দশ বার ঘণ্টা পূর্ব্বে ছেলে তলপেটের শেষ ভাগে নেমে আসে।

সু। আচ্ছা, এতে কি কোন কষ্ট হয়?

ধা। কেন, মনে নাই কি? পূর্ব্বে তো বলে দিইছি, এতে মূত্রাধারে চাপ পড়ে তজ্জন্য সর্ব্বদা প্রস্রাব করতে ইচ্ছা হয়।

সু। আচ্ছা, ঐরূপ সন্তান তলপেটে নেমে আসাতে প্রসবের কি কিছু জানা যায়?

ধা। যায় বৈ কি? এইটীই তো প্রসব হওয়ার প্রধান ও প্রথম লক্ষণ।

সু। এইরূপ নেমে আসার পর কি আর কোন লক্ষণ দেখা যায়?

ধা। তা আর যায় না? এই সময় হ'তে স্ত্রী অঙ্গের বা'র হ'তে গর্ভাশয় পর্য্যন্ত এক প্রকার জলের ন্যায় পদার্থ নির্গত হ'য়ে ঐ স্থান সকল ভিজে রাখে। আর ওর সঙ্গে যখন সামান্য রক্ত দেখা দেয়, তখন স্ত্রীলোকেরা বেশ বুঝ্‌তে পারে যে, প্রসব বেদনা এই সময় আরম্ভ হ'বে।

সু। এর পর কি হয়?

ধা। এই সময় হ'তেই প্রায় এক প্রকার বেদনা ধরে।

সু। আচ্ছা, আর কোন রকম লক্ষণ দেখে প্রসব বেদনা বুঝ্‌তে পারা যায়?

ধা। যায় বৈ কি? পা দুখানি ঠাণ্ডা হয়, আর মুখে এক প্রকার জল উঠে এবং বমি হয়। পেটে কিছু তলায় না।

সু। আচ্ছা, মুখ দিয়ে জল উঠাতে কি কোন বিপদ ঘটে থাকে?

ধা। কোন রকম বিপদ হয় না বটে, কিন্তু পোয়াতিকে অসুস্থ করে তুলে।

সু। কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ জল উঠে?

ধা। প্রসবের পরেই বন্ধ হ'য়ে যায়।

সু। ভাল কথা, প্রসব বেদনার সময় পোয়াতির কি করা উচিত?

ধা। সে সময় ঘরের ভিতর খুব আস্তে আস্তে পা-চালি করা ভাল। শয়ন করে থাকা ভাল নয়।

সু। আচ্ছা, যদি অধিকক্ষণ ধরে প্রসব বেদনা থাকে, তবে কি বেদনার কোন পরিবর্ত্তন হয়?

ধা। হয় বৈ কি? যদি এই সময় পোয়াতি এক রকম অবস্থায় থাকে, তবে পায়ে ও উরুতে ঝিঁ ঝিঁ ধরে।

সু। আচ্ছা, এতে কি কোন অনিষ্ট হয়?

ধা। অনিষ্ট হবে কেন? তাতে এই বুঝা যায় যে, পেটে ছেলে নড়্‌চে।

সু। আচ্ছা, প্রসব বেদনার সময় কি পোয়াতির কাছে স্বামীর থাকা উচিত?

ধা। না থাকাই ভাল; কারণ স্ত্রীর কষ্ট দেখে মন বড় খারাপ হয় তবে প্রসবের পর দেখা করে, প্রণয়ের কৃতজ্ঞতা আর ছেলের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা অতি মৃদুভাবে বলা ভাল। তাতে পোয়াতিরও ক্লেশ অনেক কম বোধ হয়।

সু। আচ্ছা, সকল পোয়াতির পক্ষে কি এক নিয়মে প্রসব বেদনা হয়?

ধা। তা কি কখন হ'য়ে থাকে বাছা? প্রথম প্রসবে যতটা কষ্ট হয়, তার পর প্রসবে প্রায় তত কষ্ট দেখা যায় না। আবার কারো কারো পক্ষে প্রথম বার সহজে প্রসব হ'য়ে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার কষ্ট হ'য়ে থাকে।

সু। হ্যাঁ, ঠিক কথা, এখন মনে হ'য়েছে। সে যা হ'ক আপনার কথায় বেশ বুঝা গেল। হটাৎ কোন পোয়াতি প্রসব করে না। বেদনা প্রভৃতির লক্ষণ পর পর পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে, কেমন?

ধা। ঠিক বলেছ? প্রথম সন্তান তলপেটে নেমে আসে। দ্বিতীয় জলবৎ পদার্থের সঙ্গে রক্ত ভাঙে, তৃতীয় ছেলের মাথা বা'র হয়।

সু। আচ্ছা, এই যে তিন প্রকার অবস্থা বল্লেন, এর মধ্যে কোন্ অবস্থায় বেদনা অধিকক্ষণ থাকে?

ধা। প্রথম অবস্থাতেই অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত বেদনা হ'তে দেখা যায়।

সু। এই সময় পোয়াতির কি করা উচিত?

ধা। আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর পা-চালি কর্‌বে?

সু। প্রসব বেদনার দ্বিতীয় অবস্থায় কি কল্লে ভাল হয়?

ধা। সে সময় বিছানায় শুয়ে থাক্‌বে।

সু। তবে তৃতীয় অবস্থায় কিরূপ ভাবে থাকা আবশ্যক?

ধা। এই অবস্থাতেই পোয়াতি প্রসব হ'য়ে থাকে। শয়ন করে প্রসব করাই ভাল। আর এই সময় অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত কষ্ট সহ্য করতে হয়।

সু। আচ্ছা, প্রসব বেদনাটা কি কেবল মাজা, পেট এবং উরুতেই হ'য়ে থাকে?

ধা। কেউ কেউ বলেন, দুই প্রকার বেদনা হ'তে দেখা যায়, এক প্রকার বেদনা পীঠ হ'তে আর এক প্রকার পেট হ'তে হ'য়ে থাকে।

সু। পীঠ হ'তে বেদনা হ'লে কি করা আবশ্যক?

ধা। তখন ধাত্রী পীঠ চেপে ধর্‌বে কিম্বা বালিস ঠেসিয়ে দেবে যে, পোয়াতি আরাম বোধ কর্‌বে।

সু। পেটে বেদনা ধল্লে কি কর্‌বে?

ধা। পেটেও ধাত্রী হাত দিয়ে অল্প চেপে ধর্‌বে। এতে বেদনাও কমে আস্‌বে আর প্রসবের সাহায্য হ'বে।

সু। এ অবস্থায় পোয়াতি কি করবে?

ধা। চোক বুঁজে চুপ করে থাক্‌বে।

সু। আচ্ছা, সকল দেশেই কি শুয়ে প্রসব হ'য়ে থাকে?

ধা। না—ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমে প্রসব হ'য়ে থাকে।

সু। কি কি রকম, অনুগ্রহ করে বলুন না?

ধা। কোন দেশে চিৎ হ'য়ে শুয়ে প্রসব করে; কোন্ দেশে পোয়াতি দাঁড়িয়ে প্রসব করে; কোন দেশে হাঁটু গেড়ে প্রসব করে; কোন দেশে এক প্রকার (হস্ত যুক্ত) চেয়ারে বসে প্রসব

করে, কোন দেশে পোয়াতি এক পাশে কাত হ'য়ে সন্তান প্রসব করে থাকে।

সু। আচ্ছা, প্রসবের সময় যে পাঁচ বাড়ীর মেয়েরা এসে জোট পাট করে, সেটা কি ভাল?

ধা। অধিক লোকে গোলযোগ করা ভাল নয়। তাতে পোয়াতির মন খারাপ হয়। সে সময় কেবল ধাত্রী আর প্রসব কার্য্যে সাহায্য করে এমন দুই একটী স্ত্রীলোক থাকা আবশ্যক।

সু। আচ্ছা, এ সময় কি পোয়াতির মন বড় চঞ্চল হয়?

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে? এ সময় সাহস এবং আহ্লাদের কথা শুনাতে হয়, কিন্তু তাও আবার খুব ধীরে ধীরে।

সু। তবে সহজ কথায় এইটী মনে রাখ্‌তে হ'বে, প্রসব সময় পোয়াতির মন যাতে বিচলিত না হয়, এমন করে রাখ্‌তে হ'বে, কেমন নয় কি?

ধা। সে কথা আবার বল্‌তে?

সু। আচ্ছা, প্রসব বেদনার যে কষ্টের কথা বল্লেন, এ কষ্ট প্রসবের পরও কি থাকে?

ধা। আহা! ঈশ্বরের কেমন কৌশল, সন্তানের প্রতি কেমন স্বর্গীয় মায়া যে, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা কিন্তু যেই সোণার চাঁদের চাঁদ মুখ দেখে অমনি যেন আগুণে জল পড়ে, সব কষ্টই ঘুচে যায়। বিশেষতঃ যারা প্রথম পোয়াতি তারা সন্তানের মুখ দেখ্‌লেই প্রসবের সকল কষ্ট ভুলে যায়।

প্রসবের সময় ও বেদনার কারণ ?

স্বু। আপনার কাছে তো অনেক নূতন নূতন কথা শুনলেম, নানা প্রকার উপদেশও পেলেম, কিন্তু গর্ভসঞ্চারের কত দিন পরে প্রসব হয়, এ কথাটা তো ভাল করে বলে দিলেন না ?

ধা। বেশ কথা মনে করেছ? তোমাকে এমন একটী সঙ্কেত শিখিয়ে দিব যে, সহজেই প্রসব কাল ঠিক কর্‌তে পার্‌বে।

স্বু। তবে অনুগ্রহ করে বলুন না ?

ধা। যে দিন ঋতু বন্ধ হ'বে, সেই দিন হ'তে গোড়ার দিকে তিন মাস বাদ দিয়ে যত দিন অবশিষ্ট থাক্‌বে, তাতে সাত দিন যোগ দিবে, তা হ'লেই জান্‌তে পার্‌বে, আগামী সেই মাসের সেই দিনে অর্থাৎ দুশ আশি দিনে প্রসব হ'বে।

স্বু। সঙ্কেতটা ভাল বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

ধা। এই মনে কর কোন স্ত্রীলোকের মাঘ মাসের বারুই ঋতু বন্ধ হ'য়েছে। এখন হিসাব করে তিন মাস বাদ দেও।

স্বু। বারুই মাঘ হ'তে তিন মাস বাদ দিলে কার্ত্তিক মাসের বার দিন হ'বে।

ধা। এখন তাতে সাত যোগ কর।

স্বু। তাতে উনিশ হ'ল।

ধা। এখন এই বুঝ যে, আগামী কার্ত্তিক মাসের উনিশ তারিখে অর্থাৎ দুই শত আশি দিনের পর প্রসব হ'বে।

স্থ। তবে যে আমাদের দেশে সকলেই বলে দশ মাস দশ দিন না হ'লে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না, সে মতটা কি ভুল?

ধা। ভুল বৈ কি? পঞ্জিকার মতে আর চান্দ্র মাসে গণনার তফাত আছে। প্রত্যেক চান্দ্র মাসে আটাশ দিনে মাস হয়। নয়টী চান্দ্র মাস দুই শত বায়ান্ন দিন হ'য়ে থাকে। এই হিসাবে দুশ আশি দিনে অর্থাৎ চল্লিশ সপ্তাহে অথবা চান্দ্র মাসের দশ মাসে ছেলে হয়। কিন্তু পাঁজির দশ মাসে ছেলে ভূমিষ্ট হয় না।

স্থ। তবে কি চান্দ্র মাসের চল্লিশ সপ্তাহে অর্থাৎ দুশ আশি দিনে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়?

ধা। তা নয় তো কি?

স্থ। আচ্ছা, এমনও তো শুনা যায়, নিয়মিত সময় পেরিয়ে গিয়েও অনেকে প্রসব করেছে?

ধা। সেরূপ খুব কম হয়। একটী স্ত্রীলোক তিনশ এগার দিনে প্রসব করেছিল। আর একটী স্ত্রীলোক দুশ নব্বুই দিনে প্রসব করে।

স্থ। তবে এর চাইতে বুঝি আর বেশী দিনে কেউ প্রসব করে না?

ধা। কেন, করবে না? এক জন খুব ভাল ডাক্তার বলেছেন,* তিনি একটী স্ত্রীলোককে চারিশত ছাপ্পান্ন দিনে প্রসব হ'তে দেখেছেন। আর এক জন বিজ্ঞ ডাক্তার† বলেন, তিনি কোন

*ডাক্তার চার্লস্। † ডাক্তার সিম্‌সন।

কোন স্ত্রীলোককে তিন শ ছত্রিশ দিনে, কোন স্ত্রীলোককে তিন শ বত্রিশ দিনে, কোন কোন স্ত্রীলোককে তিন শ চব্বিশ দিনে, কাউকে কাউকে বা তিন শ উনিশ দিনেও প্রসব হ'তে দেখেছেন।

স্থ। তবে কোন্ হিসাবটা ধর্‌ব?

ধা। পূর্ব্বে যা বলেছি, সেইটীই ঠিক। অধিকাংশ স্ত্রালোক যে নিয়মে প্রসব হয়, সেইটীই সাধারণ নিয়ম। তবে দুই চারিটীর পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়মকে নিয়ম বলে গণ্য কর্‌তে পারা যায় না।

স্থ। কি কারণে দশ এগার মাস পর্য্যন্ত গর্ভ থাকে?

ধা। যে সকল সন্তান নিয়মিত সময়ে গর্ব্ভে সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, সেই সকল সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'তে অধিক বিলম্ব হয়।

স্থ। আচ্ছা, কেউ কেউ যে বলে থাকে, সন্তান অধিক দিন গর্ভে থাক্‌লে খুব বড় হয়, সে কথাটী কি সত্য?

ধা। যদিও দুই একটী ঘটনায় ছেলে বড় হ'তে দেখা গ্যাছে কিন্তু সাধারণ ছেলে, যেরূপ আকারে হ'য়ে থাকে, অধিক দিন গর্ব্ভ থাক্‌লেও সেইরূপ সন্তান হয়।

স্থ। আচ্ছা, আপনি যে বল্লেন, নিয়মিত সময়ে সন্তান উপযুক্ত আকার প্রাপ্ত না হ'লে অনেক দিন পর্য্যন্ত গর্ভে থাকে। কিন্তু কি কারণে যে, সেটী ঘটে তা তো বল্লেন না?

ধা। গর্ব্ভের দুর্ব্বলতা জন্য সন্তান উপযুক্ত সময়ে বাড়্‌তে পায় না।

স্থ। তবে গর্ব্ভ ভাল থাকে কিসে?

ধা। গর্ব্ববতীর স্বাস্থ্য ভাল থাক্‌লে কোন গোলযোগই ঘটে না। তোমাকে তো পূর্ব্বেই বলেছি, গর্ভাবস্থায় যে পরিমাণে সতর্ক থাকা যায়, প্রসবকালে সেই পরিমাণে সুবিধা হ'য়ে থাকে।

সু। সে কথা তো বুঝ্‌লেম, কিন্তু প্রথম বারের প্রসবে অধিক দুর্ঘটনা, না তার পর যে যে সময় প্রসব হয়, তাতে দুর্ঘটনা ঘটে?

ধা। সচরাচর দেখা যায়, অন্যান্য বার অপেক্ষা প্রথম বারের প্রসবে দ্বিগুণ দুর্ঘটনা ঘট্‌বার সম্ভব।

সু। আচ্ছা, কত বৎসর বয়সে প্রসব হ'লে দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভব?

ধা। সচরাচর দেখা যায়, পঁচিশ বৎসর বয়সে সন্তান প্রসব কল্লে কোন রকম দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে না।

সু। তবে পঁচিশের যত পরে প্রসব হয়, ততই ভাল, কেমন?

ধা। না সেটী বড় ভুল, পঁচিশের পূর্ব্বে যেমন দুর্ঘটনার সম্ভব, পঁচিশের অধিক পরেও যদি প্রসব হয়, তবে তাতেও আশঙ্কা?

সু। তবে তো কিছুতেই নিস্তার নাই দেখ্‌ছি?

ধা। তা কেন, স্ত্রীলোকের যত সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ততই সহজে প্রসব হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস হ'লে কি কোন আশঙ্কা থাকে?

ধা। থাকে বৈ কি? সন্তান উৎপাদন শক্তি যতই হ্রাস হয়, ততই দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

স্থ। তবে কোন্ বারের প্রসবে অধিক দুর্ঘটনার আশঙ্কা?

ধা। সচরাচর দেখা যায়, নবম সন্তান প্রসবের পর হ'তেই যে প্রসব হ'য়ে থাকে, তাতেই অধিক আশঙ্কা।

স্থ। আচ্ছা, কন্যা ও পুত্র প্রসব সম্বন্ধে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে?

ধা। কোন এক বিচক্ষণ পণ্ডিত বলেন * কন্যা ও পুত্রের জন্মানুসারে প্রসবে দুর্ঘটনা কম ও বেশী হ'য়ে থাকে।

স্থ। সে কি প্রকার?

ধা। যে সকল স্ত্রীলোকের পুত্র জন্মে তাদের সন্তানের মধ্যে অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু ঘটে থাকে।

স্থ। আচ্ছা, কি কারণে প্রসবকালে শিশুর মৃত্যু ঘটে?

ধা। তার যদিও অনেকগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে অধিক সময় ব্যাপে প্রসব বেদনা হ'লে শিশুর মৃত্যু সম্ভব। ফলকথা প্রসব বেদনার দীর্ঘতাই শিশুর মৃত্যুর একটী প্রধান কারণ জানবে।

স্থ। তবে স্বাভাবিক প্রসবই, সন্তানের পক্ষে মঙ্গল?

ধা। শুধু সন্তান কেন, পোয়াতিরও পর্য্যন্ত মঙ্গলের কথা।

স্থ। প্রসব কালটা বড় কঠিন, কেমন?

* অধ্যাপক সিমসন।

ধা। কঠিন তা আর একবার করে? সহজ কথায় বল্‌তে হ'লে পুনর্জ্জন্ম বলা যায়।

সু। তার আর সন্দেহ কি? প্রসব কাজটা যেমন কঠিন. সকল লোকেই যদি এই দরকারী বিষয়টা ভাল করে শিখে, তা হ'লে আর দুর্ঘটনা ঘটে না?

ধা। যদিও ঘটে কিন্তু খুব কম। দুঃখের বিষয় এই অনেক সময় অজ্ঞ মেয়েরা ইচ্ছা করে নানা প্রকার দুর্ঘটনা ডেকে এনে থাকে?

সু। সে আবার কি?

ধা। কেন দেখ নাই কি? কত নির্ব্বোধ ধাত্রী কৃত্রিম প্রসব বেদনা বুঝ্‌তে না পেরে কত বাছাকে মেরে ফেলেছে?

সু। তারা আবার কি করে মেরে থাকে, এমন নিষ্ঠুর আবার কে, যে ইচ্ছা করে একটা প্রাণী হত্যা কর্‌তে পারে?

ধা। একটা কেন? সময় সময় দুটী প্রাণীকেই মেরে থাকে।

সু। আপনার কথা ভাল করে বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

ধা। এই মনে কর প্রকৃত বেদনা হয় নাই, কৃত্রিম বেদনা যেই উপস্থিত হ'য়েছে অমনি ধাত্রী সেই সময় সূতিকা ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রসবের চেষ্টা কচ্ছে। সে চেষ্টায় এই হয় যে, পোয়াতি ও সন্তান উভয়েই মারা পড়ে।

সু। তারা কি উপায়ে প্রসব করাতে চেষ্টা পায়?

ধা। পোয়াতিকে "জাওনে" বসায় আর কোঁত দিতে বলে।

সু। এরূপ কোঁত দেওয়াতে অপকার হ'বে কেন? কোঁত পেলেই তো সন্তান শীঘ্র নির্গত হ'বে?

ধা। ঐটীই তো বুঝ্‌বার ভুল। ঠিক প্রসবের সময় উপস্থিত না হ'লে হাজার কোঁত দেও, কিছুতেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'বে না। লাভের মধ্যে এই হয় অসময়ে কোঁত দেওয়াতে পোয়াতি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। আর যখন কোঁত দেওয়ার আবশ্যক হয়, তখন আদৌ পারে না।

সু। তবে তো অসময়ে প্রসবের চেষ্টা পাওয়া আর ঘুমন্ত বাঘকে জাগান একই দেখ্‌ছি?

ধা। সে কথা আর একবার করে?

সু। আচ্ছা, এমনও তো লোকে বলে থাকে, পোয়াতি প্রসব হ'তে কষ্ট পাচ্ছে, এমন সময় ধাত্রী হাত ঢুকিয়ে ছেলে বা'র করে আনে, সেটা কি ভাল?

ধা। সে আরও খারাপ। পেটের ভিতর হাত দিয়ে ছেলে বা'র কর্‌বার চেষ্টা পাওয়া চাইতে বিপদের কথা আর কিছুই নাই।

সু। তবে কি আদৌ হাত দিয়ে ছেলে বার কর্‌বে না?

ধা। এর মধ্যে একটী কথা আছে। প্রথমে কিছুতেই স্ত্রী-অঙ্গের ভিতর হাত দিবে না। তবে যদি দেখা যায়, কোন রক-মেই ছেলে হচ্ছে না, আর যদি খুব পাকা ধাত্রী হয়, তবে বুঝে সুজে হাত দিবে।

সু। তবে মোটের উপর এই বুঝ্‌তে হ'বে, সহজেই হাত দিবে না, যদি নিতান্ত দরকার হয়, তবে ভাল ধাত্রী দিয়ে সে কাজ করাতে হ'বে, কেমন নয় কি?

ধা। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ? আমরা প্রায় দেখ্‌তে পাই, লোকে না জানাতেই অনেক সময় অনেক রকম সর্ব্বনাশ করে তুলে।

সু। তা নয় তো কি? নতুবা কে ইচ্ছা করে আবার এমন বিপদকেও ডেকে আনে?

ধা। তারা মনে মনে জানে আমরা ভালই কচ্ছি, কিন্তু না জানাতে ভাল কর্‌তে গিয়ে সর্ব্বনাশ করে বসে, তা তারা জানে না।

সু। বাস্তবিক এ সব গুরুতর দরকারী বিষয় না জানাতে দেশের যে, কত সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে, সে কথা ভাব্‌তে গেলে বুক ফেটে যায়।

ধা। লোকে শুধু কষ্ট ভোগ না করে, যদি কষ্ট নিবারণের চেষ্টা পায়, তবে আর কি ভাবনা থাকে?

সু। আমার মতে প্রসব সময়ে যে সকল দুর্ঘটনা ঘট্‌বার সম্ভব, কি উপায়ে সেগুলি নিবারণ হ'তে পারে, প্রত্যেক গৃহস্থের সে সব বেশ করে জেনে শুনে রাখা আবশ্যক।

ধা। আর একটী কথা জেনে রাখ, গর্ভবতীর কোনরূপ অসুখ হ'লেই খুব বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাবে। আনাড়ী বা হাতুড়ে দ্বারা আদৌ চিকিৎসা করাবে না।

সু। সে যা হ'ক প্রসব করাবার জন্য জোর করে কোন রকম চেষ্টা কর্‌বে না, এইটী মনে রাখ্‌তে হ'বে কেমন?

ধা। তা নয় তো কি? যেমন ধনু হ'তে বাণ নির্গত হয়,

সেইরূপ বাতাস দ্বারা সন্তান আপনা হ'তেই নির্গত হ'য়ে আসে, জোর করায় কেবল বিপদ। (১)

স্থ। এ সব গুরুতর বিষয় আপনার মত করে যদি সকলে বুঝিয়ে দেয়, তবেই তো দেশের মঙ্গল।

ধা। আমার ইচ্ছা, তুমি এই সকল বিষয় শিখে দেশময় প্রচার করবে।

(১) গর্ব্ভস্থিতিঃ সমাখ্যাতা কথ্যতে তস্য নির্গমঃ।
নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
নিঃসার্য্যতে বাণইব চিত্রযন্ত্রেণসোহর্ভকঃ॥
চরকঃ।

পরমায়ু পরীক্ষা ও পুত্র কন্যার সংখ্যা।

ধা। বাছা সুকুমারি! আজ তোমায় একটী সঙ্কেত বলে দিব।

সু। কিসের সঙ্কেত?

ধা। সন্তান ভূমিষ্ট হ'লে পরীক্ষা করে পরমায়ু স্থির কর্বার উপায়।

সু। তবে অনুগ্রহ করে বলুন না?

ধা। ভাল অবস্থায় ছেলে হ'লে প্রায় সাড়ে তিনসের ওজনে হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, পুত্র কন্যার কি ওজনের কোন প্রভেদ আছে?

ধা। আছে বৈ কি? সচরাচর পুত্রের ওজন তিনসের আড়াই পোয়া হয়। আর মেয়ের ওজন তিনসের দেড়পোয়া হ'য়ে থাকে।

সু। আচ্ছা, ওজনের কম বেশী অনুসারে কি কোন ক্ষতি বৃদ্ধি আছে?

ধা। তা আর নাই? যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণের পর সম্পূর্ণ অবস্থায় আড়াইসের অপেক্ষা কম হয়, তারা ভাল বাড়ে না, আর দীর্ঘজীবীও হয় না।

সু। আচ্ছা, ভূমিষ্ট হ'লে সন্তান কত লম্বা হ'য়ে থাকে?

ধা। পুত্র ও কন্যা প্রায় এক৷৹ হাত (বিশ ইঞ্চি তিন আঙ্গুল)

হয়। তবে পুত্র কন্যা চাইতে (আধ ইঞ্চি) প্রায় দেড় আঙ্গুল বড় হ'য়ে থাকে।

স্ত্র। কি কারণে সন্তান ভারী ও দীর্ঘ হ'য়ে থাকে?

ধা। স্ত্রীলোকের বয়স অনুসারে সন্তান ভারী ও দীর্ঘ হ'য়ে থাকে।

স্ত্র। স্ত্রীলোকের কিরূপ বয়স অনুসারে এরূপ ঘটে?

ধা। যদি স্ত্রীলোকের পঁচিশ বৎসরের নীচে সন্তান জন্মে, তা হ'লে সন্তান সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়ে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

স্ত্র। আচ্ছা, যদি পঁচিশ হ'তে উনিশ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের সন্তান হয়, তবে কি রকম সন্তান জন্মে?

ধা। সে বয়সে সন্তান হ'লে প্রায় দীর্ঘাকার হয়।

স্ত্র। ত্রিশ বৎসরের পর সন্তান হ'লে কি রকম হয়?

ধা। যেরূপ বল্লেম, তা চাইতে কিছু ছোট হ'য়ে থাকে।

স্ত্র। অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা প্রথম সন্তান কিরূপ হয়।

ধা। অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা পরিমাণে ও দীর্ঘতায় কিছু কম হয়। তার প্রমাণ দেখ নাই কি, মুরগীর অন্যান্য ডিম অপেক্ষা প্রথম ডিমটী কিছু ছোট?

স্ত্র। আচ্ছা, সকল দেশে কি একরূপ ওজনে সন্তান হয়?

ধা। ভিন্ন ভিন্ন রকম হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ জন্মগ্রহণ সময় ছয়সের তিনপোয়া অথবা তার ও কম ওজন হ'য়ে থাকে।

স্ত্র। তবে সকল দেশে সকল সন্তান একরূপ নিয়মে লম্বা কিম্বা ভারী হয় না দেখ্‌ছি?

ধা। কোন কোন পুত্র সাড়ে চব্বিশ ইঞ্চি অর্থাৎ প্রায় পাঁচ পোয়া বেশী লম্বা হ'য়ে থাকে। যারা এরূপ সন্তান প্রসব করে, সেই সকল স্ত্রীলোককে প্রসব সময় ওজন কল্লে প্রায় এক মণ ছয়সের হ'য়ে থাকে।

স্থু। এতোও সঙ্কেত আছে গা ?

ধা। আছে বৈ কি ? যা হ'ক এখন তো বেশ বুঝ্তে পাল্লে ? তবে যা যা বল্লেম, বেশ করে মনে রেখ।

স্থু। আপনাকে যে কত কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, তা আর বল্তে পারি না।

ধা। বেশ তো আবার কি জানতে ইচ্ছা হয়, বল না ?

স্থু। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কাদের সংখ্যা অধিক ?

ধা। প্রায় দেখা যায়, ছেলে অপেক্ষা মেয়ের ভাগই বেশী।

স্থু। কিরূপ নিয়মে বেশী ?

ধা। কোন দেশে এক-শত যদি ছেলে দেখা যায়, তবে মেয়ের সংখ্যা এক শত পাঁচ জন। কোথাও বা এক শত ছেলে কিন্তু মেয়ে এক শত নয় জন। কোথাও বা এক শত ছেলে কিন্তু তিনশত মেয়ে; কোন দেশে বা এক শত ছেলে কিন্তু দুই হাজার মেয়ে।

স্থু। তবে কি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক জন্মে ?

ধা। না—জন্ম বৃত্তান্ত দেখ্লে জানা যায়, স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ অধিক জন্মে।

স্থু। তবে এরূপ মেয়ের সংখ্যা বেশী, কেন ?

ধা। কারণ বালক জন্মগ্রহণ করেই প্রথম বৎসরে অধিকাংশ মৃত্যু-মুখে পড়ে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের মধ্যেই, অনেকের মৃত্যু ঘটে। এজন্যই পুত্র অপেক্ষা কন্যার ভাগ বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

স্ম। আচ্ছা, মেয়েরা কোন বয়সে অধিক মরে?

ধা। বাল্যকালে মেয়ের মৃত্যু কম হয়। তবে পনর যোল বৎসরে কতক মারা পড়ে।

স্ম। আচ্ছা, কি কারণে কন্যা জন্মে?

ধা। যদি পিতা অপেক্ষা মাতার অধিক প্রাধান্য হয়, তবে কন্যা জন্মে আর যদি মাতা অপেক্ষা পিতার প্রাধান্য হয় তবে পুত্র হয়।

স্ম। পুত্র কন্যার সমান সংখ্যা জন্মে কেন?

ধা। যদি পিতা মাতার সমান প্রাধান্য অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক সমান শক্তি হয়, তা হ'লে পুত্র ও কন্যা সমান সংখ্যায় জন্মে।

স্ম। আচ্ছা, আর কোন কারণে কি কন্যা জন্মে?

ধা। যদি পিতা অপেক্ষা মাতার বয়স অধিক হয়, তবে কন্যা জন্মে আর যদি মাতা অপেক্ষা পিতার বয়স অধিক হয়, তবে পুত্র জন্মে।

স্ম। যদি পিতা মাতার সমান বয়স হয়, তবে কি রকম সন্তান জন্মে?

ধা। তা হ'লে পুত্র ও কন্যা সমান সংখ্যায় হ'বে।

সু। আচ্ছা, আর কি কোন কারণে পুত্র কন্যার জন্ম জানা যায়?

ধা। যায় বৈ কি? যদি গ্রীষ্মকালে গর্ভ হয়, তবে কন্যার ভাগ বেশী জন্মে, আর শীতকালে গর্ভ হ'লে পুত্রের সংখ্যা অধিক হয়। সে যা হ'ক এখন বেলা অনেক হ'য়েছে, আমি চল্লেম। কিছুদিন পরে আবার দেখা কর্‌ব।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
যৌবনাবস্থা	১
স্ত্রী পুরুষের একত্র শয়ন, শয্যা, গৃহ	৬
সহবাস	১১
অস্বাভাবিক গমনে দোষ	২৯
স্তন	৪০
আদ্য ও মাসিক ঋতু	৫১
কষ্ট ঋতু বা বাধক	৭৩
প্রদর	৯০
বালিকাদিগের প্রদর	৯৬
মূর্চ্ছা (হিষ্টিরিয়া)	৯৯
বিবাহ, স্ত্রী, পুরুষ, স্বাস্থ্য	১০৬
শুক্র, আর্ত্তব	১২৬
গর্ভ-সঞ্চার	১৩৩
কি কারণে বন্ধ্যাত্ব দোষ ঘটে	১৪৫
গর্ভাবস্থায় সাবধানতা, আহার, স্নান, পরিচ্ছদ, অঙ্গচালনা, মানসিক উত্তেজনা, সহবাস, স্বাস্থ্য ইত্যাদি	১৫১

ভূমিকা।

দুর্ব্বল নির্ব্বীর্য্য বাঙ্গালীজাতি নানা কারণে দিন দিন নিস্তেজ ভগ্ন-দেহ এবং অল্প পরমায়ু হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী-জাতির জাতীয় জীবন সংগঠন করিতে হইলে অগ্রে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিতে হয়। সংসারের যে কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলেই শরীর ও মনের শক্তি-বর্দ্ধন করা আবশ্যক। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত শোণিত শুক্রাদির সংরক্ষণ এবং উপযুক্ত পরিমাণে পরিচালনা করিতে না শিখিবে, ততদিন সমাজের কোন প্রকার শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। দুঃখের বিষয়, এই মহৎ কার্য্য সাধনোপযোগী কোন প্রকার পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অভাব বিমোচন আশয়ে "যুবক-যুবতী" প্রকাশ হইল। যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা ঘূণাক্ষরেও সমাজের উপকার হয়, তবে সমুদায় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীবিপ্রদাস শর্ম্মা।

কৃতজ্ঞতা।

যে সকল মহাত্মা গ্রন্থকারদিগের পুস্তক সমূহ অবলম্বন করিয়া "যুবক-যুবতী" লিখিত হইল, সেই সকল মহাত্মাদিগের প্রতি অকপট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অর্থাৎ চরক, সুশ্রুত, বাভট, ভাবপ্রকাশ ইত্যাদি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ; যাজ্ঞবল্ক, কৃত্যচিন্তামণি, নান্দিকেশ্বরপুরাণ, শতাতপ, জ্যোতিষতত্ত্ব, সারসংগ্রহ ইত্যাদি গ্রন্থনিচয় এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জ্ঞান-ভাণ্ডার স্বরূপ পাই হেনরি চ্যাভ্যাস্ প্রণীত য়্যাড্ভাইস্ টু এ ওয়াইফ্, জর্জ হেনরি নেফিজ্ কৃত দি ফিজিক্যাল্ লাইফ্ অব্ উওম্যান্, উই-লিয়ম্ একটন্ লিখিত ট্রিটীন্ অন্ ডিজীজেস্ অব্ দি ইউরিনারী এণ্ড্ জেনারেটিভ্ অর্গ্যান্স্, টি, সি, ডন্কান্ সঙ্কলিত দি ফিডিং এণ্ড্ ম্যানেজ্মেন্ট অব্ ইন্ফ্যান্টস্ এণ্ড চিল্ড্রেন্ প্রভৃতি ইংরাজী পুস্তক এবং স্ত্রী চিকিৎসা, স্ত্রী রোগ চিকিৎসা, চিকিৎসা-সম্মিলনী ইত্যাদি চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা এবং লব্ধ-নামা কতিপয় চিকিৎসকের উপদেশানুসারে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।

উপসংহার কালে ইহাও বক্তব্য বিংশতি দিবসের পরিশ্রমে বিংশতি ফর্ম্মা "যুবক-যুবতী" লিখিত হইয়াছে। এরূপ গুরুতর বিষয় এরূপ অল্প সময় মধ্যে প্রকাশ করায় স্থানে স্থানে ভ্রম প্রমাদ ঘটিবার সম্ভব। অতএব কেহ যদি সেই সকল ভ্রম প্রমাদ আমাকে প্রদর্শন করান, তবে দ্বিতীয় সংস্করণকালে অতি কৃতজ্ঞতার সহিত সেই সকল অংশ সংশোধিত হইবে।

চিরঋণী

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

যুবক-যুবতী।

প্রথম ভাগ।

ভার্য্যা মূলং গৃহস্থস্য ভার্য্যা মূলং সুখস্য চ।
ভার্য্যা ধর্ম্ম ফলাবাপ্তৌ ভার্য্যা সন্তান বৃদ্ধয়ে।"

পাক-প্রণালী সম্পাদক

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়

সঙ্কলিত।

১১২ নং অপার চিৎপুররোড হইতে

ন্যাশান্যাল পাবলিশিং কোম্পানি দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

বঙ্গাব্দ ১২৯৪।

উৎসর্গ।

যাঁহারা সংসারের আশা ভরসা

এবং

ভবিষ্য বংশের উন্নতির ভিত্তি স্বরূপ

সেই

যুবক-যুবতীদিগের হস্তে

এই

"যুবক-যুবতী"

আদরের সহিত সমর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।